Aladdin
আলাদিন
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ
এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Aladdin Tel: 718-784-2554

সফলতার ২৮ বছরে
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা
www.banglapatrikausa.com
বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৪৬ সোমবার শ্রাবণ ২৮ ১৪৩১ / সফর ০৬ ১৪৪৬ / Vol. 28 / Issue 46 / August 12 USA. Free in NY, Other State $1

বিপ্লব যখন সফল হয়, তখন পুরোনো সংবিধান অকার্যকর

সাবেক বিচারপতি এম এ মতিন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:
ছাত্রসমাজের আন্দোলনের মুখে প্রধান বিচারপতিসহ আপিল বিভাগের সাত বিচারপতি পদত্যাগ করেন। এর পরে রাষ্ট্রপতির প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন সৈয়দ রেফাত আহমেদ। পুরো প্রক্রিয়াটি কতটা সংবিধানসম্মত হয়েছে, সে বিষয়ে ব্যাখ্যা তুলে ধরেন আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি এম এ মতিন।
কোনো বিপ্লব যখন সফল হয়, তখন পুরোনো সংবিধান আর কার্যকর থাকে না। তখন গণদাবিটাই হলো আইন। *(বাকি অংশ ১১ এর পাতায়)*

ড. ইউনূসকে বিজ্ঞাপনে শুভেচ্ছা জানানোর হিড়িক

ছবি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ড. ইউনূস অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেওয়ার পর *(বাকি অংশ ১৩ এর পাতায়)*

বহু চ্যালেঞ্জ ও প্রত্যাশার চাপে নতুন সরকার

বৃহস্পতিবার (৮ আগস্ট) রাতে বঙ্গভবনে ১৭ সদস্যের অন্তর্বর্তী সরকারের ১৪ জন শপথ নেন। বাকি ৩ জন উপদেষ্টা রোববার ও সোমবার শপথ নেন।

- আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও জনতার মধ্যে আস্থার সম্পর্ক পুনরুদ্ধার
- প্রভাবমুক্ত বিচার বিভাগ
- রাষ্ট্র সংস্কার ও সুষ্ঠু নির্বাচন
- অর্থনীতি সচল
- জনপ্রত্যাশা পূরণ
- বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:
শেখ হাসিনার স্বৈরশাসন গণঅভ্যুত্থানে উৎখাতের পর নবগঠিত ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারকে রাষ্ট্র সংস্কারে কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে। এ সরকার এমন এক সময়ে দায়িত্ব নিয়েছে, যখন হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞের অভিজ্ঞতায় পুরো দেশ বিমূঢ়, প্রশাসনে অস্থিরতা, অর্থনীতিতে ধস, থানাগুলো পুলিশশূন্য হয়ে পড়ায় ছিনতাই-ডাকাতির মত নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছে। দ্রত দেশে স্থীতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে হবে। এদিকে দ্রুত নির্বাচন দিতে রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর চাপ। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য দল সংস্কার প্রসঙ্গে এখনও নীরব রয়েছে। তবে রাষ্ট্র সংস্কারে রয়েছে আন্দোলনে ভূমিকা রাখা শিক্ষার্থী-জনতার প্রত্যাশা। বিশেষজ্ঞদের মতে একদিকে দ্রত নির্বাচনের রাজনৈতিক দলগুলোর চাপ অন্যদিকে রাষ্ট্র সংস্কারের প্রত্যাশা সল্প *(বাকি অংশ ১০ এর পাতায়)*

অন্তর্বতীকালীন সরকারে কে কোন মন্ত্রণালয় পেলেন

ঢাকা ডেস্ক:
অন্তর্বতীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্ব বণ্টন করেছেন। শুক্রবার (৯ আগস্ট) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। শান্ড়িতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার (৮ আগস্ট) রাতে অন্তর্বতীকালীন সরকার গঠিত হয়। রাতে বঙ্গভবনে ১৭ সদস্যের অন্তর্বর্তী সরকারের ১৪ জন শপথ নেন। শুক্রবার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্ব বণ্টন করা হয়।
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের হাতে রাখা হয়েছে ২৭টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের দায়িত্ব। *(বাকি অংশ ১৫ এর পাতায়)*

‘বেসামাল’ মন্তব্যে হাসিনা পুত্র জয়; কিসের লক্ষণ?

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:
ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে সদ্য দেশত্যাগ করা বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর তাঁর পুত্র ও তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজিব ওয়াজেদ জয়ের একের পর এক ‘বেসামাল’ মন্তব্যে বিভিন্ন অঙ্গনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর জয় এক প্রতিক্রিয়ায় শেখ হাসিনা আর রাজনীতিতে ফিরবেন না জানিয়ে বলেন, “আমার মনে হয় এখানেই শেষ। আমার পরিবার এবং আমি আমাদের যথেষ্ট হয়েছে।” এরপর একাধিক গণমাধ্যমে ‘শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেননি”, “নির্বাচনের আয়োজন হলে শেখ হাসিনা দেশে ফিরবেন”, “গনতন্ত্র পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনে বিএনপির সাথে কাজ করতে চান” ও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকলে ভারতের পূর্ব সীমান্ত “নিরাপদ থাকবে না” “দ্রুত নির্বাচন না দিলে দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে” “ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে।” একেক ধরনের মন্তব্য করতে থাকেন।
এদিকে রবিবার শেখ হাসিনা ভারতের একাধিক গণমাধ্যমে এক বার্তায় নিজের পদত্যাগের কথা শিকার করেছেন। দ্য ইকোনমি টাইমস. হিন্দুস্থান টাইমস ও দ্য প্রিন্টসহ শেখ হাসিনার একটি বিবৃতি প্রকাশ করে।
রবিবার বার্তাসংস্থা এএফফিকে দেয়া সাক্ষাতকারে সজিব ওয়াজেদ জয় বলেন, দ্রুত নির্বাচন না হলে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আওয়ামী লীগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ *(বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)*

উৎসবমুখর পরিবেশে ফিলাডেলফিয়ায় তিনদিনব্যাপী মুনা কনভেনশন অনুষ্ঠিত

কোরআনের আলোকে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দাবী

সালাহউদ্দিন আহমেদ
(ফিলাডেলফিয়া থেকে ফিরে):
‘ইসলাম : পিস এন্ড জাস্টিস ফর হিউম্যানিটি’ শ্লোগান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসেলভেনিয়া রাজ্যের ফিলাডেলফিয়া শহরস্থ পেনসেলভেনিয়া কনভেনশন সেন্টারে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা-মুনা’র তিনদিনব্যাপী কনভেনশন। এবারের কনভেনশন ছিলো মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা-মুনা’র অষ্টম কনভেনশন। শুক্রবার (৯ আগষ্ট) বিকেল শুরু হওয়া কনভেনশন চলে রোববার (১১ আগষ্ট) অপরাহ্ন পর্যন্ত। কনভেনশনে আগতদের স্বাগত জানান মুনা’র ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন-অর রশীদ ও কনভেনের আরমান চৌধুরী। খবর ইউএনএ’র।
মুনা কনভেনশন ঘিরে পেনসেলভেনিয়া কনভেনশন সেন্টার মিনি বাংলাদেশের পাশাপাশি মুসলিম কমিউনিটির মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিলো। উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন স্থান থেকে কনভেনশনে যোগদানকারী অধিকাংশরাই ছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশী অথবা বাংলাদেশী বংশদ্ভুত আমেরিকান। কনভেনশনের বিভিন্ন অধিবেশনের আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও দেশী-বিদেশী ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তাদের কথায় অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থান, স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশ ত্যাগ, আওয়ামী লীগ
(বাকি অংশ ৫ এর পাতায়)

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট কর্মকর্তার সাথে আ.লীগ নেতাদের স্বাক্ষাত : চাঞ্চ্যলের সৃষ্টি

বিশেষ প্রতিনিধি:
নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল কার্যালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা। কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদার সাথে তাদের হঠাৎ একান্ত স্বাক্ষাত নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চ্যলের সৃষ্টি হয়েছে কমিউনিটিতে। এরই মধ্যে কনস্যুলেট কার্যালয়ের সামনে সদ্য ক্ষমতা থেকে পতন হওয়া যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতাদের অবস্থানের একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে। জানা গেছে, কোন *(বাকি অংশ ২ এর পাতায়)*

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
▪ TAX Liens Charge-Offs ▪ Inquiries ▪ Collections
▪ Garnishment ▪ Bankruptcy ▪ Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

APOLLO
INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

কোটা সংস্কার আন্দোলনে হামলা ও সহিংসতায় নিহত হলেন যারা

দেশে গত ১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত কোটা সংস্কার আন্দোলনে কতজন মারা গেছেন সে বিষয়টি এখনো নিশ্চিত করেনি সরকার। গণমাধ্যমের তথ্যমতে প্রায় ৫ শতাধিক নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এদিকে সরকারের পক্ষে আন্দোলনকারীদের দমন করতে গিয়ে হামলায় ৪২ জন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন।

মামুন (ব্যবসায়ী)
পীরগাছা, রংপুর
ঢাকার মিরপুরে ৫ আগস্ট পুলিশের গুলিতে নিহত

এমিস সিকদার (দোকানদার)
কালিয়াকৈর, গাজীপুর
সাভিপুর আমবাগ একাডেমির পাশে ৫ আগস্ট আনসারের গুলিতে নিহত

রুস্তম মিয়া (নিরাপত্তা প্রহরী)
আটপাড়া, নেত্রকোনা
সফিপুর আনসার একাডেমিতে ৫ আগস্ট আনসারের গুলিতে নিহত

জহিরুল ইসলাম রাসেল (ছাত্র)
দেবিদ্বার, কুমিল্লা
ঢাকায় ৪ আগস্ট পুলিশের গুলিতে নিহত

আব্দুল রাজ্জাক রুবেল
দেবিদ্বার, কুমিল্লা
দেবিদ্বারে ৪ আগস্ট স্বেচ্ছাসেবক লীগের গুলিতে নিহত

মারুফ মিয়া (স্কুলছাত্র)
শহীদ কলোনি, টাঙ্গাইল
টাঙ্গাইলে ৫ জুলাই পুলিশের গুলিতে নিহত

বদিউজ্জামান, কাউনিয়া, রংপুর
ঢাকার নারায়ণগঞ্জে ৫ আগস্ট বিজয় মিছিলে হামলায় নিহত

জিহাদুল ইসলাম (ছাত্র)
মুলাদী, বরিশাল
ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে ২০ জুলাই পুলিশের গুলিতে নিহত

আব্দুল কাইয়ুম (ছাত্র, কর্মী)
সাভার, ঢাকা
সাভারে ঢাকা কর্মসূচিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ৫ আগস্ট নিহত

জুলকার নাইন (স্কুলছাত্র)
সাঁথিয়া, পাবনা
ঢাকার সাভারে বিজয় মিছিলে ৫ আগস্ট পুলিশের গুলিতে নিহত

মো. আতিকুর রহমান (সাংবাদকর্মী)
হিজলা, বরিশাল। ঢাকার শনিরআখড়ায় ৫ আগস্ট মোবাইলে ভিডিও করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত

তৌহিদ মোল্লা (গার্মেন্টস শ্রমিক)
কেশবপুর, যশোর
সাভারের আশুলিয়ায় ৫ আগস্ট পুলিশের গুলিতে নিহত

নয়ন মিয়া (১৮)
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ
বানিয়াচংয়ে ৫ আগস্ট পুলিশের গুলিতে নিহত

আক্কিলুর (৩০)
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ
বানিয়াচংয়ে ৫ আগস্ট পুলিশের গুলিতে নিহত

আনাস (ছাত্র)
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ
বানিয়াচংয়ে ৫ আগস্ট পুলিশের গুলিতে নিহত

সাগর হোসেন (চাকরিজীবী)
পঞ্চগড় সদর
ঢাকার মেরুল বাড্ডায় ৫ আগস্ট পুলিশের গুলিতে নিহত

ইশমামুল হক (ছাত্র)
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
ঢাকার চকবাজারে ৫ আগস্ট ছাত্র বিক্ষোভে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত

সাফোয়ান (শিক্ষার্থী)
সাভার, ঢাকা
সাভারে ৫ আগস্ট পুলিশের গুলিতে নিহত

রমজান আলী
সিংড়া, নাটোর
ঢাকার বাইপাইলে ৫ আগস্ট গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত

সাকিও আমান নুর (স্কুলছাত্র)
কচুয়া, চাঁদপুর
ঢাকার উত্তরায় ৫ আগস্ট মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত

সিহাব হোসেন (ছাত্র)
এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ
এনায়েতপুরে ৫ আগস্ট বিক্ষোভের সময় পুলিশের গুলিতে নিহত

সিয়াম হোসেন (ছাত্র)
এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ
এনায়েতপুরে ৫ আগস্ট বিক্ষোভের সময় পুলিশের গুলিতে নিহত

ইয়াহিয়া হোসেন (ব্যবসায়ী)
এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ
এনায়েতপুরে বিক্ষোভ চলাকালে ৫ আগস্ট পুলিশের গুলিতে নিহত

মাসুম বিল্লাহ (২৪)
গাজীপুরের মাওনা এলাকায় ৫ আগস্ট পুলিশের গুলিতে নিহত

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট কর্মকর্তার সাথে আ.লীগ নেতাদের স্বাক্ষাত : চাঞ্চ্যলের সৃষ্টি

(প্রথম পাতার পর) অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই আওয়ামী লীগ নেতাদের সেখানে একত্রে উপস্থিত হওয়া এবং কনসাল জেনারেলের সাথে বৈঠক নিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নিউইয়র্ক সময় সোমবার (১২ আগষ্ট) দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে সিটির এস্টোরিয়ার নর্থদান বুলেবার্ডে অবস্থিত বাংলাদেশ কনস্যুলেট কার্যালয়ে কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই স্বাক্ষাত করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ড. মাসুদুল হাসানের নেতৃত্বে ৬/৭ জনের একটি দল। এ সময় কনস্যুলেট কার্যালয়ের কর্মকর্তার সাথে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতাদের একান্ত স্বাক্ষাতের বিষয়টি নিয়ে সেবা নিতে আসা প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে কৌতুহল দেখা দেয়। এ স্বাক্ষাত চলাকালে কনস্যুলেট কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের মাঝে বেশ উদ্বেগ লক্ষ্য করা যায়। এ সময় ডা. মাসুদুল হাসানের সাথে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা, বাকসু'র সাবেক জিএস ড. প্রদীপ কর, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা হাজী এনাম, মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকীসহ আরো ৬ নেতা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বাংলাদেশ কনস্যুলেট কার্যালয়ে সেবা নিতে আসা এক প্রবাসী বাংলাদেশী জানান, আমার পাসপোর্ট সংক্রান্ত কারণে পূর্বনির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিলো সোমবার (১২ আগষ্ট) দুপুরে। আমি সহ আরো বেশ কয়েকজন কনস্যুলেট কার্যালয়ের ভিতরে অপেক্ষমান অবস্থায় বসা ছিলাম। বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন নেতা কনস্যুলেট কার্যালয়ে ঢুকে সরাসরি কনস্যুলেট কর্মকর্তার রুমের দিকে প্রবেশ করেন। এরপর কনস্যুলেট কার্যালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা বেশ উদ্গ্রীব অবস্থায় ছুটোছুটি করতে থাকেন। বিষয়টি আমাদের কাছে বেশ সন্দেহের সৃষ্টি করে। কিছু সময় পর তারা আবার বের হয়ে চলে যান।

এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ডা. মাসুদুল হাসানের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, কনস্যুলেট কার্যালয় থেকে বঙ্গবন্ধু'র ছবি অপসারণের কারণ জানার জন্য আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। ৩/৪ দিন আগে কিছু লোক কনস্যুলেট কার্যালয়ে ঢুকে জোরপূর্বক বঙ্গবন্ধু'র ছবি নামিয়ে ফেলে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কোন পুলিশ রিপোর্ট করেছেন কিনা এবং বঙ্গবন্ধু'র ছবি অপসারণে কোন প্রজ্ঞাপন পেয়েছেন কিনা জানতে চেয়েছি দায়িত্বরত কর্মকর্তার কাছে। কারণ কোন প্রজ্ঞাপন ছাড়া বঙ্গবন্ধু'র ছবি নামিয়ে ফেলা ঠিক নয়। এছাড়াও ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধু'র মৃত্যুবার্ষিকী পালন বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের কোন নির্দেশনা আছে কিনা।

এ্যাপারে ডা. মাসুদুল হাসান জানান, কনস্যুলেটে ভাংচুরের আশংকায় বিক্ষুব্ধ প্রবাসীদের দাবীর মুখে কনস্যুলেট অফিস থেকে বঙ্গবন্ধু'র ছবি নামানোর সময় কোন বাধা দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে সরকারের সিদ্ধানের ফলে আগেই শেখ হাসিনার ছবি সরানো হয়েছিলো।

কনস্যুলেট কার্যালয়ে কর্মকর্তার সাথে স্বাক্ষাতের জন্য পূর্বনির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিলো কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, না আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই গিয়েছি। উনি (কর্মকর্তা) আমার পূর্ব পরিচিত এবং আগেও আমি যেকোন সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই গিয়েছি সেখানে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর গত ৮ আগষ্ট মঙ্গলবার ২০/২৫ জন বিক্ষুব্ধ প্রবাসী বাংলাদেশী নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট কার্যালয়ে প্রবেশ করে কনসাল জেনারেলের অফিসের দেয়ালে টানানো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি নামিয়ে ফেলতে বাধ্য করেন।

এ্যাপারে কনাসাল জেনালের নাজমুল হুদা সোমবার রাতে টাইম টেলিভিশনের লাইভ 'টাইম এক্সক্লুসিভ অনুষ্ঠানে' ভার্চুয়ালী যোগ দিয়ে বলেন, আজ (সোমবার) দুপুরে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা আমার অফিসে সাক্ষাত করতে আসলে আমি তাদের সাথে বসে তাদের কথা শুনি। এসময় তারা বঙ্গবন্ধুর ছবি নামালো এবং ১৫ আগষ্টের সরকারী নির্দেশনা নিয়ে কথা বলেন। কনসাল জেনালের আরো বলেন, এদিন বিকেলে শাহ শহীদুল হকের নেতৃত্বে ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস-এর একদল প্রতিনিধি আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

সোমবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা কনস্যুলেট কার্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

শেখ হাসিনার পদত্যাগে নিইউয়র্কে বিজয় উল্লাস

জলি আহমেদঃ

শেখ হাসিনার পদত্যাগের খবরে বাংলাদেশের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রেও বিজয় উল্লাস হয়েছে। নিইউয়র্কের জ্যামাইকায় প্রবাসী সোমবার (৫ আগষ্ট) বাংলাদেশীরা ১৬৮ স্ট্রীট ও হিলসাইড এভিনিউ এলাকায় এই বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠেন। বিজয় উল্লাসের আয়োজন করে 'বাংলাদেশ এসেম্বলী অব ইউএসএ'। এতে অংশ নেন শত শত প্রবাসী। শিশু থেকে শুরু করে নানা বয়সী সব শ্রেণী-পেশার মানুষ স্বতস্ফুর্তভাবে অংশ নেয় এই উল্লাসে। তাদের হাতে শোভা পায় লাল-সবুজের পতাকা।

কর্মসূচি শুরু হয় বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে। এরপর প্রবাসী বাংলাদেশীদের মুখ থেকে ভেসে আসে নানান স্লোগান। 'পালাইছেরে পালাইছে, শেখ হাসিনা পালাইছে', 'হৈ হৈ রৈ রৈ শেখ হাসিনা গেল কৈ', 'স্বৈরাচার গেল কৈ', 'ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই, স্বৈরাচারের ফাঁসি চাই' প্রভৃতি।

বাংলাদেশ এসেম্বলী অব ইউএসএ'র সভাপতি মোহাম্মদ শামীম হাসান বলেন, বাংলাদেশের মানুষ এতদিন যে কষ্ট করেছে তার বিস্ফোরণ আজ দেখা গেছে। এই তরুণ সমাজ রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনে দিছে। যা আমরা কখনো ভুলবো না।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলাম (কলিম) বলেন, বাংলাদশে আজ যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে তা থামার নয়। আপনারা সবাই খেয়াল রাখবেন যাতে কোনো ধরনের বিশৃংখলা না হয়।

মহিলা সম্পাদক জাকিয়া সোলাইমান বলেন, আমরা বাংলাদেশকে পরিপূর্ণ স্বাধীন না করে থামতে চাই না। সবাই সজাগ থাকবেন, যাতে দেশে কোনো বিশৃঙ্খলা না হয়।

বিজয় উল্লাসে সংগঠনের সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন সরকার, দপ্তর সম্পাদক আতিকুল ইসলাম রফিক, ধর্মবিষয়ক সম্পাদক শাহাদাত হোসেন, মিয়া ফয়েজ আহমেদ (জুয়েল), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উৎসবে আরো ছিলেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ড. ওয়াজেদ খান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গনি, সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানি সহ আরো অনেকে।

The Weekly
Bangla Patrika
Editor: **Abu Taher**
Tel: 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে নতুন সরকার

প্রত্যাশা অনেক

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়েছে গত ৫ আগস্ট সোমবার দুপুরে। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং দেশত্যাগের খবর জানানোর পর দেশজুড়ে মানুষের বিজয়োল্লাস যেমন ছিল চোখে পড়ার মতো, তেমনি গণভবন, সংসদ ভবনসহ বিভিন্ন স্থাপনায় ঢুকে লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক। আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের বাসাবাড়ি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে আক্রমণের ঘটনাকে ক্ষুব্ধ মানুষের ক্রোধের সাময়িক বহিঃপ্রকাশ বলে মনে হলেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাসাবাড়ি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে হামলার ঘটনাগুলো সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কি?

> *“শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং দেশত্যাগের খবর জানানোর পর দেশজুড়ে মানুষের বিজয়োল্লাস যেমন ছিল চোখে পড়ার মতো, তেমনি গণভবন, সংসদ ভবনসহ বিভিন্ন স্থাপনায় ঢুকে লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক। আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের বাসাবাড়ি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে আক্রমণের ঘটনাকে ক্ষুব্ধ মানুষের ক্রোধের সাময়িক বহিঃপ্রকাশ বলে মনে হলেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাসাবাড়ি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে হামলার ঘটনাগুলো সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কি?*
> *মানুষ আশা করছে, অতীতের ভুলত্রুটির পুনরাবৃত্তি নয়, এই সরকারের হাত ধরে এক নতুন বাংলাদেশের উত্থান ঘটবে। মুক্তিযুদ্ধের যে আকাঙ্খা-অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। নতুন সরকার মানুষের অগ্রগতি ও স্বপ্নযাত্রার পথের সব বাধা অপসারণে দৃঢ়চিত্ত ও আপসহীন অবস্থানে থাকবে।”*

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শপথ নিয়েছে ৮ আগস্ট বৃহস্পতিবার রাতে। এই সরকারের শপথ গ্রহণের আগমুহূর্ত পর্যন্ত দেশ চলছিল সরকারবিহীন। মানুষের মধ্যে ছিল চরম অনিশ্চয়তা, উৎকণ্ঠা। পুলিশ বাহিনী নিষ্ক্রিয় থাকার সুযোগে দুষ্কৃতকারীরা চুরি-ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত করেছে। নতুন এই সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। মানুষ আশা করছে, অতীতের ভুলত্রুটির পুনরাবৃত্তি নয়, এই সরকারের হাত ধরে এক নতুন বাংলাদেশের উত্থান ঘটবে। মুক্তিযুদ্ধের যে আকাঙ্খা-অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। নতুন সরকার মানুষের অগ্রগতি ও স্বপ্নযাত্রার পথের সব বাধা অপসারণে দৃঢ়চিত্ত ও আপসহীন অবস্থানে থাকবে।

নতুন সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে যাঁরা শপথ নিয়েছেন, তাঁদের নিজ নিজ রাজনৈতিক বিশ্বাস যা-ই হোক না কেন, দায়িত্বপালনে তাঁরা সব ধরনের পক্ষপাতমুক্ত থাকবেন বলেই আমরা আশা করি। এটা অস্বীকার করা যাবে না যে রাজনৈতিকভাবে আমরা চরম বিভাজিত এক জাতি। এত দিন এটা বলা হতো দুই ভাগে বিভাজিত জাতির এক ভাগের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, আরেক ভাগ বিএনপির নেতৃত্বে। তৃতীয় একটি শক্তির কথা বলা হলেও তা যে অতি দুর্বল, সেটা নিয়েও বিতর্কের অবকাশ নেই। আওয়ামী লীগ এখন পরাজিত শক্তি। তাহলে বিএনপি কি বিজয়ী? না। ড. ইউনূসসহ অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের মানুষ দেখতে চাইবে সত্যিকার নির্দলীয় ভূমিকায়। আওয়ামী লীগ সরকার মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করেছিল, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ভিন্নমত দলনে উঠেপড়ে লেগেছিল। নতুন সরকার নিশ্চয়ই সেই পথ অনুসরণ করবে না। এই সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। বলা হচ্ছে, এবারের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান নাকি দ্বিতীয় স্বাধীনতা। তাহলে প্রথম স্বাধীনতা নিশ্চয়ই একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ। প্রথম স্বাধীনতা দেশবাসীর যেসব স্বপ্ন অপূর্ণ রেখেছে, দ্বিতীয় স্বাধীনতা সেগুলো পূর্ণ করবে। নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে যে উপদেষ্টা পরিষদ বা সরকার গঠিত হয়েছে, সেই সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় নিশ্চয়ই থাকবে মানুষের প্রত্যাশা পূরণ।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, যারা অপরাধ করেছে, তাদের আইনের মাধ্যমে বিচারের আওতায় শিগগিরই উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। অরাজকতার বিষবাষ্প যে-ই ছড়াবে, বিজয়ী ছাত্র-জনতাসহ মুক্ত মানসিকতার মানুষ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পূর্ণ শক্তি তাদের ব্যর্থ করে দেবে। আমরা চাই, প্রতিহিংসা ও হানাহানি পরিহার করে শান্তি, সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের নীতি কার্যকর হোক।

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৭ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৮ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

হাসিনার ব্যাপারে ভারত কী সিদ্ধান্ত নেবে

আ লী রী য়া জ

গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে উৎখাত হয়ে শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ৫ আগস্টের বিকেল থেকেই যে প্রশ্নটি সবার মনে বড় হয়ে উঠেছে, তা হলো ভারত বাংলাদেশের এই অকস্মাৎ পরিবর্তনকে কীভাবে গ্রহণ করবে এবং তার প্রতিক্রিয়া কী হবে।

শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় না নিলেও এসব প্রশ্ন উঠত, কিন্তু ভারতে আশ্রয় নেওয়ার এবং ভারত থেকে অন্য কোথাও যাওয়ার দ্রুত সম্ভাবনা না থাকায় গত তিন দিনে এই প্রশ্ন আরও বেশি জরুরি হয়ে উঠেছে এবং তাতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, হাসিনার ব্যাপারে ভারত কী সিদ্ধান্ত নেবে।

যে সরকারের প্রতি ভারত দেড় দশক ধরে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে এসেছে এবং একটি স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা ও তাকে অব্যাহত রাখতে অনুঘটকের কাজ করেছে, জনরোষে তার পতনের কারণ ভারতের নীতিনির্ধারকেরা উপলব্ধি করতে পারবেন, এমন আশা করার কারণ ছিল না।

কেননা গত বছরগুলোয় বিশেষত ২০২৩ সালের মাঝামাঝি থেকে ভারতের নীতিনির্ধারকেরা এটা সুস্পষ্ট করেই বুঝেছিলেন যে হাসিনার শাসনের ভিত্তি জনগণের সমর্থন নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে বিশ্লেষক থেকে শুরু করে নীতিনির্ধারকেরা হাসিনাকে যেকোনো মূল্যে ক্ষমতায় রাখতে চেয়েছে। সেই লক্ষ্যে সম্ভাব্য সবকিছুই করেছে।

শুধু ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে নয়, ২০১৮ সালেও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে এটা স্পষ্ট ছিল যে আওয়ামী লীগ ইতিমধ্যেই 'অত্যন্ত নিবিড়ভাবে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করেছে' এবং সুষ্ঠু নির্বাচনে 'আওয়ামী লীগ পরবর্তী সংসদে একটি বিব্রতকর সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে' (পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী, অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮)।

এমন বাস্তবতায় ভারত তার বাণিজ্যিক ও ভূরাজনৈতিক স্বার্থে বাংলাদেশকে তার প্রভাববলয়ে রাখতে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের মাধ্যমে এক অসম সম্পর্কে বন্দী করেছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু নীতিনির্ধারক নয়, বাংলাদেশ বিষয়ে ভারতে যাঁরা গবেষণা করেন, দু-একজন ব্যতিক্রম বাদে তাঁদের প্রায় সবারই বাংলাদেশসংক্রান্ত ধারণা যতটা না অজ্ঞতাপ্রসূত, তার চেয়ে বেশি জাত্যভিমান দ্বারা পরিচালিত হয়েছে বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে।

বাংলাদেশ বিষয়ে ভারতীয় সাংবাদিক, গবেষকদের এই ধারণার পেছনে যে প্রত্যাশা কাজ করেছে, তা হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভারতের ভূমিকার জন্য বাংলাদেশ ও এর নাগরিকদের প্রজন্মান্তরে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ থাকতে হবে এবং সেই কৃতজ্ঞতা কেবল আওয়ামী লীগ এবং তাঁর নেত্রী শেখ হাসিনাই নিশ্চিত করতে পারেন। এই বিবেচনা দল-নির্বিশেষে ভারতে এতটাই গভীর যে তাঁরা বুঝতে পারেননি, 'কৃতজ্ঞতা হচ্ছে বহন করার জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ ক্রুশকাষ্ঠ'।

শেখ হাসিনার পতন তাঁদের নীতির এবং দৃষ্টিভঙ্গির অসারতা প্রমাণ করেছে। কিন্তু এই বাস্তবতা স্বীকার করার পরিবর্তে ভারতীয় নীতিনির্ধারক এবং গণমাধ্যমগুলো যে ধরনের অবস্থা গ্রহণ করেছে, তাতে উদ্বিগ্ন হতে হয়। বাংলাদেশের এই গণ-অভ্যুত্থানকে ইসলামপন্থীদের উত্থান বলেই বর্ণনা করা হচ্ছে।

কলকাতার বর্তমান পত্রিকার ৬ আগস্টের শিরোনাম, 'তাণ্ডব জামায়াতপন্থীদের, ইস্তফা দিয়েই ভারতে পাড়ি হাসিনার, সেনার নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ' কেবল একটি সংবাদপত্রের অবস্থান বলে মনে করা যায় না এই কারণে যে গত কয়েক দিনে ভারতের টেলিভিশনের টক শোর আলোচনা থেকে শুরু করে ইউটিউবে প্রচারিত বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানেও একই সুর শোনা যাচ্ছে।

অভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতিতে দেশে যে ধরনের সহিংসতা ঘটছে, সংখ্যালঘুদের ওপরে হামলা হচ্ছে এবং আইনশৃঙ্খলার অনুপস্থিতি দেখা যাচ্ছে, তা উদ্বেগজনক। কিন্তু ভারতের গণমাধ্যমে যে অতিরঞ্জন হচ্ছে, তা এমনকি পশ্চিম বাংলা পুলিশও মনে করে।

> *বাংলাদেশ থেকে পলায়নের পর হাসিনা প্রতিবেশী দেশ ভারতে যাবেন, সেটা মোটেই অভাবিত নয়। কিন্তু বিমানবন্দরে ভারতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের উপস্থিতি এবং তাঁদের মধ্যকার আলোচনা এটাই জানিয়ে দেয় যে ভারত এখনো হাসিনাকে গুরুত্ব দিয়ে এবং বাংলাদেশের রাজনীতির কুশীলব বলেই বিবেচনা করে।*
>
> *বিপ্লব, গণ-অভ্যুত্থান, সামরিক অভ্যুত্থান বা গৃহযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে স্বৈরাচারী শাসকদের পালিয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নেওয়ার ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু পলাতক এই ব্যক্তিদের কোনো দেশে সরকারিভাবে বিমানবন্দরে কার্যত 'অভ্যর্থনা' জানানোর কোনো উদাহরণ নেই। এই তথ্যই এই পদক্ষেপের গুরুত্ব বোঝায় যে শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে এবং আফগানিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনিকে ভারত আশ্রয় দেয়নি।*

৭ আগস্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত একটি ঘোষণায় বলা হয়েছে, 'কিছু স্থানীয় টিভি চ্যানেলে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে যেভাবে রিপোর্টিং হচ্ছে, তা খুব দৃষ্টিকটুভাবে সাম্প্রদায়িক এবং ভারতের প্রেস কাউন্সিলের নিয়মাবলির পরিপন্থী।'

শুধু তা-ই নয়, বাংলাদেশের এই গণজাগরণকে চীন-পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র বলে বর্ণনা করে ৬ আগস্ট প্রতিবেদন ছেপেছে ইন্ডিয়া টুডে। বিভিন্ন টিভি অনুষ্ঠানের আলোচকেরাও এ ধরনের কথাই বলে আসছেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের বাইরের সব শক্তিকে পাকিস্তানি আইএসআইয়ের সমর্থনপুষ্ট বলে বিবেচনা করার এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে।

২১ জুলাই টাইমস অব ইন্ডিয়ার সম্পাদকীয় ভাষ্য ছিল, 'আওয়ামীবিরোধী ক্রমবর্ধমান জন-অসন্তোষ ভারতের জন্য নিরাপত্তা-সংকট তৈরি করছে। সর্বশেষ যা ভারতের প্রয়োজন, তা হলো আওয়ামী-পরবর্তী পরিস্থিতিতে পাকিস্তান-সমর্থিত একটি সরকার পরিচালিত বাংলাদেশে নয়াদিল্লির উচিত তার কৌশলগত স্বার্থ রক্ষার জন্য বাংলাদেশের রাজনীতির সব অংশের কাছে পৌঁছানো।'

ভারতের সরকার ও বিরোধী দল বাংলাদেশ প্রশ্নে একই অবস্থানে রয়েছে। লোকসভায় ৬ আগস্ট পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্করের বিবৃতি বা সর্বদলীয় সভায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী যখন প্রশ্ন করেন যে বাংলাদেশের ঘটনার পেছনে বিদেশি হাত আছে কি না, তখন অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে যায়।

বাংলাদেশের নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের বৈধতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলাই যে এর উদ্দেশ্য, তা বোঝা যায়। এ ধরনের আলোচনা পশ্চিমা দেশগুলোকে প্রভাবিত করার চেষ্টা।

বাংলাদেশে একটি উগ্র গোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট সরকার আছে এমন প্রচারের ফলে অন্য দেশগুলো যদি পর্যবেক্ষণের জন্যও সময় নেয় তা নতুন সরকারের জন্য, বিশেষত অর্থনৈতিক সাহায্য প্রাপ্তিতে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। সেটা যে বাংলাদেশের ভেতরে অস্থিতিশীলতার কারণ হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভারতের এই আচরণ ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের একটি অংশকে দেশকে অস্থিতিশীল করে তুলতে উৎসাহী করবে। যে লাখ লাখ দলীয় কর্মী ফেলে হাসিনা পালিয়ে গেছেন, সেই নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে সজীব ওয়াজেদ জয়ের ভিডিও বার্তা'সাহস নিয়ে দাঁড়ান, আমরা আছি' নিশ্চয় শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আহ্বান নয়।

এটা সবাই জানি যে আন্দোলন দমনে অস্ত্র দিয়ে ছাত্রলীগ ও যুবলীগকে মাঠে নামানো হয়েছিল। সেগুলো এখন কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বা ভবিষ্যতে কীভাবে হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। ভারত সরকার এবং তার নীতিনির্ধারকেরা বিষয়গুলো জানে না, এমন নয়। এ ধরনের কথাবার্তা এবং আচরণ থেকে বোঝা যায় যে ভারত হাসিনা সরকারের পতনের পরবর্তী পরিস্থিতি তার স্বার্থের অনুকূলে রাখতে বিভিন্ন ধরনের কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে।

এ অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ভারতে শেখ হাসিনার উপস্থিতি। বাংলাদেশ থেকে পলায়নের পর হাসিনা প্রতিবেশী দেশ ভারতে যাবেন, সেটা মোটেই অভাবিত নয়। কিন্তু বিমানবন্দরে ভারতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের উপস্থিতি এবং তাঁদের মধ্যকার আলোচনা এটাই জানিয়ে দেয় যে ভারত এখনো হাসিনাকে গুরুত্ব দিয়ে এবং বাংলাদেশের রাজনীতির কুশীলব বলেই বিবেচনা করে।

বিপ্লব, গণ-অভ্যুত্থান, সামরিক অভ্যুত্থান বা গৃহযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে স্বৈরাচারী শাসকদের পালিয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নেওয়ার ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু পলাতক এই ব্যক্তিদের কোনো দেশে সরকারিভাবে বিমানবন্দরে কার্যত 'অভ্যর্থনা' জানানোর কোনো উদাহরণ নেই। এই তথ্যই এই পদক্ষেপের গুরুত্ব বোঝায় যে শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে এবং আফগানিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনিকে ভারত আশ্রয় দেয়নি।

শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় প্রার্থনা করেননি; ভারত সরকার বলেছে, তারা হাসিনাকে সময় দিচ্ছে সিদ্ধান্ত নিতে। শেখ হাসিনা বিভিন্ন দেশে আশ্রয়ের জন্য চেষ্টা করছেন। পশ্চিমা দেশগুলো তাঁকে আশ্রয় দেবে বলে মনে হয় না। বিকল্প হচ্ছে, উপসাগরীয় দেশগুলো। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পরোক্ষ ইঙ্গিত থাকলে এই দেশগুলো এ বিষয়ে উৎসাহী হবে বলে মনে হয় না। পাকিস্তানের নওয়াজ শরিফ এ ক্ষেত্রে উদাহরণ বলে বিবেচনার অবকাশ নেই।

শেখ হাসিনা কেবল যে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন তা নয়, তাঁর শাসনের শেষ দিনগুলোয় ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের একটা বড় কাজ হচ্ছে গত ১৫ বছরে যারাই মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে, হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে এবং গুম-খুনের নির্দেশ দিয়েছে, এসব কাজে যুক্ত থেকেছে, তাদের বিচারের আওতায় আনা। সেই বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকার ভারতের কাছে হাসিনাকে প্রত্যর্পণ করার অনুরোধ করতে পারে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায়ই তা করা সম্ভব। তবে বাংলাদেশে হাসিনাকে বিচারের চেষ্টা করলে তা অস্থিরতার কারণ হতে পারে এবং একে প্রতিহিংসামূলক বলে মনে হতে পারে।

ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের টম কিন বিবিসির প্রতিবেদককে বলেছেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত যদি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বিষয়গুলো তদন্ত করেন এবং কোনো বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়, সেটি ভিন্ন পরিস্থিতি তৈরি করবে। ক্ষমতাচ্যুতির আগেই বাংলাদেশের বাইরে থেকে এ ধরনের একটি নাগরিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল; এখন বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবেই এই প্রক্রিয়া সূচনা করতে পারে। ভারতের নীতিনির্ধারকেরা কি সেটা বিবেচনায় নিচ্ছেন?

আলী রীয়াজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও অধ্যাপক

কোন দিকে যাচ্ছি আমরা?

হাবীব ইমন

ঘৃণা এবং মেরুকরণের রাজনীতি অর্থনৈতিক ভিত্তির ক্ষতি করছে। বাক্ স্বাধীনতা যত খর্বিত হয়েছে, ততই বিজ্ঞানকে পেছনে ঠেলে দিয়ে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ-রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ তার জায়গা দখল করছে। এর পরিবর্তন দরকার। কিন্তু আন্দোলনকে তরুণেরা যেভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছে, এই মেজাজটা এখন অন্য কথা বলছে, ইতিহাসের বাঁক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বড় বিপন্ন, বড় অবক্ষয়ের সময় পার করে ছাত্র-জনতার বিজয় এল। নিঃসন্দেহে ১৬ বছরের গণতন্ত্রহীন-স্বৈরনীতি শাসনের বিরুদ্ধে বিজয় এটি। একদিন যাদের ভোট দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, জনগণের ন্যায়সংগত দাবিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে, সেই গণমানুষের জয় এটি। এটাই প্রমাণিত হয়েছে, জনগণই দেশের মালিক। জনগণের শক্তিই বড় শক্তি। ক্ষমতা কখনো স্থায়ী নয়, জোর করে টিকে থাকা যায় অনেক দিন, কিন্তু জনরোষ থেকে শেষ অবধি বাঁচা যায় না, শেখ হাসিনার করুণ বিদায়ের মাধ্যমে এ সত্য অনিবার্য হয়ে উঠল আবারও।

প্রশ্ন হলো, কোন দিকে যাচ্ছে দেশ, ধোঁয়াশা আছে, অস্পষ্টতা আছে। তবে মুক্তিযুদ্ধের মৌলনীতি হাতছাড়া হওয়ার বিরাট বিপদের দিকে যাচ্ছি না তো আমরা? পরিবর্তনের যে রাজনীতির কথা বলছি, সেখানে এটা আমাদের কোনোভাবেই কাম্য নয়। সমাধানযোগ্য একটি সমস্যাকে আগলে রেখে শুধু চরম অসহিষ্ণুতা, একগুঁয়েমি আচরণ, ক্ষমতার দম্ভ, জনগণের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও জবাবদিহিহীন শাসনব্যবস্থা কীভাবে সহিংস পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে, কয়েক বছর ধরে তার চেহারা দেখেছি। তার প্রতিফলনে অদূর ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে ঠেকবে, জানি না।

কোনো আন্দোলনে পরস্পর বিপরীত দুই শক্তির লড়াই হয়। এ ক্ষেত্রে আন্দোলনের রূপ কোনো এক পক্ষের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। প্রধানত, নির্ভর করে নিপীড়িত যার বিরুদ্ধে লড়ছে, তার প্রতিক্রিয়া কেমন হয় তার ওপর। এটা সত্য, পৃথিবীর ইতিহাসে সহিংস রক্তাক্ত পথ শাসকেরাই তৈরি করেছে, এতে করেই শাসকেরা শেষ পর্যন্ত গদি থেকে নামে এবং নতুন কিছুর সূচনা হয়। শাসকের স্বৈরনীতি এত উগ্র হয়, তাতে ক্রমাগত দমন-পীড়ন মাত্রা বাড়াতে থাকে, আর মানুষ নিপীড়িতের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়। তবে কি নিপীড়িতরা সহিংস হবে? সোজাসাপ্টা উত্তর হলো 'না।' সাম্প্রতিক আন্দোলনের প্রধান রূপ হিসেবে যাঁরা সহিংসতাকে বিচার করেন, তাঁরা স্বভাবজাতভাবেই সহিংস?

আমরা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ চেয়েছিলাম, এর বেশি কিছু নয়। জনগণ কখনোই ক্ষমতার জন্য ছিল না। তারা ক্ষমতার পালাবদলে অংশীজন হতে চেয়েছিল। পাকিস্তান আমলে একটা বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ছিল, সেটা দূর করতে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি। কিন্তু স্বাধীন দেশে, বিশেষ করে সামাজিক বৈষম্য রয়ে গেল, এখানে যত অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে, তত বৈষম্য বেড়েছে।

মধ্যবিত্তের সেন্টিমেন্ট খুব খারাপ, একবার সেখানে 'ঘা' লাগলে, সেটা সারানো খুব কঠিন। সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকসব দিক থেকে রাষ্ট্র 'অকার্যকর' অবস্থায় নিমজ্জিত হয়েছে। সেটাই একটা গভীর ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হচ্ছে। শ্রীলঙ্কায় যে অভ্যুত্থান হয়েছে, সেদিকে এই আন্দোলন অগ্রসর হচ্ছে কি না, এটা ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্যেই পরিষ্কার হয়েছিল।

ঘৃণা এবং মেরুকরণের রাজনীতি অর্থনৈতিক ভিত্তির ক্ষতি করছে। বাক্ স্বাধীনতা যত খর্বিত হয়েছে, ততই বিজ্ঞানকে পেছনে ঠেলে দিয়ে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ-রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ তার জায়গা দখল করছে। এর পরিবর্তন দরকার। কিন্তু আন্দোলনকে তরুণেরা যেভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছে, এই মেজাজটা এখন অন্য কথা বলছে, ইতিহাসের বাঁক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

৩২ নম্বর ধানমন্ডির ৫৭৫ নম্বর বাড়ি, যে বাড়িটি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি, যেটা জাদুঘর, বাঙালির সম্পদ, সেটা পুড়িয়ে দেওয়া হলো। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নকল করে কতজন বক্তৃতা দিলেন, কত কোট করা হলো তাঁকে গোটা

আন্দোলনে। কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের পর তাঁর বাড়িটি পুড়িয়ে দেওয়া হলো। এ কেমন পরিবর্তনের সূচনা? থানায় থানায় আগুন দেওয়া, পুলিশকে মারা, আওয়ামী লীগ নেতাদের মেরে ফেলা, তাঁদের বাড়িঘর পোড়ানো, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভেঙে ফেলা, হিন্দুদের বাড়িঘর-মন্দির ভাঙা এসব পৈশাচিক উল্লাস গ্রহণযোগ্য নয়।

দুই

তরুণদের রাজনৈতিক বোধ নিয়ে আমার দ্বিধা আছে। এসব তরুণের রাজনৈতিক মতাদর্শগত জায়গায় ভিন্নতা থাকলেও এই জনরোষের সঙ্গে দ্বিমত করার কোনো সুযোগ নেই। একটা অগণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি মানুষের মনোভাব এ আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। কিন্তু এ দায় আওয়ামী লীগ কখনোই এড়াতে পারবে না। দলটি যেভাবে গণতন্ত্রকে ধর্ষণ করেছে, ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে, বিচারহীনতার সংস্কৃতি তৈরি করেছে, মানুষের ওপর যেভাবে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করেছে, সাম্প্রদায়িকীকরণকে যেভাবে উসকে দিয়েছে, বিরাজনীতিকরণের দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়েছে, তার বড় প্রভাব এ আন্দোলনে পড়েনি, তা বলা যাবে না।

তিন

আশা এবং আশঙ্কা, দুটোর কথাই বলব। সরকারের পদত্যাগের যে দাবি, তা বহুদিনের, রাজনৈতিক মহলে এ দাবি চালু থাকলেও সেটাকে কখনোই জনগণের সামনে জোরদার করতে পারেনি দলগুলো। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এ দাবিকে সামনের দিকে অগ্রসর করতে পেরেছে, তবে এখনো অনেক প্রশ্নের জবাব মেলেনি, তার মীমাংসা না হলে বাংলাদেশ তার মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক নীতি থেকে পুরোপুরি সরে যাবে এ আশঙ্কাই কিন্তু জোরালো হচ্ছে।

সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে চলে গেছেন, অনেকটাই নির্বাসনে যাওয়া। তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বরাতে বিবিসি জানিয়েছে, শেখ হাসিনা আর রাজনীতিতে ফিরবেন না। প্রথম আলোর প্রতিবেদন বলছে, তিনি দেশ ছেড়ে যেতে চাননি। কিন্তু হাজার হাজার নেতা-কর্মী, যাঁরা দলের দুর্দিনে সব সময় ছিলেন, এখনো থাকবেন বলে বিশ্বাস করি, তাঁদের অরক্ষিত রেখে গেছেন। হয়তো তাঁরাই তাঁকে আবার রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনবেন।

নেতৃত্বশূন্যতায় ভুগবে আওয়ামী লীগ। চিরকালের মতো ঐতিহ্যবাহী এ দলটি রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে হারিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ হারিয়ে যাওয়াটা রাজনীতির জন্য সুখকর নয়; বরং গণতন্ত্রের জন্য নাজুক। বিএনপিকে শেষ করে দেওয়ার যে প্রবণতা থাকাটা কখনোই সঠিক ছিল না, তেমনি আওয়ামী লীগকে নিঃশেষ করে দেওয়ার চিন্তাটা ভুল হবে। জনগণই নির্ধারণ করুক এ দলের ভবিষ্যৎ। যাঁরা সরকারে আসবেন, তাঁদের ভাবতে হবে, তাঁরা আওয়ামী লীগের পথে হাঁটবেন কি না, না তাঁরা সত্যিকারের পরিবর্তনের দিকে এগোবেন।

কর্তৃত্ববাদের বদলে কর্তৃত্ব নয়, কল্যাণকর রাষ্ট্র চাই, সমতার রাষ্ট্র চাই, মুক্তিযুদ্ধের মৌলনীতির রাষ্ট্র চাই, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ চাই, তাহলেই নতুন বাংলাদেশের সূচনা হবে প্রকৃতই। অতীত থেকে শিক্ষা না নিলে আগামী ইতিহাস অন্য কথা বলবে।

হাবীব ইমন, লেখক ও সংগঠক

কোরআনের আলোকে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দাবী

(প্রথম পাতার পর) সরকারের জুলুম, অত্যাচার, অন্যায়, অবিচার, অনিয়মের কথা উঠে আসে। পাশাপাশি ফিলিস্তিনী জনগণের স্বাধীনতা, গাজায় ইসরাইলী আগ্রাসন প্রভৃতি বিষয়ও উঠে আসে। অপরদিকে কোন কোন বক্তা তাদের বক্তব্যে বলেন, নতুন সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশে গণতন্ত্র, মানবাধিকার আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে। এবং আগামী কনভেনশনের আগেই ফিলিস্তিনীরা পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে, ইহুদীদের কাছ থেকে দখলমুক্ত হবে আল আকসা মসজিদ। বক্তারা পবিত্র কোরআনের আলোকে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দাবী জানান।

কনভেনশনের মূল হলে অধিবেশন চলাকালে বক্তাদের আলোচনার সময় মাঝে মধ্যেই হলে উপস্থিত হাজার হাজার নর-নারীর কণ্ঠে 'তাকবীর, আল্লাহ আকবর', 'ফ্রি প্যালেস্টাইন, ফ্রি প্যালেস্টাইন', 'কোরআনের আলো ঘরে ঘরে জ্বালো' প্রভৃতি স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠে। এছাড়াও বিভিন্ন অধিবেশনের আলোচনায় বক্তারা যুক্তরাষ্ট্রের সকল নির্বাচনে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ভোটার প্রক্রিয়ায় অংশ না নিলে অধিকার আদায় প্রতিষ্ঠা হবে না।

অপরদিকে কনভেনশনের বিভিন্ন অধিবেশনের আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও দেশী-বিদেশী ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তাদের কথায় অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থান, স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশ ত্যাগ, আওয়ামী লীগ সরকারের জুলুম, অত্যাচার, অন্যায়, অবিচার, অনিয়মের কথা উঠে আসে। পাশাপাশি ফিলিস্তিনী জনগণের স্বাধীনতা, গাজায় ইসরাইলী আগ্রাসন প্রভৃতি বিষয়ও উঠে আসে। অপরদিকে কোন কোন বক্তা তাদের বক্তব্যে নতুন সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশে গণতন্ত্র, মানবাধিকার আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে। এবং আগামী কনভেনশনের আগেই ফিলিস্তিনীরা পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে আর আল আকসা মসজিদ ইহুদীদের কাছ থেকে দখলমুক্ত হবে।

এদিকে মুনা কনভেনশন ঘিরে শুক্রবার সকাল থেকে দুপুরে নিউইয়র্ক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে হাজার হাজার মুসলিম নর-নারী সপরিবারে কনভেনশন সেন্টারে এসে মিলিত হন। এর আগে তারা পূর্বে বুকিং করা হোটেলের কক্ষ কনফার্ম করেন। এরপর তারা কনভেনশনের রেজিস্ট্রেশনও কনফার্ম করেন। অনেকে বিকেল ও সন্ধ্যায় এসে কনভেনশনে যোগ দেন। ফলে কনভেনশন সেন্টার ও আশপাশের এলাকা মিনি বাংলাদেশ তথা মুসলিম কমিউনিটিতে পরিনত হয়।

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস, ব্রুকলীন, ওজনপার্ক প্রভৃতি এলাকা থেকে একাধিক বাসযোগে হাজার হাজার বাংলাদেশী সপরিবারে এই কনভেনশনে যোগ দেন। আবার অনেকে ব্যক্তিগত গাড়ী যোগে ফিলাডেলফিয়া আগমন করেন। কনভেনশন আয়োজকদের ধারণা এবারের কনভেনশনে ১২/১৫ হাজারের মতো মুসলিম নর-নারীর সমাবেশ ঘটেছে।

বিশালাকারের পেনসেলভেনিয়া কনভেনশন সেন্টার ও এর আশপাশের এলাকা সরজমিনে ঘুরে দেখা গেছে এবারের কনভেনশনে নতুন প্রজন্মের ব্যাপক উপস্থিতি। সামার ভ্যাকেশনের সুযোগে শিক্ষার্থীরা তাদের অভিভাবকদের সাথে এই কনভেনশনে অংশ নিচ্ছেন বলে অনেকেই ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান। এছাড়াও কনভেনশনের আয়োজনেরও প্রশংসা করেছেন অনেকেই। কনভেনশনের সবকিছুই টিপটম, পরিপাটি আর অর্গানাইজড দেখা যায়। লাইনে দাঁড়িয়ে রেজিস্ট্রেশন করেছেন অংশগ্রহণকারীরা। তারপর যোগ দিয়েছেন মূল অনুষ্ঠানে। এদিকে কভেনশনের বিভিন্ন আলোচনা ও সেমিনারের মাঝে মাঝে মুনা'র সোস্যাল সাভিস, আল কোরআন দাওয়াহ সেন্টার প্রভৃতি সংগঠনের কার্যক্রম ভিডিও কার্যক্রমের মাধ্যমে তুলে ধরার পাশাপাশি এসব কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সবার সহযোগিতা কামনা করা হয়। অন্যান্য হলে অনুষ্ঠিত হয় বিষয় ভিত্তিক সেমিনার। ছিলো ইয়্যুদের জন্য বিশেষ সেমিনার। যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও বাংলাদেশ ও ফিলিস্তিনেও বিভিন্ন মানববিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও কনভেনশনের স্পন্সর সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও সংক্ষেপে তাদের কর্মকান্ড তুলে ধরেন। কনভেনশন সেন্টারে বিভিন্ন পণ্যের ১৩৫টি স্টল স্থান পায় বলে সংশ্লিস্টরা জানান।

কনভেনশনের বিভিন্ন পর্বে আল কোরআন ও হাদিসের আলোকে তিন দিনের আলোচনায় মুনা'র ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশিদ, সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসেন ও আবু মোহাম্মদ নূরুজ্জামান এবং বাংলাদেশ থেকে আগত ড. আবুল কালাম আজাদ বাশার, লন্ডন থেকে আগত ব্যারিস্টার হামিদ হোসেন আজাদ সহ অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন নিউইয়র্কের জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতিব মির্জা আবু জাফর বেগ, ড. ইয়াসির কাধি, ইমাম ড. ওমর সুলেমান, ইমাম সিরাজ ওয়াহহাজ, মুফতি হুসাইন কামানি, শন কিং, ইমাম সুলেমান হানি, শায়খ আব্দুল নাসির জাংদা, উস্তাদ তাইমিয়া জুবায়ের, ইমাম ড. মোহাম্মদ আবু তালেব, ড. আলতাফ হোসেন, ইসমাহান আবদুল্লাহি, ওসামা আবু ইরশাইদ, ড. সাইয়েদুর রহমান চৌধুরী, আবদুর রহমান খান, ড. জাহিদ বুখারী, ড. তাহির ওয়াইট, ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান, ইমাম বাবা গালে ব্যারি, ড. উসামা আল-আজামী, শেখ এ টিডিয়ান ডায়ালো, শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহি, নিহাদ আওয়াদ, আবু সামিহা সিরাজুল ইসলাম, ড. হাসান আবদেল সালাম, ড. আয়মান হাম্মুস, ডা. সাবিল আহমেদ, ডা. মাহেরা রুবি, ডা. আবুদুল্লাহ বালদি, ডা. মহসিন আনসারী প্রমুখ। এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য দেন পেনসেলভেনিয়া ষ্টেট সিনেটর নিখিল সাবা এবং পাকিস্তানী-আমেরিকান রাজনীতিক তারেক খান, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী আব্দুল আজীজ ভূইয়া প্রমুখ।

কনভেনশনের বিভিন্ন পর্ব পরিচালনা করেন মুনা'র ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশীদ, কনভেনশনের কনভেনর আরমান চৌধুরী, সোস্যাল সার্ভিস-এর পরিচালক হাফেজ আব্দুল্লাহ আল আরীফ, মিডিয়া ও কালচালার বিভাগের পরিচালক আনিসুর রহমান গাজী, টিভি নিউজ প্রেজেন্টার ও আবৃত্তিকার অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মনসুর প্রমুখ।

প্রথম দিনের কর্মকান্ড:

শুক্রবার (৯ আগষ্ট) দুপুরে জুম্মার নামাজ আদায়ের মধ্যদিয়ে মুনা কনভেনশন শুরু হয়। পেনসেলভেনিয়া কনভেনশন সেন্টারের মূল মঞ্চে বিকেলে আয়োজিত আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী পর্বের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একাধিক তেলাওয়াতকারী। এদের মধ্যে ছিলেন কারী ইশতিয়াক বিন শফিক, কারী নজরুল ইসলাম, কারী আহমেদ মাবরুর, কারী হোসাইন সালেহ প্রমুখ। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন কনভেনশন কনভেনর আরমান চৌধুরী। এছাড়াও সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মুনা'র ন্যাশনার প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশীদ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ইমাম বাবা গালী বারী, শাহীন সিদ্দিকী, লন্ডন থেকে আগত ব্যারিষ্টার হামিদ হোসাইন আজাদ, ফিলাডেলফিয়া সিটি মেয়রের প্রতিনিধি, ড. আয়মান হামাস, ড. মহসিন আনসারী, ওসামা জামাল, ইমাম সিরাজ ওয়াজি, ড. সাইদুর রহমান চৌধুরী এবং বাংলাদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট ইসলামী সঙ্গীত শিল্পী সাইফুল্লাহ মনসুরের সঙ্গীত উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত চলে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান।

পরবর্তী সেশনে 'দ্য ইউনাইটেড গাইডলাইন্স' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন আবু মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, ড. আলতাফ হোসাইন ও সাউন কিং। এরপর মাগরিবের নামাজের বিরতীর পর 'ইসলামের সভ্যতা ও ঐতিহ্য-যে জাতি আলো ছড়ায়' শীর্ষক সেশনে 'ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব' বিষয়ে ব্যারিষ্টার হামিদ হোসাইন আজাদ, ড. সাঈদুর রহমান চৌধুরী এবং 'সালাহউদ্দিন আইয়ুবী-আমাদের প্রেরণা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ড. আবুল কালাম আজাদ বাশার।

এছাড়াও এদিন মূল পর্বের আলোচনা ছাড়াও ইয়্যুথ কনফারেন্সের পাশাপাশি অন্যান্য কনফারেন্স রুমে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ও সেমিনারগুলোতে অতিথি আলোচকগণ বক্তব্য রাখেন।

দ্বিতীয় দিন শনিবারের কর্মকান্ড:

শনিবার (১০ আগষ্ট) সকাল ১০টা থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত চলে কনভেনশনের নানা অনুষ্ঠান আর কর্মকান্ড। এর মধ্যে ছিলো বিষয় ভিত্তিক আলোচনা, সেমিনার, ইয়্যুথ প্রোগ্রাম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি। রোববারও অনুরূপ কর্মসুচী থাকবে। তবে এদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত কনভেনশন চলবে। এবারের কনভেনশনে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে আগত অতিথি এবং বিদেশী ইসলামীক স্কলারগণ আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন।

এদিনে ইসলাম, ন্যায় বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইমামদের ভূমিকা বিষয়ক আলোচনা পর্ব দিয়ে শুরু হয় শনিবারের কর্মকান্ড। নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর ইমাম ও খতিব মির্জা আবু জাফর বেগ ও বাংলাদেশ থেকে আগত ড. আবুল কালাম আজাদ বাশার সহ বিভিন্ন মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের ইমামগণ এসময় বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী আব্দুল আজীজ ভূইয়াও বক্তব্য রাখেন এই পর্বে। এছাড়াও মুসলিম সোসাইটি বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন ড. আলতাফ হোসাইন, মুফতি হোসাইন কামানী ও সুলেমান হী। এরপর 'ন্যায় পরায়ন সমাজ গঠনের পদ্ধতি' বিষয়ে আলোচনা করেন আবু আহমেদ নূরুজ্জামান এবং 'সফল দাওয়া-পদ্ধতি ও কৌশল বিষয়ে আলোচনা করেন ড. আবুল কালাম আজাদ বাশার।

এরপর ফিলিস্তি বিষয়ক আলোচনায় বক্তব্য রাখেন ড. ওসামা আবু ইরশাদ, ইমাম ড. মোহাম্মদ আবু তালেব ও শায়েখ আবু নাসির জাংদা।

বিকেলের অধিবেশনে মুনা সোস্যাল সার্ভিস-এর পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরীফ এর উপস্থাপনায় 'সামাজিক ন্যায়পরনায়তা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলাম' শীর্ষক সেশনে (বাকি অংশ ১১ এর পাতায়)

'মইনুল-আসাদ' প্যানেল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী

(শেষ পাতার পর) 'মইনুল-আসাদ' প্যানেলনের সকল প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী ঘোষণা করেন। এসময় কমিশনের সদস্য যথাক্রমে মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, মোহাম্মদ আমিনুল হক চুন্নু, মোবাশ্বির হোসেন চৌধুরী ও সৈয়দ শওকত আলীর উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে গত ৪ আগষ্ট রোববার মইনুল ইসলাম ও আতাউল গণি আসাদের নেতৃত্বে 'মইনুল-আসাদ' প্যানেলের পক্ষে ২৫টি পদে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এই প্যানেলের বাইরেও সভাপতি পদে মাসুক হোসেন ও কোষাধ্যক্ষ পদে ফজলুর রহমান মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। মনোনয়নপত্র জমাদান বাবদ ফি হিসেবে এসোসিয়েশনের প্রায় ১৩ হাজার ডলারের মতো আয় হয়েছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, এসোসিয়েশনের ভোটার হলেন ২,৫৯০জন।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত 'মইনুল-আসাদ' প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি- মইনুল ইসলাম, সহ সভাপতি- শাহ মিজানুর রহমান (সিলেট), মোহাম্মদ মনির উদ্দিন (সুনামগঞ্জ), মিজানুর রহমান চৌধুরী (হবিগঞ্জ) ও মোহাম্মদ এ খায়ের (মৌলভীবাজার), সাধারণ সম্পাদক- আতাউল গণি আসাদ, সহ সাধারণ সম্পাদক- হেলিম উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ- ময়নু জামান চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক- আব্দুল চৌধুরী (উমেল), সাদস্যিক সম্পাদক- মোহাম্মদ শাহীনুল ইসলাম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক- মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক- লায়েছ আহমেদ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- কামরুল হোসেন, ক্রীড়া সম্পাদক- আব্দুর রহিম কাদের, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক- অধ্যক্ষ সিহাব উদ্দিন আহমেদ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- তাসমিয়া চৌধুরী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- জয়নাল উদ্দিন লায়েক এবং কার্যকরী সদস্য- মোহাম্মদ বেলাল চৌধুরী (সিলেট), বদরুল উদ্দিন (সিলেট), মোহাম্মদ শাহীন কামালী (সুনামগঞ্জ), সৈয়দ এল মিয়া (সুনামগঞ্জ), জামাল হোসেন (হবিগঞ্জ), দেওয়ান মোতাচ্ছির (হবিগঞ্জ), মোহাম্মদ মাসুক মিয়া (মৌলভীবাজার) ও মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন (মৌলভীবাজার)।

উল্লেখ্য, নব নির্বাচিত সভাপতি মইনুল ইসলাম এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আর নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক আতাউল গণি আসাদ সংগঠনের সাবেক কোষাধ্যক্ষ।

ম্যারিল্যান্ডে লেবার উইকেন্ডে ভিন্নধর্মী ফোবানা

(শেষ পাতার পর) উইকেন্ডে অর্থাৎ আগামী ৩০-৩১ আগষ্ট ও ১ সেপ্টেম্বর ম্যারিল্যান্ডের হোটেল হিল্টন গেইদারসবার্গে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে এবং এবছর ভিন্নধর্মী ফোবানা অনুষ্ঠিত হবে ম্যারিল্যান্ডে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ধারন করে এতে মূল অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সম্মেলনে থাকবে বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি, উন্নয়ন, ইমিগ্রেশন, জাদু, প্রবাস ও নতুন প্রজন্ম বিষয়ক সেমিনার এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সবমিলিয়ে সম্মেলনে তুলে ধরা হবে বাংলাদেশ। এক সাংবাদ সম্মেলনে এসব জানিয়েছেন ফোবানা কর্মকর্তারা। খবর ইউএনএ'র।

জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টে গত ৪ আগষ্ট রোববার আয়োজিত জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে ফোবানার স্টিয়ারিং কমিটি ও হোস্ট কমিটির নেতৃবৃন্দ ফোবানা সম্মেলন নিয়ে কথা বলেন। ফেবানা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ ও হোস্ট কমিটির আহবায়ক জাহাঙ্গীর কবির বাবলু পৃথক পৃথকভাবে লিখিত বক্তব্যে সম্মেলনের আগ্রগতি তুলে ধরেন। সংবাদ সম্মেলন সঞ্চালনা করেন স্টিয়ারিং কমিটির এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি কাজি সাখাওয়াত হোসেন আজম। এসময় ফোবানা নেতৃবৃন্দের মধ্যে মোহাম্মদ হোসেন খান, আলী ইমাম শিকদার, ড. আবু যোবায়ের দারা, ফিরোজ আহমেদ, সারওয়ার মিয়া, শরাফত হোসেন বাবু, নিশান রহিম, মামুন মোতালেব, আনোয়ার হোসেন জিন্নাহ, খোরশেদ আলম ও সাব্বির হোসেন মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। এছাড়াও জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ডলি সায়ন্তনী, বাদশা বুলবুল ও রানো নেওয়াজসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে দেশের কোটা আন্দোলনে নিহতদের প্রতি সম্মান জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে শাহ নেওয়াজ বলেন, আমাদের সম্মেলনের প্রস্তুতি এগিয়ে চলেছে। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ২৩টি স্টেট থেকে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা এ সম্মেলনে অংশ নেবেন। সম্মেলনে মহান মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি, উন্নয়ন, ইমিগ্রেশন, জাদু, প্রবাস ও নতুন প্রজন্ম বিষয়ক বেশ কয়েকটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, আমাদের মনন ও চিন্তায় সবসময়ই প্রিয় বাংলাদেশ। দেশের শুভ সংবাদে আমরা আন্দোলিত হই। মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি। প্রবাস থেকে লাখ লাখ ডলার পাঠিয়ে দেশের অর্থনৈতিক চাকাকে সচল রাখি। শেঁকড়ের টানে আমরা বারবার ছুটে যাই। এ দেশটি ভালো না থাকলে আমরাও ভালো থাকি না। বাংলাদেশ এখন একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। কয়েক শত শিক্ষার্থী ও সাধারন মানুষ মারা গেছেন। দেশের জানমালের ক্ষতিতে প্রবাসীরাও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। আমরা প্রত্যাশা করছি, সবাই সহনশীলতা প্রদর্শন করে একটি স্থিতিশীল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় কাজ করবেন। তিনি বলেন, দেশের চলমান পরিস্থিতিতে প্রবাসের শিল্পরাই পারফর্ম করবেন।

জাহাঙ্গীর কবির বাবলু বলেন, প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে ফোবানা সম্মেলন আনন্দ-বিনোদনের প্রায়োজনে ফোবানা সর্ববৃহৎ সংগঠন। এবারের সম্মেলনে থাকবে ভিন্ন ধর্মী আয়োজন। তিনি ফোবানা পরিবারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনায় নিহতদের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেন।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শাহ নেওয়াজ বলেন, আমরা নিজেদের অর্থ আর ডোনেশনের মাধ্যমে সম্মেলনের খরচ বহন করছি। তবে এই মুহূর্তে পুরো বাজেট তুলেধরা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, গত বছর টরেন্টো সম্মেলনের খবচের অধিকাংশ অর্থই স্টিয়ারিং কমিটি খবর করেছে। সংবাদ সম্মেলনে কাজী আজম জানান, দেশের পরিস্থিতি বিবেচনায় সম্মেলন পিছানোর চিন্তা-ভাবনা ছিলো এবং হোটেল কর্তৃপক্ষের সাথে কথাও বলেছিলাম, কিন্তু আগামী এক বছরেও হোটেলটিতে কোন তারিখ না পাওয়ায় নির্ধারিত তারিখেই সম্মেলন করতে হচ্ছে।

সরি আপা-

(শেষ পাতার পর) কিভাবে ওঠাবেন নামাবেন তিনিই ভাল জানেন। তিনিই উত্তম ফায়সালাকারি।

পঁচাত্তুরের আগষ্টের পর থেকে ভারত সরকারের আশ্রয়ে দিল্লীতে ছিলেন। দলের সাথে কোন যোগাযোগ ছিল না। আপনাদের দুই বোনের কথাও মানুষ প্রায় ভুলে গেছিলো। '৮১এর প্রথম দিকের কথা। আওয়ামী লীগ ই□তিমধ্যে দুইভাগ হয়েছে। মধ□্য ফেব্রুয়ারী□তে ঢাকার ইডেন হোটেলে আওয়ামী লীগের সম্মেলন। মালেক উকিলের নেতৃত্বাধীন দল দ্বিতীয় দফা ভাঙনের মুখে। এক রাখার কোন উপায়ই নাই। আমি সে সময় আওয়ামী লীগের মুখপত্র বলে পরিচিত সাপ্তাহিক খবরের বার্তা সম্পাদক। দলের ঐক্য রক্ষার্থে আপোষ ফর্মূলা হিসেবে একটা আইডিয়া সম্মেলনের আগের দিন বাজারে ছেড়েছিলাম। স্রেফ টেবলমেড স্টোরি। হেডিং ছিল 'শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী'। আপনি তখন রাজনীতির বাইরেই শুধু না এমন একটা দায়িত্বে আসতে পারেন কারও ধারনারও বাইরে। আইডিয়াটা বাজারে আসতেই দলের ভেতর শোর□গোল প□ড়ে গেল। সর্বসম্মতিক্রমে আপনি আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হয়ে গেলেন। দেশে ফিরে আসার পর ৩২ নম্বরে আপনার সাথে প্রায়ই নানা বিষয়ে কথা হতো। '৭৫এর পর প্রথম টুঙ্গীপাড়া গিয়ে বঙ্গবন্ধুর জরাজীর্ণ কবরের ছবি তুলে এনে খবরে ছেপেছিলাম, বলেছিলেন সে সংখ্যার কপি দিল্লীতে বসেই পেয়েছিলেন। একবার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলাম, প্রচারণার টাকা ছিল না জানতে পেয়ে বাসায় কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। '৯১এর নির্বাচনের পর সরকার গঠনের জন্য জামায়াতের সমর্থন পেতে আপনার প্রস্তাব নিয়ে আমি দূতিয়ালি করেছিলাম। আবার '৯৭এ সরকার গঠনে আপনাকে সমর্থন জানিয়ে জাতীয় পার্টির চিঠি বঙ্গভবনে গিয়ে তখনকার রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে এসেছিলাম। ২০০৮এ বিপুল বিজয়ে সরকার গঠন করলে আপনাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছিলাম।

এসবই করেছিলাম আপনাকে ভাল জানতাম বলে। তাছাড়া আপ□নি আমার বন্ধু শেখ কামা□লের বড় বোন। শ্রদ্ধা করতাম সম্মান করতাম। গনতন্ত্রের মানসকন্যা। দেশে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলেন। সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন দেখান, সে জন্য। কিন্তু কি দেখলাম। ক্ষমতায় বসার পর থেকেই আপনি বদলে যেতে থাকলেন। দীর্ঘ দিনের পরীক্ষিত নেতাদেরকে একে একে দল থেকে বের করে দিলেন বা কোনঠাসা করে রাখলেন। '৭৫এর পর সেই দূর্যোগের দিনে দলের সাইনবোর্ডটা খাড়া করে রাখলেন যে নেত্রী সেই জোহরা তাজউদ্দিনকে কোন স্বীকৃতি দিলেন না। তাজউ□দ্দিন সা□হে□বের ছে□লেটা□কে হাফ মন্ত্রী বা□নি□য়েও রাখ□তে পার□লেন না। যে ড: কামাল হোসেন '৮১তে আপনাকে সভানেত্রী বানাতে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ভুমিকা রাখলেন তাকে দল ছেড়ে যেতে বাধ্য করলেন। '৭৫ থেকে '৮১, যারা জীবন বাজী রেখে আওয়ামী লীগকে বুক দিয়ে আগলে রাখলো তাদেরকে আপনি চিনলেনই না। যে কাদের সিদ্দিকী '৭৫এর পর আপনার পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে দলবল নিয়ে ভারতে গিয়ে প্রতিশোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন তাকে একটা এমপি পর্যন্ত হতে দিলেন না। ওই দু:সময়ে সাপ্তাহিক খবর ছিল সারা দেশের আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কাছে আশার আলোকবর্তীকা সেই খবরের সম্পাদককে কোনদিন মূল্যায়ন করলেন না। '৭৮ সালে কিছুদিনের জন্য আপনার ফুফাতো ভাই শেখ শহীদুল ইসলাম সাপ্তাহিক খবরের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম '৭৫এর পর খবরের পাতায় বড় করে বঙ্গবন্ধুর একটা ছবি ছেপেছিলেন। তার আগ পর্যন্ড় দেশের কোন পত্রপত্রিকা আপনার পিতার ছবি ছাপার সাহস পেতো না। সেই শেখ শহীদকে আপনি কোনদিন কাছে ঘেষতে দেন নাই। কোন এক উপলক্ষ্যে গনভবনে আপনার সাথে দেখা হয়েছিল, আপনি আমাকে চিনতেই পারেন নাই। সেই দু:সময়ে দেখেছি দলের জন্য নিবেদিতপ্রাণ কর্ণেল (অব:) শওকত আলীকে, রাশেদ মোশাররফ রহমত আলী শুধাংশু শেখর হালদার এবিএম তালেব আলী ইমাজউদ্দিন প্রামানিক স ম ফিরোজ এসএম ইউসুফ খা□লেদ খুররম খ ম জাহাঙ্গীরদেরকে। এ□দেরকে দু□রে স□ড়ি□য়ে রে□খে□ছেন। তু□খোর ছাত্র নেতা ফজলুর রহমান ব□াহালুল মজনুন চুন্নুরা কোথায় হা□রি□য়ে গেল। সরকারে বা দলে বড় কোন জায়গায় বসাতে পারেন নাই। তোফায়েল আহমদের মত এত বড় মাপের একজন নেতা, তাকে পর্যন্ড় কাজে লাগতে পারলেন না। কাছে টেনে নিলেন কাদেরকে! কতগুলো লাফাঙ্গা হাইব্রিড টোকাইকে। তারা হলো মন্ত্রী এমপি। আর হেরিকেন দিয়ে খুঁজে বের করলেন কোথায় কোন আত্মীয় পরিজন আছে। সবাইকে ডেকে ডেকে এমপি বানালেন মন্ত্রী বানালেন মেয়র বানালেন চেয়ারম্যান বানালেন। ব্যাংকের চেয়ারম্যান এমডি পরিচালক। শত শত কোটী টাকা লুটের সুযোগ করে দিয়ে ফকীন্নির পুতগুলোকে রাতারাতি বানিয়ে দিলেন রাজপুত। আপনার একজন পিওনও হয়ে গেল চার শ' কোটী টাকার মালিক!

দেশের অর্থনীতি ধ্বংশ করলেন। তথাকথিত উন্নয়নের নামে বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ কোটী টাকা ঋণ এনে কিছু কাজ ক□রি□য়ে বা□কিটা নি□জের লোকের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে দিলেন। ব্যাংকগুলো যে যার মত লুট করে নিয়ে গেল আপনি বললেন ও একটুআধটু হয়ই। শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংশ হয়ে গেল। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের ঝনঝনানি। ছাত্রলীগ হেলমেট লীগ কুত্তালীগ- আরও যে কত ধরনের লীগ। সারা দেশে অফিস আদালতে পুলিশে সর্বব্যপী অবাধ ঘুষের সিস্টেম চালু করে সমাজটাকে উচ্ছন্নে পাঠালেন। সমস্ত মিডিয়া কব্জা করে দালালী চাটুকারিতার সংস্কৃতি চালু করলেন। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনে তথাকথিত সুশীল সমাজের নামে তৈরী করলেন এক পাল আজ্ঞাবহ দাস। সর্বত্র দলীয়করনের মাধ্যমে পেশাদারিত্বের কবর দিলেন। আর্মি পুলিশ র‍্যাব বিজিবি দুদক এনএসআই এনবিআর আদালত ব্যাংক বীমা- সব জায়গায় নিজের আত্মীয় পরিজন বা দলের লোকদেরকে বসিয়ে মনে করলেন ক্ষমতা চিরস্থায়ী হয়ে গেল। গনতন্ত্র নির্বাস□নে পাঠা□লেন। দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা ধ্বংশ করলেন। ভোটের ওপর থেকে মানুষের আস্থা উঠিয়ে নিলেন। বিরোধী দলকে মেরে গুম করে খুন করে কুখ্যাত আয়নাঘরে আটকে রেখে গনতন্ত্রের মানসকন্যা হয়ে উঠলেন পৃথিবীর ইতিহাসের নিকৃষ্টতম স্বৈরাচার।

সবশেষে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পাঁচ শ'র মত মানুষ হত্যা করালেন। হুকুম দিয়েছিলেন আরও হাজার মানুষ খুন করে হলেও আপনাকে ক্ষমতায় রাখ□তে। এসব কথা এখন বের হয়ে আসছে। ভাগ্যিস আপনার আর্মি নেভী পুলিশ চীফদের মনুষত্যবোধ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। নাহলে পাঁচ তারিখে কি হতো আল্লাহ মাবুদ জানেন। এখন আয়নাঘরের জুলুম নির্যাতনের নারকীয় বর্ণনা শুনে মানুষ স্তম্ভিত। কি বিভৎস্য! কি অসুস্থ মানসিকতা! অথচ আপনার সাথে যখন কথা বলতাম ঘুনাক্ষরেও বোঝার উপায় ছিল না আপনার ভেতরটা কেমন! এটা এক ধরনের মানসিক ব্যাধি। চিকিৎসাবিদদের মতে কোন ঘটনা মৃত্যু বা হত্যাকান্ডে কখনও মস্তি□স্কে এমনভাবে গেঁথে যায় তা মনে পড়লেই হত্যাস্পৃহা চেপে বসে। সে অবস্থায় কাউকে খুন না করা পর্যন্ত সে শান্ত হয় না। বলবেন এইসব খুনের বিষয়ে বা আয়নাঘর সম্পর্কে আপনি কিছু জানতেন না। আপনার লোকজন আপনাকে না জানিয়ে এসব করেছে। এ কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে! কথায় আছে আল্লাহর জমীনে গাছের একটা পাতাও আল্লাহর হুকুম ছাড়া নড়ে না। আপনি এমন একটা ধারনা দিয়ে রেখেছিলেন আপনার রাজত্বেও কোন কিছু আপনার হুকুম ছাড়া হয় না। সব কিছু আপনিই দেখতেন। তাহলে এত এত গুম খুন জুলম নির্যাতন আপনার নির্দেশ ছাড়া বা আপনার অজ্ঞাতে হয়েছে তা কি করে হয়! এই সাড়ে পনের বছরের যাবতীয় গুম খুন ক্রস ফায়ার অত্যাচার নির্যাতন হাজার হাজার মামলার হুকুমের আসামী সরকার প্রধান হিসেবে আপনি ছাড়া আর কে হবে! দায় তো অন□্য কেউ নে□বে না! সবাই আপনাকে দে□খি□য়ে কে□টে পড়বে!

আমি দু:খিত আপনাকে আজ এ অবস্থায় দেখতে হলো। আজ হোক কাল হোক আপনাকে বিদায় নিতেই হতো, তবে এভাবে চাই নাই। বহুবার বলেছি বিদায়ের এমন একটা ব্যবস্থা করে রাখুন যাতে সম্মান নিয়ে যাওয়া যায় সম্মানের সাথে ফিরেও আসা যায়। শোনেন নাই। ক্ষমতা থেকে কোনদিন চলে যেতে হবে কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই। '৮১তে যেখান থেকে এসেছিলেন আজ '২৪এ শেষ পর্যন্ত সেখানেই ঠাঁই হয়েছে। এমন রাজনীতি করলেন দুনিয়ার আর কোন দেশই জায়গা দিলো না। মাঝখানের চুয়াল্লিশটা বছর দাপিয়ে বেড়ালেন বাংলাদেশে। এখন অবসর নিন। আর হিসাব মেলাতে থাকুন কি দিয়েছেন আর কি নিয়ে ফিরলেন।

আমি সব সময় মজলুমের পক্ষে থাকি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অন্যায়ভাবে কেউ নির্যাতিত নিপীড়িত হলে তার পক্ষে অবস্থান নেই। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের দু:শাষনের বিরুদ্ধে কলম ধরেছি, আবার '৭৫এর পর আওয়ামী লীগের ওপর নিপীড়ন নেমে এলে তাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছি। '৯১এর পর এরশাদকে অন্যায়ভাবে জেলে নিয়ে রাখলে তার মুক্তির লড়াইয়ে থেকেছি। ২০০৭-৮এ ওয়ান ইলেভেন সরকার দুই নেত্রীকে জেলে আটকে রাখলে তাদের মুক্তির দাবীতে সোচ্চার হয়েছি। গত শাষনে বেগম জিয়ার ওপর অন্যায় আচড়নের প্রতিবাদ করেছি। আজ শেখ হাসিনার দু:সময়েও তার পাশে থাকতাম।

কিন্তু সরি আপা, আপনার শাসনামলের অন্যায় অপরাধের ফিরিস্তি এবং ভয়াবহতা নির্মমতা নৃশংশতা এত পৈচাশিক বর্বরোচিত, সহ্য করার মত না। এর সমস্ত কিছুর দায়ভার আপনার। আপনি সতের কোটী মানুষের অপরাধি। আপনার জন্য কলম ধরা আমার পক্ষে সম্ভব না। একবার লিখে আপনার দেশে ফিরে আসার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলাম। এবার দেখতে পারেন আর কোন উপলক্ষ্য কেউ তৈরী করে কি না।

এসএসসি চুরাশি ব্যাচ নর্থ আমেরিকা'র পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:

এসএসসি চুরাশি ব্যাচ নর্থ আমেরিকা'র বাৎসরিক পুনর্মিলনী-২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে টেক্সাসের হিউস্টনে। ঐতিহাসিক নাসা'র বিপরীতে হিলটন হোটেলের মনোরম ভেন্যুতে গত ২০ জুলাই শনিবার নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সাজানো হয়। অনুষ্ঠানের দুইদিন আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য ছাড়াও কানাডা, বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর সহ অন্যান্য দেশ থেকে চুরাশিয়ানরা তাদের পরিবার নিয়ে জড়ো হতে থাকেন।

ঐদিন সন্ধ্যা ছয়টায় যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর অকাল প্রয়াত চুরাশিয়ান শফিকুল আলম কলি ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

এরপর স্কুল জীবনের স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্যের পর কেক কেটে চল্লিশ বছরপূর্তি উদযাপন করা হয়। উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে এসএসসি'র ফলাফল প্রকাশিত হয়। চার দশকের স্মৃতি ও বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে চুরাশিয়ানরা যেমন স্মৃতিকাতর ছিলেন তেমনি চল্লিশ বছরপূর্তির কেক কাটতে পেরে নিজেদের সৌভাগ্যবানও মনে করেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হলভর্তি দর্শক আকর্ষণীয় আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশনা মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ডা. আদিবা আক্তার ও কণ্ঠশিল্পী ঝুলন সেন। নৃত্য পরিবেশন করেন মাইশা আলম এবং কবিতা আবৃত্তি করেন তানিয়া হক।

পরবর্তীতে তাৎক্ষণিকভাবে কণ্ঠ ভোটের মাধ্যমে পরবর্তী বছরের ভেন্যু নির্ধারণ করা হয়। কানাডার টরন্টো অধিক ভোটে পুনর্মিলনী-২০২৫ সালের ভেন্যু বলে নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয় স্থান ছিলো ওয়াশিংটন ডিসি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এডমিন মিজান রহমান, এডমিন সামু হোসাইন, এডমিন ইমাম উদ্দিন, ইফতেখার আলম লিটন, নাদির খান, জাহাঙ্গীর আলম জনি, শাহীন শাহনাজ, দীপক বণিক, মাজিবুর মোল্লা প্রমুখ।

পুরো অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এসএসসি চুরাশি ব্যাচ নর্থ আমেরিকা গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শামস চৌধুরী রুশো। আকর্ষণীয় র‍্যাফল ড্র-তে চমৎকার সব পুরস্কার পেয়ে ভাগ্যবানরা আনন্দিত ছিলেন। এছাড়াও অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক শিল্পীকে পারফরম্যান্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে সম্মানিত করা হয়।

সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয়। মূল অনুষ্ঠান শনিবারে হলেও শুক্রবার ও রোববার নানা আয়োজনে চুরাশিয়ানরা উৎসবমুখর ছিলেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো ঐতিহাসিক নাসা পরিদর্শন, ফিশিং ও পিকনিক। পুনর্মিলনী উপলক্ষে 'কৈশোর' নামে একটি বিশেষ সংকলন বের করা হয়। আগত অতিথিগণকে ক্যাপ, কোটপিন, সংকলনসহ অন্যান্য উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়।

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.

নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা বাংলায় কথা বলি

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই
আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

(শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি বিক্রির বাজারদর সম্পর্কে অজ্ঞ প্রভৃতি আচার-আচরণ করে থাকে। তাই বাড়ী ক্রয়ের সময় একজন ভালো, বিশ্বস্ত রিয়েল এস্টেট এজেন্টের স্মরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়।
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় বা মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোন সমস্যায় আমরা সঠিক পরামর্শ দিয়ে থাকি। ফ্রি কনসাটেন্সীর জন্য যোগাযোগ করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)।

এক স্লিপ

(শেষ পাতার পর) উঠেছে তার দেশপ্রেম নিয়ে। সচেতন প্রবাসীরা বলছেন, শেখ হাসিনা দেশ আর জনগণের কথা না ভেবে, নিজের মায়া আর জানের কথা ভেবে 'শেফ এক্সিট' নিয়েছেন। অপরদিকে তত্ত্বধায়ক সরকারের দায়িত্ব নিয়েছেন শান্তিতে নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তাঁর নেতৃত্বে দায়িত্ব নিয়েছেন নতুন উপদেষ্টারা। এই সরকারের প্রতি দেশবাসী আর প্রবাসীদের চাওয়া-পাওয়ার শেষ নেই। কোন কোন উপদেষ্টার কথায় সচেতন প্রবাসীদের অনেকেই বলছেন- 'আমরা যেনো খাল কেটে নতুন কুমির না নিয়ে আসি'।
১১ আগষ্ট ২০২৪

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত

MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট

কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ

সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট

We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি

৩০৯৯ বেইনব্রিজ এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com

১৩৮১ ক্যাসলহিল এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

NIGAR SULTANA
LICENSED REALESTATE AGENT
929-561-9226
TEXT NSL TO 85377 FOR DIGITAL BUSINESS CARD

এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। আপনাদের মঙ্গলকর জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

আগস্ট ২০২৪ ভিসা বুলেটিন:

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট (ডিওএস) আগষ্ট ২০২৪ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিচে আগস্ট ২০২৪ এর পারিবারিক ভিত্তিতে প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো। 'ফাইনাল এ্যাকশন ডেট' বলতে সেই ডেটকে বোঝানো হয় যখন ইউএসসিআইএস/ডিওএস পারিবারিকভাবে আবেদনকারীদের আবেদনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায়। আপনাদের প্রায়োরিটি তারিখ হবে ঐ তারিখের পূর্বে।

আগস্ট ২০২৪ পোস্ট এর ভিসা বুলেটিন পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, পারিবারিক ভিত্তিক ক্যাটাগরিতে অল্প কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে।

ফ্যামিলি স্পন্সর অগ্রাধিকার:

প্রথম: (এফ ওয়ান) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্রকন্যা: অক্টোবর ২২, ২০১৫।

দ্বিতীয়: পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস স্বামী/ স্ত্রী সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র কন্যা।

এ. (এফ ২ এ) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তান: নভেম্বর ১৫, ২০২১।

বি. (এফ ২ বি) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা (২১ বছর বয়সী অথবা তদুর্ধ): মে ০১, ২০১৬।

তৃতীয়: (এফ ৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র-কন্যা: এপ্রিল ০১, ২০১০।

চতুর্থ: (এফ ৪) প্রাপ্তবয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই-বোন: আগস্ট ০১, ২০০৭।

এবিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট-এর ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

আমরা সবসময় ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে পরামর্শ দিয়ে থাকি সেটি হচ্ছে এ ব্যাপারে যেকোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নির সাথে আলোচনা করতে পারেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব ষ্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

নিউইয়র্ক থেকে এনাম হোসেনের প্রশ্ন:

আমি এই বিভাগের একজন নিয়মিত পাঠক। আজ আমি যে বিষয়টি জানতে এই লেখাটি লিখছি সেরকম বিষয় এই বিভাগে আগেও পড়েছি। কিন্তু আজ আমার বিশেষ প্রয়োজনে আবারও আমি জানতে ইচ্ছুক যে ইউএসএ'তে স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্য কি কি প্রয়োজন। আমি স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি। এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

এনাম হোসেনের প্রশ্ন'র উত্তর:

যুক্তরাষ্ট্রে স্ট্যাটাস এ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য কি কি প্রয়োজন?

যদি কেউ যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করে থাকেন এবং তার পারিবারিক কিংবা চাকরিভিত্তিক আবেদনের অনুমোদন থাকে তবে তিনি স্ট্যাটাস এ্যাডজাস্টমেন্ট করে গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

স্ট্যাটাস এ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য যা যা প্রয়োজন:

পারিবারিক ভিত্তিক কেস:

অবিবাহিত আত্মীয়- যুক্তরাষ্ট্রের সিটিজেনদের স্বামী বা স্ত্রী, পিতা-মাতা, অবিবাহিত সন্তান যাদের বয়স ২১ বছরের নিচে। যুক্তরাষ্ট্রের সিটিজেনদের অবিবাহিত আত্মীয় যারা বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছেন তার স্ট্যাটাস এ্যাডজাস্টমেন্টের আবেদন করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে অনুমোদিত আই-১৩০ পিটিশান অথবা আই-৪৮৫ আবেদনসহ আই-১৩০ পিটিশান ফাইল করতে পারবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সিটিজেনদের ২১ বছরের উর্ধ্বে অবিবাহিত সন্তানাদি এবং সহোদর **ভাইবোন:**

উপরে উল্লোখিত ব্যক্তিদের পারিবারিক স্ট্যাটাস এ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য আবেদন করতে পারবেন যদি (১) বৈধ ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে থাকেন, (২) বর্তমানে যদি স্ট্যাটাস বৈধ হয়, (৩) অনুমোদিত আই-১৩০ থাকে এবং (৪) যদি আপনার ক্যাটাগরীতে ভিসা যথেষ্ট থাকে।

গ্রীনকার্ডধারী:

একজন গ্রীনকার্ডধারী যেসব আত্মীয়ের জন্য আবেদন করতে পারবেন:

১. স্বামী বা স্ত্রী, ২. অবিবাহিত সন্তান উভয় ক্যাটাগরীতে আবেদন করতে পারবেন। যদি বর্তমান স্ট্যাটাস বৈধ হয়। উপোরন্তু অনুমোদিত আই-১৩০ পিটিশান অনুমোদিত হয় এবং আবেদনকৃত ক্যাটাগরির ভিসা থাকে।

কর্মভিত্তিক কেস:

সকল কর্মভিত্তিক ক্যাটাগরীতে ইউএসএ'তে স্ট্যাটাস এ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারবেন কেবল সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার এই দেশে প্রবেশ এবং বর্তমান স্ট্যাটাস বৈধ হয়। এছাড়াও আপনি স্ট্যাটাস এ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারেন যদি আপনার লেবার সার্টিফিকেশন এবং অনুমোদিত আই-১৪০ পিটিশান থাকে। এছাড়াও ঐ ক্যাটাগরীতে আপনার ভিসা থাকতে হবে।

রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা:

আপনার রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা যদি গৃহীত হয় সেক্ষেত্রে ১ বছর পর আপনি যুক্তরাষ্ট্রে থেকেই স্ট্যাটাস এ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারবেন। আপনার রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার আবেদন অনুমোদিত হলে আপনার ভিসা এন্ট্রি প্রযোজ্য হবে না।

২৪৫-আই:

আরেকটি ব্যতিক্রমী ভিসা এন্ট্রি এবং বৈধ স্ট্যাটাস আছে যদি আপনি সেকশন ২৪৫-আই সুবিধাভোগী হয়ে থাকেন। একজন যদি সেকশন ২৪৫-আই'র সুবিধাভোগী হয়ে থাকেন সেক্ষত্রে আপনার বৈধ ভিসা বা এন্ট্রি না থাকলেও স্ট্যাটাস এ্যাডজাস্টমেন্ট এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে বৈধ স্ট্যাটাস ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করলেও স্ট্যাটাস এ্যাডজাস্টমেন্ট এর জন্য আবেদন করতে পারবেন।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪ ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০ ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves

225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

বহু চ্যালেঞ্জ ও প্রত্যাশার চাপে নতুন সরকার

(প্রথম পাতার পর) মেয়াদে এসব সংস্কার করা সরকারের পক্ষে অনেকটাই অসম্ভব এবং চ্যালেঞ্জিং। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ কতদিন, কিভাবে রাষ্ট্র সংস্কার করবে এ নিয়ে শুরু হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

বিশ্লেষকদের অভিমতে, ভেঙে পড়া আইনশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারে সরকারকে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। এসবের মধ্যে বিচারবিভাগ ও নির্বাচন কমিশন, প্রশাসনসহ রাষ্ট্রীয় সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে প্রভামুক্ত, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ, রাষ্ট্র পরিচালনায় দুর্নীতি প্রতিরোধ, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, বৈদেশিক রিজার্ভ সংকট-মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণসহ ব্যাংকিং খাতকে সচল করে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার ও পোষাক শিল্পে বাণিজ্য পুনরুদ্ধারসহ আমূল সংস্কার করতে হবে। এছাড়াও পূরণ করতে হবে কোটা সংস্কার থেকে সরকার পতনের আন্দোলনে রূপান্তরিত অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা বৈষম্য দূর, ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধসহ বিভিন্ন বিষয়ে রাষ্ট্র সংস্কারের ।

গত ১৬ জুলাই আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যার দু'দিন পর থেকে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পতন পর্যন্ত ১৯ দিন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ চলেছে অভ্যুত্থানকারী ছাত্র-জনতার। পুলিশসহ অন্যান্য বাহিনীর গুলিতে অন্তত চার শতাধিক আন্দোলনকারী এবং সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন। পাল্টা জবাবে বহুসংখ্যক পুলিশের প্রাণ গেছে। আওয়ামী লীগের টানা সাড়ে ১৫ বছরের সরকারের পতনের পর ঢাকার প্রায় সব থানা থেকে সরে যায় পুলিশ। দেশের বিভিন্ন স্থানে থানায় থানায় হয় হামলা। পুলিশসহ বিভিন্ন বাহিনীর গুলিতে প্রাণহানি, গ্রেপ্তার, নির্যাতনে তীব্র ক্ষোভ রয়েছে জনগণের। প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রতিটি হত্যার বিচার হবে।

আইনশৃঙ্খলা:

সরকার পতনের পর পুলিশ পালিয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন স্থানে লুটপাট, আওয়ামী লীগ নেতাদের বাড়িঘরে হামলা ও নাশকতার ঘটনা ঘটেছে। ডাকাত আতঙ্কে সারাদেশে রাতভর সাধারণ মানুষ সড়কে পাহারা দিচ্ছেন লাঠি হাতে। পুলিশ ও জনতার মধ্যে আস্থা-বিশ্বাসের সম্পর্কের সংকট প্রকট হয়ে ওঠেছে।

রাজনীতি বিশ্লেষক জোবাইদা নাসরীন বলেন, "এখানে এখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং জনগণ -কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। দু'পক্ষই অনিরাপদ বোধ করছে। এই জায়গায় একটা বিশ্বাস এবং আস্থা খুব দ্রুতই তৈরি করতে হবে।"

তার মতে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভেতরে যে দুর্নীতি, নির্যাতনের সংস্কৃতি এবং জনগণের সেবা না পাওয়ার ইতিহাস সেটা বদলাতে হবে। কোনো অনিয়ম হলে সেটার প্রতিকার যদি হয়, তাহলে মানুষের আস্থা ফিরবে। এক্ষেত্রে আগে সরকারের মানসিকতা পরিবর্তন জরুরি। সরকার আসলে এসব বাহিনীকে ব্যবহার করে। সুতরাং সরকারের কর্তৃত্বপরায়ণ মনোভাব পরিবর্তন হলে বাহিনীর ভেতরেও সংস্কার আসবে। এসব বাহিনীকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করে নিজস্ব গতিতে চলতে দিতে হবে।

জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক পরিষদ-জানিপপের চেয়ারম্যান নাজমুল আহসান কলিম উল্লাহ বলছেন, এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা, যে বিষয়টি এখন হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে।

তিনি বলেন, "এতোগুলো তাজা প্রাণের বিনিময়ে এই সরকার ক্ষমতায় এসেছে। তাদের মনে রাখতে হবে, যে অমূল্য জীবনগুলো ঝরে গেছে, তাদের অমর্যাদা যাতে না হয়। কোনো গাফিলতি, অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ নেই। আমাদের প্রত্যাশা আকাশচুম্বি এবং তারা (সরকার) আমাদের আশাহত করবেন না।"

অতিরিক্তি পুলিশ মহাপরিদর্শক শাহাব উদ্দিন খান পুলিশ ও জনগণের আস্থার সম্পর্ক একেবারেই ভেঙে গেছে স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, অতীতে ভুল হয়েছে, তা অস্বীকার করা যাবে না। দায়িত্ব পালন এবং সেবার মাধ্যমে জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু করেছে পুলিশ বাহিনী। প্রতিদিনই পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। জনগণ পুলিশের পাশে থাকলে শিগগির সব ঠিক হয়ে যাবে। ঘুষ-দুর্নীতি ও সীমাহীন বলপ্রয়োগ নিয়ে যেসব কথা রয়েছে, সেগুলোর পুনরাবৃত্তি না হলে বাহিনীর ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার কঠিন নয়।

আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরানোই সরকারের অগ্রাধিকার বলে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেছেন, "বাহিনীগুলোর আত্মবিশ্বাস ফেরানো অগ্রাধিকার। এটা চরমভাবে কমে গেছে বলে মনে করি। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় প্রশাসন খুবই উদ্বিগ্ন। তবে কিছু বিষয় সামান্য অতিরঞ্জিত হয়েছে।"

এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'আমার কাছে অফিসটা জরুরি না, সেটি পরেও যাওয়া যাবে। মানুষের জানমাল রক্ষায় পুলিশ সদস্যদের দায়িত্বে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাদের রাস্তায় থাকতে হবে। আজই (শনিবার) আইজিপির সাথে আমার বৈঠক আছে। আগামীকাল (আজ রোববার) থেকে আমি মাঠে নামবো রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স থেকে।'

অর্থনীতি:

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কারণে জনজীবনে ক্ষোভ-অসন্তোষ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সব ধরনের মানুষের অংশ নেয়ার পেছনে সেটাও একটা বড় কারণ বলেই উঠে এসেছে।

অভ্যুত্থানে সাধারণ মানুষের অংশ নেওয়ার পেছনে এটিই বড় কারণ বলে মনে করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিজাম উদ্দিন আহমদ।

রিজার্ভ ক্রমেই নিম্নমুখী, রপ্তানি কমছে। আগের সরকারের সময়ে ভুয়া তথ্য দিয়ে অর্থনীতিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানোর অভিযোগ রয়েছে। পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, নতুন সরকারকে দ্রুত অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে হবে। মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে হবে। রিজার্ভ ঠিক করতে হবে। কঠিন হলেও তা অসম্ভব নয়।

গণঅভ্যুত্থানে সমর্থন জানিয়ে প্রবাসীরা বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানো বন্ধ করেছিল। এতে ধস নেমেছিল ডলার আসায়। তবে শেখ হাসিনার পতনের পর রেমিট্যান্স বেড়েছে কিনা, তা নিশ্চিত নয়। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে দেখা গেছে, প্রবাসীরা বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানোর পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন।

আন্দোলনের কারণে গত ১৬ জুলাই থেকে উৎপাদন, রপ্তানিতে ব্যাপক ধাক্কা লেগেছে, যা এখনও চলমান। নিরাপত্তা শঙ্কায় কলকারখানা পুরোপুরি সচল হয়নি। বার্ষিক সাড়ে ৫ হাজার কোটি ডলারের রপ্তানির মধ্যে প্রায় ৮৫ শতাংশই আসে পোশাক রপ্তানি থেকে। বিশ্বের শীর্ষ খুচরা পোশাক বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার বাংলাদেশ। সাম্প্রতিক অস্থিরতার মধ্যে মার্কিন প্রতিষ্ঠান হুলা গ্লোবাল জানিয়েছে, কিছু ক্রয়াদেশ বাংলাদেশের বদলে অন্য দেশে দিয়েছে তারা।

দেশটির রিজার্ভ পরিস্থিতি ক্রমেই নিম্নমুখী, দ্রব্যমূল্য উর্ধ্বমুখী, মূল্যস্ফীতি অসহনীয় অবস্থার দিকে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় নতুন সরকারকে গণআস্থা ধরে রাখতে হলে শুরুতেই মূল্যস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য কমানোর দিকে নজর দিতে হবে বলে মনে করেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর।

তিনি বলেন, "দুই তিন মাসের মধ্যেই অর্থনীতির কিছু বিষয়ে এক ধরনের স্থিতিশীলতা আনতে হবে। মূল্যস্ফীতি চার/পাঁচ মাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে নামিয়ে আনতে হবে। মুদ্রা বিনিময় হারকে স্বাভাবিক করতে হবে, রিজার্ভ একটু বাড়াতে হবে। এগুলো দ্রুত করতে হবে। মানুষকে দ্রুত কিছু রেজাল্ট দেখাতে হবে।"

কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সফলতা কি দ্রুত পাওয়া সম্ভব?

আহসান এইচ মনসুর অবশ্য বলছেন "এটা অসম্ভব নয় পশ্চিম অনেক দেশই ছয় মাসের মধ্যেই ইনফ্লেশন দশ-বারো শতাংশ থেকে তিন শতাংশে নামিয়ে আনতে পেরেছে। আমাদের এখানেও সম্ভব। আমরা এতোদিন প্রয়াজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারিনি বলেই হয়নি। এখানে মুদ্রার হার বাজারভিত্তিক রাখতে হবে, টাকা ছাপিয়ে সরকারের ব্যয় মেটানো যাবে না, টাকা ছাপিয়ে ব্যাংকগুলোকে সাপোর্ট দেয়া যাবে না। এগুলো যদি করতে পারে এবং বিদেশি সহায়তা পায় তাহলে অর্থনীতি স্থিতিশীল হতে বাধ্য।"

অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা সালেহ উদ্দিন আহমেদ বলেছেন, সরকার দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ওপর অগ্রাধিকার দিচ্ছে। নানা চ্যালেঞ্জ থাকলেও অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করাকে নিজের জন্য বড় কাজ হিসেবে দেখছেন তিনি।

তিনি বলেন, "ব্যবসা মন্থর হয়ে গেছে, মানুষের জীবিকায় যে প্রভাব পড়েছে সেটাকে তাড়াতাড়ি টেনে তুলতে হবে।"

বিচার বিভাগ:

নবনিযুক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, নতুন প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগ হবে। দ্বিতীয় প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধা (ছাত্র) যারা আন্দোলন করলেন, তাদের আত্ম বলিদানের মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে। সেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম অঙ্গীকার হলো- দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যা যা করণীয়, তার সব এই সরকার করবে। সরকার সে পথেই ধাবিত হচ্ছে।

তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে বিচার বিভাগে সংস্কার প্রয়োজন। এই বিচার ব্যবস্থায় যারা মেরুদণ্ড নিয়ে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে পারবেন, সে ধরনের লোকজন, সে ধরনের বিচারপতি আমরা প্রত্যাশা করি। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাই এখানে মুখ্য। উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগে আইন বা নীতিমালা প্রণয়নে নতুন সরকার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে যেভাবে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়, সেভাবেই এগোবে। প্রধান উপদেষ্টা এবং আইন উপদেষ্টার প্রতিশ্রুতি দেশবাসী জানে। তারা অবশ্যই মানুষের জন্য কাজ করবেন এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

নতুন সরকারের মেয়াদ , নির্বাচন ও রাষ্ট্র সংস্কার:

নতুন সরকার কতদিন ক্ষমতায় থাকবে এ বিষয়টি এখনো অস্পষ্ট। সংবিধান অনুযায়ী, তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে। দৈব-দুর্বিপাকের কারণে আরও তিন মাস পেছানো যাবে। শিক্ষার্থী এবং নাগরিক সমাজ যেসব রাষ্ট্র সংস্কারের কথা বলছে, সেগুলোর জন্য দরকার পর্যাপ্ত সময়। কিন্তু এর মধ্যেই দ্রুত নির্বাচনের দাবি জানিয়ে বক্তব্য দিচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো। ইতোমধ্যেই ঢাকায় মাঠে নেমে বুধবার সমাবেশও করেছে বিএনপি। দলটি তিন মাসের মধ্যে নির্বাচনের উদ্যোগ নিতে বলেছে। জামায়াত বলেছে, তারা কিছুদিন দেখতে চায়।

কিন্তু অন্তবর্তীকালীন সরকারের সামনে এখন যেসব চ্যালেঞ্জ সেটা মোকাবেলায় তিন মাস যথেষ্ট নয় বলেই ধারণা অনেকের।

বিশ্লেষকরা বলছেন, সংস্কার ছাড়া নির্বাচন দিলে ভবিষ্যতে আবারও স্বৈরাচারের উদ্ভব হবে। আবার সরকার দীর্ঘ সময় দিলে অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা নিজাম উদ্দিনের। তিনি বলেছেন, বিএনপি ও জামায়াত আন্দোলনে বড় অংশীদার। আওয়ামী লীগ এখন মাঠে নেই। এক-দুই বছর তারা যদি ঘুরে দাঁড়ায়। তিন দল মিলে নির্বাচন চাইলে, এ দাবি ঠেকানো কঠিন হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক লাজিম খান বলেছেন, আগের সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীরা ক্ষমতার দম্ভ দেখিয়েছেন। জনগণকে মানুষ ভাবেননি। আমলা সেবা দেননি। পুলিশ ও ছাত্রলীগ নিপীড়ন করেছে। যাকে খুশি তুলে নিয়ে গেছে। *(বাকি অংশ ১৩ এর পাতায়)*

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
• INCOME TAX
• IMMIGRATION
• ACCOUNTING
• TAX AUDIT
• BUSINESS SETUP
• TRAVELS
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com

হোমিও চিকিৎসা
এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।
*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।
শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)
আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা
আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।
Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

বিপ্লব যখন সফল হয়, তখন পুরোনো

(প্রথম পাতার পর) এদিক থেকে বাংলাদেশে শনিবার যা হয়েছে, তা খুবই ঠিক কাজ হয়েছে। কারণ, এটাই জনগণ দাবি করেছে এবং পরিবর্তনটা তারা গ্রহণ করেছে।

এ বিষয়ে আইনের ব্যাখ্যা হলো, প্রত্যেক নাগরিকেরই জন্মগত এবং সহজাত কিছু অবিচ্ছেদ্য অধিকার রয়েছে। এসব অধিকারের মধ্যে রয়েছে জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, নির্বাচিত সরকার পাওয়ার অধিকার। যখন কোনো রাজা বা শাসক সেই অধিকারগুলো ধ্বংস করে, তখন সেই শাসন ব্যবস্থা বদলানোর দায়িত্ব জনগণের ওপর বর্তায়। জনগণ তখন সেই শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন অথবা বিলোপের অধিকার রাখে। আইনের ব্যাখ্যায় এমনও বলা হচ্ছে, জনগণ যদি স্বৈরশাসককে মেনে নেয় বা বদলাতে ব্যর্থ হয়, তখন দৈব প্রতিশোধ (উবারহব ঠবহমবধহপব) নেমে আসে। তা যাতে না নেমে আসে, তার জন্য তখন মানুষ রাস্তায় নামে। বাংলাদেশের মানুষ সেটাই করেছে। তারা যেহেতু এই বিপ্লবে সফল হয়েছে, সেহেতু বিদ্যমান সংবিধান আর বহাল থাকছে না। কিন্তু এই বিজয়ী শক্তি যদি বলে, তারা বিদ্যমান সংবিধানের আংশিক বা অর্ধেক বা বাছাইকৃত অংশ মেনে নিচ্ছে, তখন সেটাই আইন। কারণ, জনগণই আইনের উৎস। এ বেছে নেওয়ার অধিকারের বলেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আইনিভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই বর্তমানে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটাও জনগণের বিপ্লবী পরিষদেরই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হয়েছে। এ সরকার জনগণের ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তারা জনগণের ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটানোয় যথাযথ পদক্ষেপ নেবে।

বিপ্লবী জনগণের এ সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হবে পরের নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংসদে। সেই সংসদ জনগণের নেওয়া পদক্ষেপের যতটা প্রয়োজন, ততটা বা তার বাছাই করা অংশ গ্রহণ করবে। সেই সংসদ যদি মনে করে এটা বাস্তবসম্মত না, তারা তখন তা বাদও দিতে পারবে।

সংবিধানের দুটি অংশ একটি লিখিত, অন্যটি অলিখিত। অলিখিত সংবিধান হলো সেটাই, যা নাকি জনগণের মৌলিক অধিকার। পৃথিবীতে হাম্মুরাবির আইন থেকে এ যাবত যত আইন বা লিগাল ডিক্টাম এসেছে, যেমন ন্যাচারাল ল, ডিভাইন ল সেসব থেকেই জনগণ তার অধিকার আদায়ের আইনী যুক্তি গ্রহণ করবে। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ হলো সংবিধানের প্রবতারা। এখানে বলা হয়েছে, জনগণই দেশের মালিক। জনগণ কীভাবে মালিক তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যার কথাই ওপরে আমি বলেছি।

কোরআনের আলোকে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দাবী

(৫ এর পাতার পর) 'অন্যায় ও জুলুম সবসময় ন্যায় বিচারের জন্য হুমকী' বিষেয়ে বক্তব্য রাখেন মুনা'র সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন এবং 'মজবুত ঈমানের আলোয় আলোকিত হৃদয় সাহাবায়ে কিরাম (রা)' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেম ড. আবুল কালাম আজাদ বাশার।

ইমাম দেলোয়ার হোসাইন বলেন, বাংলাদেশে জুলুমবাজ শাসক পরাজিত হয়েছে এর পেছনে ছিলো ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগ। তারা অন্যায়, অবিচার, অবিবেচকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলো বলেই একটি জুলুমবাজ সরকারের দ্রুত পতন সম্ভব হয়েছে। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে কোরআনের আলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করে বলেন, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে কোরআনের আলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। জুলমবাজ, দূর্নীতিপরায়নদের রুখে দাঁড়াতে হবে। তিনি বলেন, অতি সাম্প্রতিক সময়ে আমরা বাংলাদেশে কি দেখলাম। দেশের ছাত্র-জনতা অন্যায়, অবিচার, অবিবেচকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলো বলেই জুলুমবাজ শাসক পরাজিত হয়েছে।

ড. আবুল কালাম আজাদ বাশার বলেন, পৃথিবীতে ধর্ম নিরপেক্ষতা বলে কিছু নেই। কোন মুসলমান কখনই ধর্ম নিরপেক্ষ হতে পারেন না। ঈমান থাকলেই, নবীজীর (সা:) সাথে থাকলেই সাহাবী হওয়া যায় না। সাহাবীর মর্যাদা পাওয়া কঠিন। মহানবীকে অনুস্মরণ করে যারা সাহাবী হয়েছেন তারা বেহস্তী হবেন। তিনি বিভিন্ন সাহাবীদের জীবনের নানা দিক সংক্ষেপে তুলে ধরে বলেন, সাহাবীদের জীবন মেনে চলার আহ্বান জানান। দ্বীন প্রচারে সাহাবীরা যেমন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তেমনী আমাদের দায়িত্ব ইসলামের দাওয়াত বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেয়া। এক্ষেত্রে মুনা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে চলেছে।

এছাড়াও কীনোট সেশনে বক্তব্য রাখেন ড. ওমর সোলাইমান, ড. আলতাফ হোসাইন, মুনা'র ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন-অর রশীদ। এরপর আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন পেনসেলভেনিয়া ষ্টেট সিনেটর নিখিল সাবা, মূলধারার রাজনীতিক তারেক খান প্রমুখ।

পরবর্তীতে চলে ফান্ড রেইজিং পর্ব। এই পর্ব পরিচালনা করেন ড. আলতাফ হোসাইন। এতে উপস্থিত নর-নারীদের পক্ষ থেকে তাৎক্ষনিক ১ লাখ ৫৮ হাজার ডলারে প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। এরপর বক্তব্য রাখেন আমন্ত্রিত অতিথি ড. ইয়াসির কাদী।

শনিবার দিনও মূল পর্বের আলোচনা ছাড়াও ইয়্যুথ কনফারেন্সের পাশাপাশি অন্যান্য কনফারেন্স রুমে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ও সেমিনারগুলোতে অতিথি আলোচকগণ বক্তব্য রাখেন।

এরপর মাগরিবের নামাজের বিরতীর পর রাত ৯টার দিকে শুরু হয় মনোজ্ঞ ইসলামী সঙ্গীতানুষ্ঠান। এতে বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পী ও আবৃত্তিকার তোফাজ্জল হোসেন খান এবং ডা. আতাউল ওসমানী ও ইকবাল হোসেন জীবনের নেতৃত্বে উম্মাহ শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্যরা দলীয় ও এককভাবে ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এছাড়াও রেনেসাঁ কালচারাল গ্রুপ, আটলান্টিক কালচারাল গ্রুপ, নায়াগ্রা কালচারাল গ্রুপ এবং মুনা চিল্ডরেন উইং-এর নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এই পর্বের সঙ্গীতগুলোতেও বাংলাদেশ আর প্যালেস্টাইন পরিস্থিতি উঠে আসে।

শেষ দিন রোববারের কর্মকান্ড:

মুনা কনভেনশনের শেষ দিন রোববার (১১ আগষ্ট)সকাল ১০টায় শুরু তিনদিনব্যাপী কনভেনশনের সমাপনী অধিবেশন। এদিন মূল মঞ্চের কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা, ইসলামী সঙ্গীত ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে 'মুনা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কার বিতরণ। আলোচনা পর্বে ইসলামের আলোকে সুস্বাস্থ্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন হাফেজ ডা. জাকির আহমেদ, ড. আলতাফ হোসাইন ও শায়েখ আব্দুল নাসির জাংদা। এছাড়াও শিশু বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন ডা. মোহাম্মদ আবু তালেব ও ব্যারিষ্টার হামিদ হোসেন আজাদ। অ্যাওয়ার্ড বিতরণী পর্বে মুনা'র ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন-অর রশীদ বিজয়ী শিশু-কিশোর-কিশোরীদের হাতে অ্যাওয়ার্ড ট্রফি ও সার্টিফিকেট তুলে দেন। এর আগে মুনা'র চিল্ডরেন উইং-এর নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা দলীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে।

সমাপনী বক্তব্যে মুনা'র ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশিদ বলেন, ইমাম ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সার্বিক সহযোগিতায় ও আল্লাহর অশেষ রহমতে বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবারও বিশাল আকারের মুনা কনভেনশন সফল করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। তিন দিনব্যাপী ওই কনভেনশন বাংলাদেশী কমিউনিটিসহ আমেরিকান মুসলিম কমিউনিটির মাঝে ব্যক্তি এবং সমাজ গঠনে প্রশংসনীয় উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এজন্য তিনি মুনা ন্যাশনাল সংগঠনের পক্ষ থেকে গোটা বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, মুনা আমেরিকার একটি দাওয়াতি ও সামাজিক সংগঠন। মানুষের ব্যক্তিগত নৈতিক ও সামাজিক মানোন্নয়নর জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালানোর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত হয় মুনা। এই সংগঠনটি ১৯৯০ সালে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে কর্পোরেশনভুক্ত করা হয়। বর্তমানে মুনা যুক্তরাষ্ট্রের ৪৮টির বেশি অঙ্গরাজ্যে কর্মতৎপরতা পরিচালনা করছে।

হারুন অর রশীদ গাজার মুসলমানদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, ৪০ হাজার মানুষের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। আমাদেরকে সকল ভেদাভেদ ভূলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সময়ের দাবী। আমাদেরকে জাগতে হবে। মুনা কোন রাজনীতিক সংগঠন নয়। আমরা মুসলমান এবং অমুসলমানদের কাছে কুরআনের দাওয়াত দিয়ে থাকি। আমাদের পাঁচ দফা কর্মসূচি শুধু মুসলিম তথা ইসলামে বিশ্বাসীদের জন্য নয়, এটা গোটা মানব গোষ্ঠীর উন্নতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে। মুনা শতকরা ১০০ ভাগ কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করে। মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও রাসুল (সা:) প্রদর্শিত সুন্নাহর কল্যাণকর পতাকা প্রতিটি হৃদয়ে, প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে পৌঁছে যাক মুনা এই বিশ্বাস ধারণ করেই কনভেনশনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করে থাকে। মুনা'র এই কাজে ইমাম ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

হারুন অর রশীদ আরও বলেন, আল কোরআন পথনির্দেশ করে গোটা মানব জাতিকে। কল্যাণকর ও নির্ভুল পথ পরিদর্শন করে পথভ্রান্ত দিকহারা মানবতাকে। ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন, মানব দেহের অভ্যন্তরে লুকায়িত অন্তর বিন্দু থেকে সৃষ্টি লোকের বিশাল বিস্তৃত মানব সম্পর্কিত প্রতিটি স্তরে বিশ্ববাসীর কল্যাণে এক নির্ভুল গাইড হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে এই মহাগ্রন্থ আল কুরআন। মুনা গত বছর প্রায় ৭৫ হাজার কুরআন বিলি করেছে এবং এ কাজ অব্যাহত রাখছে। যে কেউ এ কাজে অংশগ্রহন করতে চাইলে আমরা আপনাদের সহযোগিতা করবো।

পরবর্তীতে জোহরের নামাজ আদায়ের মধ্য দিয়ে কনভেনশনের সমাপ্তি ঘটে।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

SEEMA GULIANI, ESQ / ATTORNY AT LAW
LAW OFFICE OF SEEMA GULIANI
BY APPOINTMENT ONLY
212-691-4343
seemagulianiesq@gmail.com
198-42 FOOTHILL AVE. HOLLIS NY. 11423
WE SPECIALIZE IN
• VAWA
• ASYLUM
• NVC PROCESS
• NATURALIZATION
• TOURIST VISAS (B1/B2)
• RELIGIOUS WORKER
• UNCONTESTED DIVORCES
• FAMILY BASED PETITIONS
• FIANCE/MARRAIGE VISAS
• LEGAL PERMANENT RESIDENCY
• EMPLOYMENT BASED VISAS
(H-1B. PERM, I-140. EB1, EB2, EB3

‘বেসামাল’ মন্তব্যে হাসিনা পুত্র জয়; কিসের লক্ষণ?

(প্রথম পাতার পর) করে সজীব ওয়াজেদ বলেন, আমাদের লাখ লাখ সমর্থক রয়েছেন। তারা (দেশ ছেড়ে) কোথাও যাচ্ছে না। আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। এটা কখনোই দেশের অন্তত অর্ধেক মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে। আমাদের একসঙ্গে কাজ করা দরকার।

এর আগে শনিবার সজিব ওয়াজেদ জয় বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে যাওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেননি।

ওয়াশিংটন থেকে রয়টার্সকে সজীব ওয়াজেদ বলেন, ‘আমার মা আনুষ্ঠানিকভাবে কখনোই পদত্যাগ করেননি। তিনি সময় পাননি। তিনি একটি বক্তব্য দেওয়া ও পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে বিক্ষোভকারীরা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে মিছিল নিয়ে আসতে শুরু করে। তাই সময় ছিল না। আমার মা নিজের ব্যাগ পর্যন্ত গোছাতে পারেননি। সংবিধান অনুযায়ী তিনি এখনো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।’

জয় আরও বলেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতি সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ও বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদদের সঙ্গে আলোচনা করে সংসদ ভেঙে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক পদত্যাগ ছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারের গঠন আদালতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ পরবর্তী নির্বাচনে অংশ নেবে বলে জানান জয়। তিনি বলেন, তিন মাসের মধ্যে এই নির্বাচন হতে হবে।

সজীব ওয়াজেদ আরও বলেন, ‘আমি নিশ্চিত, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসবে। যদি তা না হয়, আমরা বিরোধী দল হব। দুটির যে কোনোটিই ভালো।’

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সাম্প্রতিক বক্তব্যকে উৎসাহব্যঞ্জক বলেছেন জয়। তিনি বলেন, ‘খালেদা জিয়া তাঁর বক্তব্যে অতীতকে না টানার কথা বলেছেন। এটা শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি। আসুন, আমরা অতীতকে ভুলে যাই। প্রতিশোধের রাজনীতি পরিহার করি। আমরা একসঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছি তা (জাতীয়) ঐক্য সরকার হোক, বা অন্য কিছু হোক।’

সজীব ওয়াজেদ বলেন, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের আয়োজন ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে তিনি (জয়) বিএনপির সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। সামনে এগিয়ে যেতে তিনি তাদের (বিএনপি) সঙ্গে কাজ করতে চান। তিনি বলেন, ‘অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করার মতো আমাদের শান্তিপূর্ণ গণতন্ত্র রয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, রাজনীতি ও সমঝোতা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তর্ক করতে পারি। আমরা কোনো বিষয়ে অসম্মত হওয়ার বিষয়ে একমত হতে পারি। আমরা সব সময় সমঝোতার পথ খুঁজতে পারি।’

এর আগে গত বুধবার ডয়চে ভেলেকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, দেশ ছেড়ে ভারতে যাওয়ার একদিন আগে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। তবে তা তখন ঘোষণা করা হয়নি। ওই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এক দিন আগে। আমরা কয়েকজন শুধুমাত্র জানতাম যে তিনি ঘোষণা দেবেন, তিনি পদত্যাগ করছেন এবং সংবিধান অনুযায়ী যাতে একটি ট্রানজিশন অব পাওয়ার হয়, সেটাই ছিল ওনার প্ল্যান। তবে যখন তারা ওই গণভবনের দিকে মার্চ করা শুরু করল, তখন আমরা ভয়ে বললাম যে আর সময় নেই, তোমার এখনই বেরিয়ে যেতে হবে।’

আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে সজীব ওয়াজেদ বলেন, ‘বর্তমানে তাঁর রাজনীতিতে আসার কোনো পরিকল্পনা নেই।’

পরদিন বৃহস্পতিবার ভারতীয় বার্তা সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে শেখ হাসিনা আবার দেশে ফিরবেন। তিনি বলেন, ‘শেখ হাসিনা অবশ্যই বাংলাদেশে ফিরে আসবেন। তবে সক্রিয় রাজনীতিক হিসেবে ফিরবেন কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি।’

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নির্বাচনের ঘোষণা দিলে, ভারতে আশ্রয় নেওয়া আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা দেশে ফিরবেন বলে জানিয়েছেন তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়, বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক জায়গায় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ওপর একের পর এক হামলার ঘটনা ঘটছে। ফলে আত্মগোপনে চলে গেছেন দলটির অধিকাংশ নেতা। এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের হাল ধরার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন জয়। এ বিষয়ে সজীব ওয়াজেদ জয় টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেন, “আমি রাজনীতিতে আসতে প্রস্তুত। আওয়ামী লীগের কর্মীদের রক্ষায় যা করার দরকার আমি করব।”

যুক্তরাষ্ট্রে থাকা জয় বলেছেন, “আমাকে যদি রাজনীতিতে যোগ দিতে হয়, তবে আমি তা থেকে নিজেকে বিরত রাখব না। আমার মা চলতি মেয়াদের পরই অবসরে যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন। আমার কখনোই রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না।”

তিনি আরও বলেন, “বাংলাদেশে কয়েক দিন ধরে চলা ঘটনাপ্রবাহে নেতৃত্বশূন্যতা তৈরি হয়েছে। এ অবস্থায় দলের জন্য আমাকে সক্রিয় হতে হবে। এখন আমিই সামনে আছি।”

দিল্লিতে আশ্রয় নেওয়া শেখ হাসিনার এই মুহূর্তে অন্য কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা না থাকার বিষয়টিও ফের নিশ্চিত করেছেন জয়। তিনি বলেন, “এখন তিনি (শেখ হাসিনা) ভারতে অবস্থান করছেন। আমার মায়ের জীবন বাঁচানোয় আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে কৃতজ্ঞ।”

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকলে ভারতের পূর্ব সীমান্ত “নিরাপদ থাকবে না” না বলেও মন্তব্য করেছেন জয়।

এদিক বিবিসিকে সজীব ওয়াজেদ বলেন, পরিস্থিতি এই দিকে গড়াবে তা তারা কেউ ভাবেননি। 'আমাদের কেউ ভাবেনি এই সহিংস আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সরকার উৎখাতের দিকে গড়াবে। আমরা বুঝতে পারছিলাম, জুলাইয়ের ১৫ তারিখে যে সহিংসতার পেছনে কিছু অজানা গ্রুপ আছে, তারা মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল করার সময় আমরা রাজাকার বলে শ্লোগান গিয়েছিল। তখন আমাদের সমর্থকদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। পুলিশ কঠোরভাবে সেই সংঘর্ষ থামানোর চেষ্টা করে।"

জয় বলেন, '"আমার বিশ্বাস, সেদিন যারা ওই শ্লোগান দিয়েছিল, আমরা এখনো জানি না মধ্যরাতে সেই স্লোগান দেয়া ব্যক্তিরা কারা ছিল, তারাই এই পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য দায়ী। আমাদের সরকার কখনো বিক্ষোভকারীদের ওপরে শক্তি প্রয়োগ করতে চায়নি, বরং পুলিশ তাদের পাহারা দিয়েছে, তাদের ওপর হামলার কোন নির্দেশ ছিলো না। আমাদের সরকারের আইনি টিমও আদালতে শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণের চেষ্টা করছিল। এটা এর মধ্যেই আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল। কিন্তু এর মধ্যেই সহিংসতা শুরু হয়। বলপ্রয়োগ ভুল হয়েছে, কিন্তু এটা উভয় পক্ষেই হয়েছে। শিক্ষার্থী মারা গেছে, বেসামরিক মানুষ মারা গেছে, পুলিশও মারা গেছে।"

শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর জয় বিবিসিকে বলেন, “সত্তরের ঘরে বয়স তার। তিনি এতোটাই অসন্তুষ্ট যে দেশের উন্নয়নের জন্য এতো কঠোর পরিশ্রম করেছেন যেটাকে সবাই মিরাকল বলে। এরপরও একটা ছোট্ট অংশ তার বিরুদ্ধে গিয়েছে, এমন বিক্ষোভ করলো...। আমি মনে করি তিনি আর এসবে নেই। আমার পরিবার ও আমিও নেই, যথেষ্ট হয়েছে।”

শেখ হাসিনা পদত্যাগের বিষয়টি বিবেচনা করছিলেন জানিয়ে সজীব ওয়াজেদ বলেন, “পরিবারের অনুরোধে নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে তিনি দেশত্যাগ করেছেন। তিনি খুব অসন্তুষ্ট, ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে গত ১৫ বছরে তিনি বাংলাদেশের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন।”

জয়ের বারবার বক্তব্য পরিবর্তন কিসের লক্ষণ এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর আলী রিয়াজ তাঁর ফেসবুক পোস্টে জানান গণঅভ্যুত্থানের মুখে পলাতক শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সজিব ওয়াজেদ জয় ৫ আগস্ট থেকে যেসব কথাবার্তা বলছেন সেগুলোকে কেবলমাত্র একটা বড় ধরণের ধাক্কা'র প্রতিক্রিয়া কিংবা কী বলবেন, কী করবেন সেই বিষয়ে অস্থিরতার প্রকাশ বলে মনে করার কারণ নেই। এগুলো নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করাও সঠিক প্রতিক্রিয়া নয় বলে দাবি করেছেন। এই সব কথাবার্তার ধারবাহিকতা অন্তর্বর্তী সরকারের বৈধতাকে প্রশ্ন করে দেশকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়ার চেষ্টারই লক্ষণ। এই বক্তব্যগুলোর ধারাক্রম অনুসরণ করলেই বোঝা যাবে আসলে কী ঘটছে, কেনো ঘটছে। এই কথাগুলো দেশের ভেতরে ঘটনাপ্রবাহকে যে দিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা হচ্ছে তার ইঙ্গিত। কিন্তু এই বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকার কতটা অবহিত এবং তা প্রতিরোধে কতটা সক্রিয় সেটা স্পষ্ট নয়।

প্রফেসর আলী রিয়াজ আরো বলেন, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে যাবার পর এক ভিডিও বার্তায় স্বৈরশাসক হাসিনার পুত্র জয় বলেছিলেন ‘শেখ হাসিনার পর আপনাদের কী হবে, সেটা আমারও চিন্তার বিষয় না, আমার পরিবারেরও বিষয় না। আপনারা বুঝবেন’। দেশ, জনগণ, এমনকি তাঁর দলের নেতাদের প্রতি তাঁদের দায়িত্বের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা এবং ঘৃণার প্রকাশ ঘটেছিল এই বক্তব্যে; তা ছিলো তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু পরদিন থেকেই তাঁর অবস্থানের বদল লক্ষ্য করা যায়। ৬ আগস্ট বিবিসি'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে হাসিনা'র পুত্র বলেন, শেখ হাসিনা রাজনীতিতে ফিরবেন না। “আমার মনে হয় এখানেই শেষ। আমার পরিবার এবং আমি আমাদের যথেষ্ট হয়েছে।” রাজনীতিতে হাসিনার ফিরে আসা না আসা সম্ভবত সেই পর্যন্ত পারিবারিক সিদ্ধান্তের আওতায় ছিলো। তারপর থেকে তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম বদলে যায়।

৭ আগস্ট তিনি (জয়) বলেন, ‘আপনারা সাহস নিয়ে দাঁড়ান, আপনারা একা না। আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি। বঙ্গবন্ধুর পরিবার কোথাও যায়নি। নেতাকর্মী ও আওয়ামী লীগকে রক্ষার জন্য যা করা প্রয়োজন আমরা করতে প্রস্তুত’।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে বিলম্ব, পুলিশের অনুপস্থিতি, বিশৃঙ্খলা, সংখ্যালঘুদের ওপরে হামলা এবং ঢাকায় বিভিন্ন এলাকায় কথিত ডাকাতির ঘটনার প্রেক্ষাপটে সজিব ওয়াজেদের এই বক্তব্য প্রমাণ করে যে, অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবেই অবস্থার সুযোগ নেয়ার এবং অস্থিতিশীলতা তৈরির প্রচেষ্টার সূচনা হয়েছে। একই সময়ে ভারতের গণমাধ্যমে প্রচারিত খবর, সেখানকার নীতি-নির্ধারকদের বক্তব্য, সামাজিক মাধ্যমে এই আন্দোলনের জন্যে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার সংশ্লিষ্টতার প্রোপাগান্ডা জোরদার হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, ভারতের কথিত বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞরা বারবার একই সুর তুলতে থাকেন।

দেশের ভেতরে সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙ্গে ফেলা প্রশাসনিক কাঠামোকে দাঁড় করানো সম্ভব হয়না কেবল এই কারণে নয় যে, তাঁরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন, বরঞ্চ এই কারণে যে এগুলোর ভেতরে আওয়ামী লীগের লোকজন চাইছিলো না যে, পরিস্থিতির উন্নতি ঘটুক। ইতিমধ্যে সরকার গঠন হয় এবং জয় টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেন যে, তিনি রাজনীতিতে আসতে প্রস্তুত।

শুক্রবার ৯ আগস্ট তিনি রয়টার্সকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেন যে, তাঁর মা পদত্যাগ করেননি, ফলে সাংবিধানিকভাবে শেখ হাসিনাই প্রধানমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, এই সাক্ষাৎকারে তিনি এও বলেছেন যে, এই বিষয়ে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যায়। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, তাঁর এই বক্তব্য অন্তর্বর্তী সরকারের বৈধতাকে খোলামেলা ভাবে চ্যালেঞ্জ। আদালতের উল্লেখ সকলের মনোযোগ দাবি করে।

প্রথমত বাংলাদেশের উচ্চ আদালত যে হাসিনার হাতে গড়া এবং তাঁর পুতুলদের দিয়ে তৈরি সেটা সকলেই জানেন। তদুপরি আদালতকে শিখন্ডী দাঁড় করিয়ে এজেন্ডা বাস্তবায়নের ইতিহাস কারো ভুলে যাবার কারণ নেই। ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত কোটা ব্যবস্থা বাতিল সব বিষয়েই আদালত দেখানোর ঘটনা আছে।

দ্বিতীয়ত এটি হচ্ছে আওয়ামী লীগের আইনজীবি এবং সমর্থকদের প্রতি নির্দেশ কী করতে হবে। একই সময়ে আমরা জানতে পারি যে, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের ওপর নজর রাখতে ভারত সরকার কমিটি করেছে। আপাতদৃষ্টে তা সীমান্ত সংশ্লিষ্ট হলেও এর ভেতরে যে বার্তা তা কেবল সীমান্ত রক্ষা বিষয়ক নয়।

আদালত বিষয়ে জয়ের এই বক্তব্যের পর শনিবার অকস্মাৎ সুপ্রিম কোর্টের ফুল কোর্টের সভা ডাকা অশনি সংকেত। মনে রাখা দরকার যে, কেবল যে আদালতই সাবেক স্বৈরাচারী সরকারের নিয়োগকৃতদের নিয়ন্ত্রনে আছে তা নয়। রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিনকে শেখ হাসিনাকে একক ভাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

তার আনুগত্য নিয়ে সংশয় থাকাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর প্রধান ওয়াকারউজ্জামানসহ সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার কারণ আছে। যেমন সেনাবাহিনীর সবচেয়ে আলোচিত সংস্থা ডিজিএফআই'র ব্যাপারে কোনও ধরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সেনাবাহিনীর যে সব অফিসারকে ইতিমধ্যেই বরখাস্ত করা হয়েছে তাদের বরখাস্তের কারণ যদি অতীতে তাদের ভূমিকাই হয় তবে তাদের বিচারাধীন করার কোনও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়নি। এর বাইরে পুলিশের সভায় গোলযোগ হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে।

সাধারন নাগরিকদের ভেতরে আশাবাদ এবং উদ্বেগ-আশঙ্কা উভয়ই আছে। কিন্তু এইসব ঘটনা এবং পলাতক স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার উপদেষ্টার এই সব কথাবার্তার ধারবাহিকতা অন্তর্বর্তী সরকারের বৈধতাকে প্রশ্ন করে দেশকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়ার চেষ্টারই লক্ষণ।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বহু চ্যালেঞ্জ ও প্রত্যাশার চাপে নতুন সরকার

(১০ এর পাতার পর) নতুন সরকারকে এ অপসংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে। দুর্নীতি, দুঃশাসন, মানাবধিকার নিশ্চিত না হলে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ব্যর্থ হবে।

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বলেন, স্বল্প সময়ের জন্য কোনো সরকার প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে পারবে না। আর সংস্কার না হলে সেটা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোনো গুণগত পরিবর্তন আনতে পারবে না।

তিনি বলেন "সরকার যদি তিন মাসের জন্য আসে, ছয় মাসের জন্য আসে তাহলে সংস্কারে হাত দিয়ে লাভ নেই। আমরা আরেকটা ডিক্টেটরশিপ (স্বৈরতন্ত্র) পেয়ে যাবো এবং আরেকটা পরিবারতন্ত্র আসবে। এখানে বড় পরিবর্তনের জন্য তিন থেকে ছয় বছর সময় লাগবে।"

আহসান এইচ মনসুর বলেন "এখানে ঢালাওভাবে দুই থেকে তিন বছর সময় নিয়ে সংস্কার করবো এরকম একটা জায়গায় যাওয়ার সুযোগ কম। আবার তড়িঘড়ি করে রাজনৈতিক দলগুলো চায় বলেই নির্বাচন দিতে হবে সেটা করাও নতুন সরকারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হবে। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাধীন, নিরপেক্ষভাবে তৈরি করতে যে সময় দরকার সেটাই নিতে হবে। দীর্ঘ সময় লাগলে সেটা দেশেও এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি করতে পারে।"

সবমিলিয়ে সরকারের সামনে বেশ বড় বড় চ্যালেঞ্জই এখন সামনে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় রাজনৈতিক দলগুলোকে আস্থায় নিয়ে নতুন সরকারকে এগুতে হবে বলেই মত তার।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান গণমাধ্যমে বলেন, "আমাদের উপর চাপটা হচ্ছে সংস্কার করে দিয়ে যাওয়ার। এই সংস্কারগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়ে করব সে ক্ষেত্রগুলো বের করা, সংস্কারের ব্যাপারে মতৈক্য গড়ে তোলা, দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংস্কার কাজ যতটা আমাদের ক্ষমতায় পোষায়, ততটুকু শেষ করে যাওয়া।"

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিজাম উদ্দিন আহমদ বলেছেন, সংবিধান মানলে তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন হতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকার সংবিধান মেনে হয়নি। তাই নির্বাচন তিন মাসে হবে এমন সম্ভাবনা নেই। অন্তর্বর্তী সরকার যেসব সংস্কারের কথা বলছে, তাতে কয়েক বছর লাগবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ কত দিন হবে তা নির্দিষ্ট করে না জানালেও আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল ১০ আগস্ট শনিবার সচিবালয়ে আইন মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের বলেন , জনগণের সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা এবং নতুন নির্বাচনের মধ্যে সমন্বয় করে যত দিন থাকার দরকার আমরা তত দিন থাকব। বেশিও না, কমও না।

অন্তর্বর্তী সরকারের বৈধতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রোলিং এবং সরকারের মেয়াদ নিয়ে আসিফ নজরুল বলেন, এটার মেয়াদের ব্যাপারে এখনো কথা হয়নি।

তিনি বলেন, দুটো জিনিস মাথায় রাখবেন, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রত্যাশা থাকবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচন। সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা থাকবে এই সরকার যেন জরুরি কিছু সংস্কার করে যায়।

জনপ্রত্যাশা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারীরা 'ছাত্রশক্তি' নামের একটি সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, তারা সংবিধানের বদল চায়। তা সম্ভব না হলে, ব্যাপক সংশোধন করতে চায়। এ জন্য গণপরিষদ গঠন করে নতুন সংবিধান প্রণয়নের পরিকল্পনা রয়েছে। এর পর তা গণভোটে অনুমোদন করানো হবে। কিন্তু কেমন রাষ্ট্র সংস্কারের সংবিধান হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কারেরও কথা বলছে। শেখ হাসিনার আমলে নিয়োগ পাওয়া আপিল বিভাগের বিচারপতিদের অপসারণের দাবি তুলেছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিজাম উদ্দিন বলেছেন, অভ্যুত্থানে ব্যাপক জনসম্পৃক্ততা ছিল। তাদের যে প্রত্যাশা, তা পূরণ করাই প্রধান চাপ হবে নতুন সরকারের জন্য। অপশাসন, দুর্নীতি রোধ করা, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে আন্দোলনকারী জনতাকে সন্তুষ্ট রাখতে। তবে এ কাজগুলো খুবই কঠিন।

নতুন সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জনপ্রত্যাশা পূরণের। কীভাবে তা করবে, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম বৈঠক শেষে জানানো হয়েছে, আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদেরও সম্পৃক্ত করা হবে সরকারে। কীভাবে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করা হবে, কাঠামো কী হবে, তা পরে ঠিক হবে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম এ কথা জানিয়েছেন।

সাবেক সচিব নজরুল ইসলাম বলেছেন, রাষ্ট্র সংস্কার করতে হলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার লাগবে। সরকারের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার রীতি গড়তে হবে। কাগজে-কলমে প্রতিষ্ঠানকে যতই স্বাধীনতা দেওয়া হোক, ব্যক্তি যদি স্বাধীন না হয় তবে লাভ নেই।

বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ:

ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা ভারতে রয়েছেন। বাংলাদেশকে তিন দিক থেকে ঘিরে থাকা দেশটি আওয়ামী লীগের সমর্থক হিসেবে পরিচিত। যদিও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শপথ অনুষ্ঠানের পরপরই ড. ইউনূসকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ ও সহায়তার আগ্রহ জানিয়েছে।

ভারতসহ কয়েকটি দেশের সমর্থন বর্তমান সরকার কতটা পাবে, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেন বলেছেন, বৃহৎ শক্তির সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সব দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। এই মুহূর্তে দেশে আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাই মূল অগ্রাধিকার উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রথম লক্ষ্য অর্জিত হলে বাকিগুলোও সঠিক পথে ফিরবে।

ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান উইলসন সেন্টারের সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যানের মতে, আনুষ্ঠানিকভাবে না থাকলেও এই সরকারে সামরিক নেতৃত্বের বড় প্রভাব থাকবে। তিনি বলেছেন, অনেকে আশঙ্কা করছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ দীর্ঘ হলে তাতে সরকারে নিজেদের কর্তৃত্ব পাকাপোক্ত করার সুযোগ পাবে সেনাবাহিনী। তবে এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে, সেনাবাহিনী সরকারে সক্রিয় ভূমিকা ও রাজনীতির কেন্দ্রে থাকার বিষয়ে অতটা আগ্রহী নয়।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শপথ নেয়ার পরই দেশজুড়ে সহিংসতা বন্ধে ড. ইউনূসের আহ্বানকে স্বাগত জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের রূপরেখা নির্ধারণে সরকার ও ড. ইউনূসের সাথে কাজ করতে প্রস্তুত রয়েছে বলে পুনর্ব্যক্ত করেছে দেশটি।

বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, 'আমি ব্যক্তিগত কূটনৈতিক আলাপচারিতায় কথা বলব না, তবে স্পষ্টতই একটি বিষয় আমরা পরিষ্কার করেছি যে, আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে বাংলাদেশের জনগণের জন্য একটি গণতান্ত্রিক ভবিষ্যত গড়তে দেখতে চাই।'

ড. ইউনূসকে বিজ্ঞাপনে

(প্রথম পাতার পর) ব্যাংকসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গণমাধ্যমে তাঁর ছবি ব্যবহার করে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানাতে বিজ্ঞাপন-প্রচারণার হিড়িক শুরু করে। এ অবস্থায় পত্রিকাসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন কিংবা অন্য কোনও প্রচারণায় নবগঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ছবি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়। শুক্রবার (৯ আগস্ট) তথ্য অধিদফতর থেকে প্রকাশিত এক তথ্যবিবরণীতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়।

জানা গেছে, ড. ইউনূস অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেওয়ার পর গ্রামীণ ব্যাংক, আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, এক্সিম ব্যাংক এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি ও অর্থ কেলেঙ্কারিতে বিতর্কিত এস আলম গ্রুপও ৯ আগস্ট দেশের কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসকে অভিনন্দন জানিয়ে শুভেচ্ছা সম্বলিত বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। এরপর থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ড. ইউনূসের ছবি ছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা বার্তা জাতীয় দৈনিকের বিজ্ঞাপনে প্রচার অব্যাহত আছে। প্রসঙ্গত, বিভিন্ন সময় নতুন সরকার ক্ষমতায় আসলে সরকার প্রধানকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে শুভেচ্ছা বার্তা দেওয়ার হিড়িক শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ও বিভিন্ন সংগঠনের কর্তা ব্যাক্তিদের।

হাসিনার পতনে গণঅভ্যুত্থানে

(২৭ এর পাতার পর) বাস্তবতাও তারা বুঝতে পারেনি।

পুরো পরিস্থিতি ঘোলাটে করে তোলার জন্য আওয়ামী লীগ সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের অবিবেচনা, ভুল সিদ্ধান্ত ও মন্তব্য সবচেয়ে বেশি দায়ী বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন। আওয়ামী লীগ ঘরানার বিভিন্ন সংগঠন, গণমাধ্যম ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সরকারের সেসব অযৌক্তিক ও অবিবেচক সিদ্ধান্তে সমর্থন দিয়ে গেছে বলে বিশ্লেষকরা অভিযোগ করছেন।

'আওয়ামী ঘরানার লোকজন ও বিভিন্ন সংগঠন মিলে দিনের পর দিন সরকারকে নানা অযৌক্তিক অন্যায় কর্মকাণ্ডকে সমর্থন দিয়ে যে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তৈরি করেছে, সেই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন পরে সবার জন্য ধ্বংসের কারণ হয়েছে' বলছিলেন- ড. ইফতেখারুজ্জামান।

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052
OPEN 24 HOURS

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

38th FOBANA
Federation of Bangladeshi Associations in North America
CONVENTION 2024
Date : 30 August 31 August 01 September 2024
Venue: Crystal Gateway Marriott
1700 Richmond Highway, Arlington, VA 22202
চেতনায় বাংলাদেশ
TITLE SPONSOR
WASHINGTON UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
PEOPLE TECH
কুমার বিশ্বজিৎ
আঁখি আলমগীর
প্রিয়ংবদা ব্যানার্জী
মুজা
তোসিবা
শফিক তুহিন
মিমি আলাউদ্দিন
অঙ্কন
মাহফুজা মমো
আরজিন কামাল
জেফার
স্বপ্নীল সজীব
অনিমা ডি' কস্তা
রোমেল খান
বিউটি দাস
Our Proud DIAMOND Sponsor
Utshob Group
GPB GROUP
AASHA GROUP OF COMPANIES
EDEN BAY
Mozharul Hoque
Hosted by : Bangladesh Association of Greater Washington DC (BAGWDC)
MOHAMED ALAMGIR
Chairperson, FOBANA
(703) 626-5814
ABIR ALAMGIR
Executive Secretary, FOBANA
(347) 724-9518
ROKSHANA PERVEN
Convener, Host Committee
(703) 843-8854
ABU RUMI
Member Secretary
(703) 861-1606
NURUL AMIN NURU
President
(703) 930-2490
www.2024.fobanaonline.com, www.fobanaonline.com
MEDIA PARTNERS:
ntv
ATN NEWS
ATN BANGLA
MEDIA FRIENDS:
CHANNEL i
প্রথম আলো
TIMES 24
NRB CONNECT
বাংলা প্রেস
BANGLA EVENTS

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে কে কোন মন্ত্রণালয় পেলেন

(প্রথম পাতার পর) এগুলো হলো: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

অন্য উপদেষ্টাদের মধ্যে সালেহউদ্দিন আহমেদকে অর্থ এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অধ্যাপক আসিফ নজরুলকে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, আদিলুর রহমান খানকে শিল্প, হাসান আরিফকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, মো. তৌহিদ হোসেনকে পররাষ্ট্র, সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানকে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন, শারমিন এস মুরশিদকে সমাজকল্যাণ, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনকে স্বরাষ্ট্র, আ ফ ম খালিদ হোসেনকে ধর্ম, ফরিদা আখতারকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, নুরজাহান বেগমকে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, মো. নাহিদ ইসলামকে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে গত বৃহস্পতিবার রাতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। প্রধান উপদেষ্টাসহ এ সরকারের সদস্যসংখ্যা ১৭। এর মধ্যে তিনজন ঢাকার বাইরে থাকায় শপথ নিতে পারেননি। তাঁরা হলেন সুপ্রদীপ চাকমা, বিধান রঞ্জন রায় ও ফারুকী আজম।

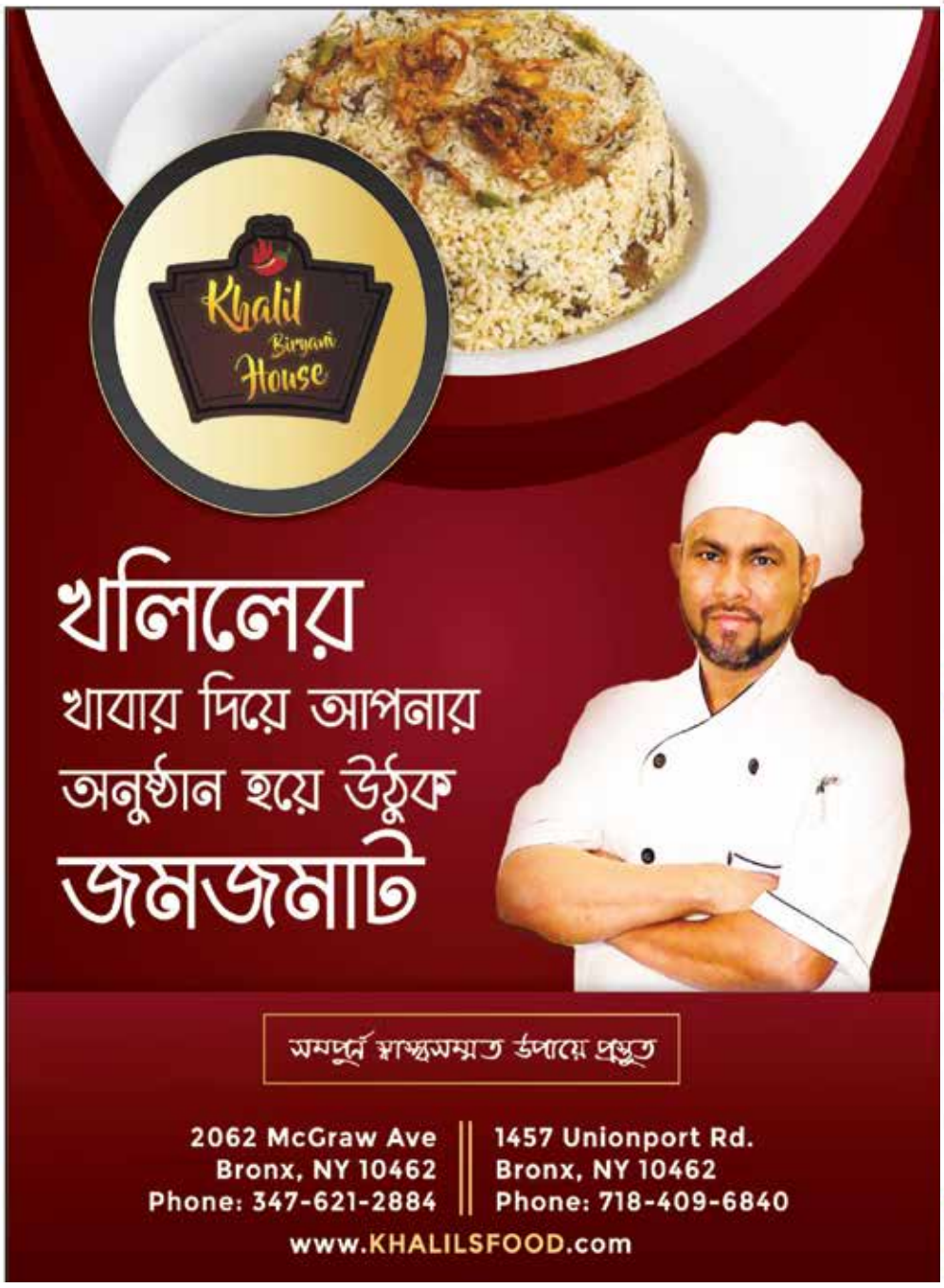

‘মুসলিম উম্মাহ্ অব নর্থ আমেরিকার (মুনা)’ কনভেশন ২০২৪ যুক্তরাষ্ট্রের প্যানসেলভিনিয়ায় অনুষ্ঠিত

‘মুসলিম উম্মাহ্ অব নর্থ আমেরিকার (মুনা)’ কনভেশন ২০২৪ যুক্তরাষ্ট্রের প্যানসেলভিনিয়ায় অনুষ্ঠিত

সাহিত্য সাময়িকী

এখন সময়

জাফরুল আহসান

[জুলাই ২০২৪, ছাত্র আন্দোলনের পটভূমিতে]

এইতো সময়
নতুন দিনের স্বপ্ন বোনার
রক্ত দিয়ে বিজয় কেনার;
ঢিল মারলে পাটকেল ছোঁড়ার
সময় এলো আঘাত করার।

নয়তো সময়
মিথ্যে আশার স্বপ্ন বোনার
তেলে মাথায় তেল ঢালবার;
ভিরুর মতো পিছু হটার
চোখের জলে পথ ভাসাবার।

এখন সময়
হাতের উপর হাতটি রাখার
নিয়ম মেনে নিয়ম ভাঙার;
ঝিনুক থেকে মুক্তো আনার
সময় হলো ফুল ফোটাবার।

অপেক্ষা করছি

সাজ্জাদ বিপ্লব

আরেকটু ধৈর্য ধরতে হবে, তোমাকে
বিজয় আসার পূর্বে, আসবে ঝড়, বুলেট ও হেলিকপ্টার
আসবে অবিশ্বাস, সন্দেহ, সংশয়, প্রতারণা
প্রতীক্ষিত সূর্যোদয়ের পূর্বে আসবে, ঘোর অন্ধকার
আসবে, কূটকচাল, ষড়যন্ত্র, ইবলিশ
আসবে হাবিয়া দোজখ, প্রলোভন, প্ররোচনা, প্রপাগান্ডা,
দাজ্জাল-ইমাম মাহদী আসার পূর্বে
বাংলার 'বাবে লুতে' আমরাও অপেক্ষা করছি
প্রতিশ্রুত মসীহের

নতুন কবিতা লেখার আগে

খসরু পারভেজ

এই উলঙ্গ উদযাপন বেহুদা সার্কাস
দুচোখ ভরে দেখার চেয়ে ফিরে যাই, চলো

আমি ছিনালের মতো
শরীরের সবকিছু খুলে কীভাবে দেখাব আর
আমার পীঠে ঐতিহাসিক চাবুকের ক্ষত
সুপীড়িত সময়ও দেখো
কী অদ্ভুত পরে আছে ডোরাকাটা শার্ট
ক্ষতচিহ্ন ঢেকে রাখাই আনন্দ অনেক

ফিরে যাবো
ঘরহীন মানুষের মতো অনিশ্চিত অন্ধকারে
পায়ে রক্ত ঝরাতে ঝরাতে তবু ভালো

একটি নতুন কবিতা লেখার আগে
ওরা নিশ্চিত আমাকে অন্ধ করে দেবে

আয়না-ঘর

জেবুন্নেছা জোৎস্না

প্রতিবিম্বহীন আয়না ভাঙ্গছে ঝনঝন
গুমোট প্রকোষ্ঠে সূর্যের আলো পড়তেই
পারদের পাতালে, ত্রসরেণু বালুতে
গলগল বেরিয়ে আসছে একদল মানুষ!

সেইসব মানুষ যারা হঠাৎ একদিন
অদৃশ্য হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল....!
দিন, মাস গড়িয়ে বছর, যুগ যায়....
পরিবার অপেক্ষায়- তাঁরা ফেরেনি ঘরে!
টর্চারশেলে কারো শেষ গন্তব্য কবরে!

আয়নাঘরের ভ্যাপসা দেয়ালে লেখা
বন্দীর আর্তনাদ, স্বৈরাচারের প্রবাদ....
প্রতিটা দিনের দাগ যেন কাল ছুঁয়ে যায়
অনিশ্চিত জীবনের মহাকাল!
বিকট জেটের ঘড়ঘড় শব্দে এগজস্ট ফ্যান-
রাতদিন ঘূর্ণনে শুষে নেয় শোষকের অত্যাচার
জীবনরসের মর্মমূলের প্রগাঢ় আত্মনিনাদ-!
কেউ শুনিনি, কেউ জানিনি.... বেঁচে আছে ওরা....

শুধু ইলিয়াস আলী আজও ফেরেনি ঘরে....!

জুলাইয়ের গান

সায়ীদ আবুবকর

এ যেন উত্তাল সমুদ্রের বুকে আছড়ে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের পর ঢেউ;
এ যেন উত্তপ্ত কড়াইয়ের ভেতর টগবগ করে ফুটতে থাকা তেলের বলক;
এ যেন ঝড়ের রাতে মুহূর্তে মুহূর্তে বজ্রপাত আর ছুটতে থাকা বিদ্যুতের ফেউ,
যার তীব্র আলোকচ্ছটায় হতভম্ব হয়ে যায় চোখের পলক।

রাজপথে লক্ষ লক্ষ লোক; বন্দুকের নলের সামনে পেতে দেছে সব বক্ষ;
সিংহের মতো দাঁড়িয়েছে রুখে ফারহান, শাকিল ও আবু সাঈদের রক্তে ভেজা দেশ;
বেপরোয়া লক্ষ লক্ষ লোক, একটি হৃদয় এবং তাদের একটাই শুধু লক্ষ্য:
দূর হ, হে দুঃশাসন, হে শকুন, হে দজ্জাল, হে নির্লজ্জ রামেসেস!

আসুন ঐক্যবদ্ধ হই প্রতিবাদী হই

বদরুজ্জামান জামান

এইযে উত্তাল ছাত্র-জনতার ঢল ক্রমশ বাড়ছে রাজপথে
আগুন ধ্বংস গুলি রক্ত লাশ ক্রমশ বাড়ছে
পড়ার টেবিল প্রিয় শিক্ষাঙ্গন ছেড়ে বৈষম্যের বিরুদ্ধে
এ কেমন নেশায় ছাত্ররা আজ রাজপথে?
হায়নাদের ছুড়া কামান গুলির সামনে
তাদের প্রতিবাদের সটান বক্ষ
আর হাসিমুখে নিচ্ছে মৃত্যুসুখ,
চরম বিষণ্নতায় বিপন্ন হতে চলছে আমার দেশ।
ক্রমশ বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল
আর ধ্বংসযজ্ঞে রচিত হতে চলছে রক্তভেজা এক বধ্যভূমি।

কারফিউ অন্ধকার এ যেন হিংস্রতায় হায়েনাদের মিলন উল্লাস
ভয়ংকর কালো ছায়াচ্ছন্ন আজ
রক্তে কেনা আমার দেশ।

রাষ্ট্রের কাছে চাওয়া এ তো সংবিধিবদ্ধ অধিকার,
প্রতিবাদ প্রতিরোধ তাও তো সংবিধিবদ্ধ অধিকার,
অথচ আজ চাওয়া মানে রক্ত গুলি
প্রতিবাদ মানে লাশ লাশের সারি।

সব চাওয়া আর অধিকারের আবেদন শেষে
শাসন শোষণ বৈষম্য নিপীড়ন
আর রাষ্ট্রীয় গণহত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে আজ আমরাও দাঁড়ালাম
ছাত্র-জনতার এ জোয়ার রুখবার সাধ্য আছে কার?
হত্যাকারীদের কাছ থেকে হত্যার বিচারের আশ্বাস
মানে এক নির্লজ্জ উলঙ্গ উপহাস।

তবুও আজ এই পড়ন্ত বেলায় আহ্বান জানাই-
বন্ধ করো এই রক্তের হোলিখেলা,
বন্ধ করো এই গণহত্যা,
বন্ধ করো এই নিপীড়ন।

চলমান গণহত্যা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে যারা আজ দাঁড়িয়েছে
আর যারা এখনো দাঁড়াওনি আসো---
সঙ্ঘবদ্ধ হই, প্রতিবাদী হই হায়নাদের বিরুদ্ধে
প্রজন্মের জন্য এক বৈষম্যহীন সুন্দর দেশ গঠনে,
আমাদের মানচিত্রে শকুনের নখের আঁচড় রুখতে
স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ছাত্র-জনতা কাতারে
ঐক্যবদ্ধ হই প্রতিবাদী হই।

JACKSON HEIGHTS ELAKABSAHI SINCE: 2003 JHE

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস

১৫ আগস্ট ২০২৪, বৃহস্পতিবার

বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায়

দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ

স্থান: ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রিট (নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে), সময়: দুপুর ৪টা থেকে রাত ১০টা

সভাপতি	আহ্বায়ক	সদস্য সচিব	সাধারণ সম্পাদক
সাকিল মিয়া	মীর নিজামুল হক	মামুন মিয়াজী	মো. আলম নমি

যুগ্ম আহ্বায়ক: আলমগীর হোসেন, মিয়া মোঃ দুলাল, আব্দুল মালেক ও আব্দুল হামিদ, **পরিচালনায়: শাহ নেওয়াজ** যুগ্ম সদস্য সচিব: ডিউক খান ও মোঃ মাহবুব রহমান

তত্ত্বাবধানে: শাহ জে চৌধুরী **প্রধান সমন্বয়কারী: মইনুল ইসলাম** **প্রধান পৃষ্ঠপোষক: আসেফ বারী টুটুল**

চেয়ারম্যান: আশরাফ চৌধুরী খোকন **চেয়ারপারসন:** হারুন ভূঁইয়া, **কো-চেয়ারপারসন:** সাখাওয়াত বিশ্বাস

পৃষ্ঠপোষক: ফাহাদ সোলায়মান, নুরুল আজিম, তারেক হাসান খান, এটর্নি মঈন চৌধুরী, জেড আর চৌধুরী (লিটু), ও আহসান হাবিব

সহযোগিতায়: মঈনুল ইসলাম, শাহ জে চৌধুরী, বারী হোম কেয়ার, আশরাফুল আলম খোকন, ডেরা রেস্টুরেন্ট, মেসবাহ আবেদীন, শেখর কৃষ্ণ, ডা. ফেরদৌস খন্দকার, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, সি কে (অভি), মনসুর চৌধুরী, প্রিমিয়াম সুইটস, বেঙ্গল হোম কেয়ার, সারা হোম কেয়ার, রেজা রশীদ, মামা'স রেস্টুরেন্ট, নুরুল আমিন বাবু, নুরুজ্জামান সরদার, ফরহাদ রেজা, নিলুফা শিরিন, হাসান জিলানী, মোহাম্মদ আলী, মোঃ কে. ভূইয়া, গোলাম হাসান, রফিকুল ইসলাম, আক্তার ভূইয়া, আকতারুর রহমান মামুন, রনি, মোঃ কামরুজ্জামান, মোঃ জাহিদ মিয়া, মোঃ নাজের উদ্দিন, সাঈদ খান, রাজু আহমেদ, মফিজুর রহমান, জেবিবিএ, হাসান মাহমুদ সোহেল, মোঃ লুৎফুর রহমান চুন্নু, মোঃ আশরাফুল আজিজ, মোঃ জহিরুল ইসলাম, মোঃ আব্দুর রহিম ভূইয়া, মোঃ আবু তাহের, মোঃ আনোয়ার হোসেন (অনু), আহাদ ভূইয়া, ডা. তৌহিদ শিবলী ও গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার।

সার্বিক সহযোগিতায়: কবির চৌধুরী জসী, মোঃ মানিক বাবু, শেখ নোমান পলাশ, কামরুজ্জামান বকুল, আসাদুল ইসলাম আসাদ, মোঃ হাসনাত হাসান, শামস জনি, শাহীন চৌধুরী, আফতাব জনি, আকরাম হোসেন বিপ্লব, আলমগীর খান আলম, মোঃ সায়েম উল্লাহ, মুক্তা মিয়া, গোপাল সান্যাল, ওয়াসীম, নান্টু মিয়া, গনেশ কীর্তণীয়া, মোঃ রাদবি, শাহরিয়ার হোসেন, শোভন ও মতিন।

উপদেষ্টা পরিষদ: শাহ নেওয়াজ (প্রধান উপদেষ্টা), মো: মহিউদ্দিন দেওয়ান, রাশেদ আহমেদ, ইশতিয়াক রুমী, সিরাজুল হক কামাল, মহসিন ননী, কামরুজ্জামান কামরুল, প্রদীপ সাহা, কাজী শামসুদ্দোহা, মনসুর চৌধুরী, মোঃ পিয়ার, মোল্লা মাসুদ, রফিকুল আহমেদ, ইকতারুজ্জামান রতন, মোঃ কবির রতন, বিদ্যুৎ দাস, জে মোল্লা সানি, এলিন রহমান, দেবাশীষ দাস বব, শফিউদ্দিন মিয়া, শাহাদাৎ হোসেন।

ফটোগ্রাফি: নিহার সিদ্দিকী

আয়োজনে-

জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকার যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার খ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিসিয়াম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized IRS e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member: naea NYSSCPA

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

হাসিনার পতনে গণঅভ্যুত্থানে ভূমিকা রেখেছে যেসব কারণ

(শেষ পাতার পর) ১৫ বছরের টানা শাসন অবসানের দিকে নিয়ে গেছে। সেদিন হাইকোর্টের সেই আদেশটি অনেক পত্রিকায় তেমন গুরুত্বও পায়নি। কিন্তু পরবর্তী পাঁচ সপ্তাহের মাথায় সেই বিক্ষোভের জেরে এক সময় ১৬ বছর ধরে কঠোরভাবে বিরোধী দলকে দমন করে একটানা ক্ষমতায় থাকা শেখ হাসিনাকে গোপনে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে হয়। আন্দোলনটি শুরুতে ছাত্রদের কোটা সংস্কার কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এর সাথে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার, নানা বয়সের লাখো মানুষ অংশ নিতে শুরু করে।

লেখক মহিউদ্দিন আহমেদ যাকে 'গণবিদ্রোহ' বলে বর্ণনা করছেন। তিনি বলছেন, "শেষ পর্যন্ত এটা শুধু কোটা আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। একপর্যায়ে দেশের সব স্তরের মানুষ আন্দোলনে অংশ নিয়েছে, বা সমর্থন দিয়েছে"।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মনে করেন, দীর্ঘদিন ধরে মানুষের মধ্যে নানা কারণে ক্ষোভ জমছিল। সেই ক্ষোভ বেরিয়ে আসার জন্য মানুষ একটা সুযোগ খুঁজছিল। 'কোটা সংস্কার আন্দোলনটা তাদের একটা সুযোগ এনে দিয়েছিল। তারা সেই আন্দোলনকে ঘিরে নিজেদের ক্ষোভ, এতদিনের চাপা বেদনার প্রকাশ ঘটিয়েছে'- বলছিলেন মি. চৌধুরী।

বিশ্লেষকদের অনেকেই মনে করেন, ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর আওয়ামী লীগ যে বিপর্যয়কর অবস্থায় পড়েছিল, প্রায় ৫০ বছরের মাথায় দলটি আবার সেই একই অবস্থায় পড়েছে। কিন্তু পুরো পরিস্থিতি কীভাবে এবং কেন এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছালো, যাতে বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়া দলটির বিরুদ্ধে এভাবে রাজপথে নেমে আসলো? কেন ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে থাকা শেখ হাসিনাকে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে হলো?

দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশ আসনে জিতে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। এরপর থেকে আর দলটি ক্ষমতা থেকে বের হতে চায়নি। একতরফা বা জালিয়াতির নির্বাচন, বিরোধীদের ও বিরুদ্ধমত দমন, অনিয়ম আর দুর্নীতি, আমলা আর প্রশাসনের ওপর নির্ভর করে দলটির টিকে থাকা এই পতনের পেছনে মূল কয়েকটি কারণ হিসেবে উঠে আসছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, 'এই ১৫ বছরে বেশিরভাগ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ ধ্বংস করে দিয়েছিল। এসব প্রতিষ্ঠান সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও তারা নিজেরা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের যে ক্ষমতার ভিত্তি, তার কোনটাই টেকসই ছিল না। কারণ তারা জনগণ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন।' 'ফলে মানুষের একটা ক্যাটালিস্ট বা স্ফুলিংগের দরকার ছিল। সেটাই শিক্ষার্থীদের আন্দোলন দিয়ে শুরু হয়েছে'- তিনি বলছেন।

ফলে সরকার বিরোধী একটা আন্দোলন যখন জোরালো হয়ে ওঠে, সেই আন্দোলন ঘিরেও মানুষের ক্ষোভের জন্ম হয়, তখন সেনাবাহিনী, কারফিউ বা পুলিশের পরোয়ানা না করে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার হাজার হাজার মানুষ গণভবনের উদ্দেশ্যে পথে নেমে এসেছিলেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমেদ বলছেন, '১৫ বছরের একটা পুঞ্জিভূত ক্ষোভ, জিনিসপত্রের দাম, গণপরিবহনের অব্যবস্থাপনা, লুটপাট, ব্যাংকিংয়ের অনিয়ম সব কিছু নিয়ে ক্ষুব্ধ মানুষ কোটা আন্দোলনের একটা উপলক্ষ্য করে একটা পরিবর্তনের আশায় নেমে এসেছে।' সেই আন্দোলনে অংশ নেয়া তাহমিনা আক্তার বলেছিলেন, 'আমার সরকারি চাকরির দরকার নেই, চাকরির আবেদন করার মতো বয়সও নেই। কিন্তু আমাদের সাথে যে মিথ্যাচার করা হচ্ছে, নির্যাতন করা হচ্ছে, আমাদের যে ভয়ভীতির মধ্যে রাখা হচ্ছে, সেটার অবসান চাই। সেটার জন্যই আজ আমি পথে নেমে এসেছি।' গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকারকে উৎখাতের পেছনে আরো কিছু কারণ দেখছেন বিশ্লেষকরা।

ভোটের আর মতপ্রকাশের অধিকার

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় একটি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসলেও পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ বাস্তবে কার্যত একটি 'একনায়কতান্ত্রিক' সরকারে পরিণত হয়েছিল। ২০০৮ সালের পর বাংলাদেশে বাস্তবিক অর্থে আর কোন সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি। এই সময়ে অনুষ্ঠিত তিনটি জাতীয় নির্বাচনের দুইটি হয়েছে অনেকটা একতরফা নির্বাচন।

২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপিসহ অন্য রাজনৈতিক দলগুলো অংশ নিলেও সেখানে ব্যাপক কারচুপি ও অনিয়মের অভিযোগ ছিল, যে নির্বাচনকে 'রাতের নির্বাচন' বলেও অনেকে বর্ণনা করেন।

এমনকি স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে আওয়ামী লীগ প্রভাব বিস্তার করেছে। সেসব নির্বাচনও বেশিরভাগ সময় একতরফা হয়েছে। যেখানে বিএনপি বা অন্য রাজনৈতিক দল অংশ নিয়েছে, সেখানেই অনিয়ম বা কারচুপির অভিযোগ উঠেছে। ফলে গত ১৫ বছরে মানুষ আসলে ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি বেছে নেয়ার বা মতামত জানানোর কোন অধিকার পায়নি।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, "আওয়ামী লীগ যেটা করেছে, জোরজবরদস্তি করে একটা কতৃত্ববাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করলো। জনগণের কোন রায় তারা নেয়নি। ফলে জনগণের সমর্থনও ছিল না তাদের পেছনে। প্রশাসনকে ব্যবহার করে জবরদস্তি করে ভুয়া নির্বাচন করে তারা ক্ষমতায় ছিল।"

এসব দলের কেন্দ্রীয় নেতাসহ শত শত নেতাকর্মীকে গুম করা হয়েছে, মামলা বা সাজা দিয়ে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে। অনেক নেতাকর্মীকে ধরে নিয়ে বছরের পর বছর ধরে আটকে রাখা হয়েছে।

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, 'যে দেশটা স্বাধীন হয়েছে মানুষের ভোটের অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে, সেই দেশে দীর্ঘ ১৫ বছরে মানুষের ভোটের অধিকার হরণ করা হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বাকস্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ।' তাকে জিইয়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের আইন, নজরদারি করার মাধ্যমে।'

বাংলাদেশে গত ১৫ বছরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পুলিশের অনুমতি ছাড়া বিরোধী দল বিএনপিকে সভা সমাবেশও করতে দেয়া হয়নি।

মানবাধিকার হরণ ও ভয়ের সংস্কৃতি

আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অনেক অভিযোগ করেছে মানবাধিকার সংস্থাগুলো। এ বছরের শুরুতেই জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান ভলকার তুর্ক অভিযোগ করেছিলেন যে, মানবাধিকার ইস্যুতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ঝুঁকিতে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নয়, বিরোধী গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বিরুদ্ধ মত দমন করা হয়েছে কঠোর হাতে। বিরোধী গণমাধ্যম বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, দখল নেয়া হয়েছে অথবা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হয়েছে।

বাংলাদেশে গত বহু বছর ধরে সামাজিক মাধ্যমেও শেখ হাসিনা বা শেখ মুজিব বিরোধী বক্তব্য পোস্ট করার জের ধরে মামলা হয়েছে, গ্রেফতার করা হয়েছে। এই দমনের জন্য ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট, সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টের মতো আইন করা হয়েছে। সরকার বিরোধী বক্তব্য দেয়ার জের ধরে মাসের পর মাস ধরে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে, জামিন আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী যেমন বলছিলেন 'তারা একটা ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করেছি। সাইবার সিকিউরিটির ভয় দেখানো, মিথ্যা মামলা দেয়া- মানুষজন একটা ভয়ের মধ্যে ছিল।'

বিশ্লেষকদের অনেকেই মনে করেন, শেখ হাসিনার সরকার ও পুলিশ বাহিনী মিলে পুরো দেশকে একটা 'মাফিয়া স্টেট' তৈরি করেছিল। আর এসবের জন্য সবসময়েই সরকারি প্রশাসন যন্ত্র, পুলিশ, র‍্যাব ও গোয়েন্দা বাহিনী এমনকি বিচার বিভাগকে ব্যবহার করা হয়েছে। যেসব মামলায় গত ১৬ বছরে জামিন হয়নি, সরকার পরিবর্তনের পর এক রাতের মধ্যে সেসব মামলায় জামিনে মুক্তি পেয়েছেন এসব রাজনৈতিক দলের শত শত কর্মী। জামিন দেয়ার সময় বিচারক মন্তব্য করেছেন, 'অনেক কথা আছে যা আমরা বলতে পারি না।'

বছরের পর বছর বিরোধীদের ধরে নিয়ে হয় গুম করে দেয়া হয়েছে না হলে আটকে রাখা হয়েছে। সরকার পরিবর্তনের পর এরকম কয়েকজন ব্যক্তি মুক্তিও পেয়েছেন, যাদের আট বছরের বেশি সময় ধরে কোন অভিযোগ ছাড়াই গোপনে আটকে রাখা হয়েছিল। ফলে মানুষ যে রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি, ভয়ভীতির মধ্য দিয়ে সময় পার করেছে, তা থেকে মুক্তি পেতেই গণআন্দোলনে সবাই নেমে এসেছে বলে বিশ্লেষকরা বলছেন।

'মানুষের মধ্যে দিনে দিনে সরকারের প্রতি বা আওয়ামী লীগের প্রতি ক্ষোভ দানা বেধেছে। ফলে তাদের একটা উপলক্ষ্য দরকার ছিল রুখে দাড়ানোর'- বলছিলেন ড. ইফতেখারুজ্জামান।

পুলিশ ও প্রশাসন নির্ভর একটি দল

বিভিন্ন দেশের ইতিহাসেও দেখা গেছে, জোর করে ক্ষমতায় থাকা দল বা রাজনৈতিক ব্যক্তিরা এক সময় আমলা, প্রশাসন বা পুলিশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি বলে বিশ্লেষকরা বলছেন। তাদের মতে, টানা বহুদিন ধরে ক্ষমতায় থাকার ফলে এক সময়ের মাঠের রাজনৈতিক দল হলেও দলটির নেতা-কর্মীরা জনগণের কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল দলটি। বিশেষ করে দলটি পুরোপুরি প্রশাসন ও আমলানির্ভর হয়ে উঠেছিল। দলের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব নেতাদের পদ দেয়া হতো, অভিযোগ রয়েছে যোগ্যতার বদলে বরং স্বজনপ্রীতি বা অর্থের বিনিময়ে এসব পদ দেয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক পদ বা নির্বাচনের ক্ষেত্রে এমন অনেক ব্যক্তিকে সুযোগ দেয়া হয়েছে যাদের অতীতে রাজনীতির সাথে কোন সংস্রব ছিল না। তাদের অনেকেই এসব পদকে নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার করেছে। সাংবাদিকসহ পেশাজীবী বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে এমনভাবে দলীয় বিস্তার ঘটানো হয়েছে যাতে ওই প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের আসল বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে।

রাজনৈতিক ভাষ্যকার মহিউদ্দিন আহমেদ বলছেন, 'গত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র শক্তি ব্যবহার করতে করতে তাদের দলটাকে দুর্বল করে ফেলেছিলেন। অযোগ্য, অদক্ষ ব্যক্তিদের দলের শীর্ষ পদে বসানো হয়েছে। ফলে তাদের সব কিছু ছিল, কিন্তু দলটাকে খুঁজে পাওয়া গেলো না।'

"প্রতিটি গ্রামেগঞ্জে ছাত্রলীগ, যুবলীগের নামে, আওয়ামী লীগের নামে তাদের নেতাকর্মীরা যা করেছে, তাতে মানুষের ক্ষোভ জমতে জমতে এমন একটা অবস্থায় গেছে, এবার শুধু সেটার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। গুলিতে যখন অনেক মানুষ মারা গেছে, তখন তাদের গুলিতে মৃত্যুর ভয়ও চলে গেছে," তিনি বলছেন।

শুধু সাধারণ মানুষ নয়, যেসব বাহিনীর ওপর নির্ভর করে সরকার ক্ষমতায় টিকে ছিল, সেইসব বাহিনীর মধ্যেও অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। তাদের শীর্ষ পদগুলো থাকা ব্যক্তিরা যেমন এসব ব্যবহার করে ইচ্ছেমতো বাহিনী পরিচালনা করেছেন, আইন বা নিয়মের ধার ধারেননি। তেমনি দুর্নীতির করে সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে অনেকের বিরুদ্ধে।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলছেন, 'তাদের একটা ক্ষমতার দম্ভ *(বাকি অংশ ২৭ এর পতায়)*

বড় গোনাহ ত্যাগ করুন, ছোট গোনাহ মাফ হবে

(শেষ পাতার পর) করেছেন ন্যায় সংগতভাবে ছাড়া তাকে ধ্বংস করো না। তিনি তোমাদের এ বিষয়গুলোর নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা ভেবে-চিন্তে কাজ করবে।"(সুরা আন'আম:১৫১) আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আল্লাহ ন্যায়-নীতি, পরোপকার ও আত্মীয়-স্বজনদের দান করার হুকুম দেন এবং অশ্লীল-নির্লজ্জতা ও দুস্কৃতি এবং অত্যাচার-বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করতে পারো।"(সুরা নাহল:৯০) আল্লাহ তা'আলা বলেন,"যারা বড় বড় গোনাহ এবং প্রকাশ্য ও সর্বজনবিদিত অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে-তবে ছোট-খাট ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া ভিন্ন কথা।নিশ্চয়ই তোমার রবের ক্ষমাশীলতা অনেক ব্যাপক।" (সুরা নাজম:৩২) আল্লাহ তা'আলা বলেন,"যা-ই তোমাদের দেয়া হয়েছে তা কেবল দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপকরণ মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা যেমন উত্তম তেমনি চিরস্থায়ী তা সেই সব লোকের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং তাঁর উপর নির্ভর করে। যারা বড় বড় গোনাহ এবং লজ্জাহীনতার কাজ থেকে বিরত থাকে এবং ক্রোধ উৎপত্তি হলে ক্ষমা করে।"(সুরা শূরা:৩৬-৩৭)

এই আয়াতগুলো আলোকে কয়েকটি বড় গোনাহ চিহ্নিত করা হলো:

এক, আল্লাহর সত্তায়, গুণাবলী ও অধিকারে শিরক করা: সবচেয়ে বড় গোনাহ ও পথভ্রষ্টতা হচ্ছে, আল্লাহর সত্তায়, তাঁর গুণাবলীতে, তাঁর ক্ষমতা-ইখতিয়ারের বা তাঁর অধিকারের কোন কোন ক্ষেত্রে কাউকে শরীক করা। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এই তিন প্রকারের শিরকই প্রচলিত রয়েছে। (ক) আল্লাহর সত্তায় শিরক করা। আল্লাহর সত্তায় শরীক করার অর্থ হচ্ছে, ইলাহী সত্তার মৌল উপাদানে কাউকে অংশীদার করা। যেমন খ্রষ্টানদের ত্রিত্ববাদের আকীদা, তৎকালীন আরব মুশরিকদের ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা গণ্য করা এবং অন্যান্য মুশরিকদের নিজেদের দেবদেবীদেরকে এবং রাজ পরিবারগুলোকে আল্লাহর বংশধর বা দেবজ ব্যক্তিবর্গ হিসেবে গণ্য করা-এসবগুলোই আল্লাহর সত্তায় শরীক করার অন্তর্ভূক্ত। (খ) আল্লাহর গুণাবলীতে শরিক করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর গুণাবলী আল্লাহর জন্য যে অবস্থায় থাকে ঠিক তেমনি অবস্থায় সেগুলোকে বা তার কোনটিকে অন্য কারোর জন্য নির্ধারিত করা। যেমন কারোর সম্পর্কে এ ধারণা পোষন করা যে,সমস্ত অদৃশ্য সত্য তার কাছে দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট। অথবা সে সবকিছু দেখেও সবকিছু শোনে। অথবা সে সবরকমের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা মুক্ত একটি সত্তা। (গ) ক্ষমতা-ইখতিয়ারের ক্ষেত্রে শিরক করার অর্থ হচ্ছে, সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন ইলাহ হবার কারণে যে সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত সেগুলোকে বা সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটিকে আল্লাহ ছাড়া আর কারোর জন্য স্বীকার করে নেয়া। যেমন অতিপ্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কাউকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্থ করা, কারোর অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণ করা, কাউকে সাহায্য করা, কারোর হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, কারো প্রার্থনা শোনা, ভাগ্য ভাঙ্গাগড়া করা। এ ছাড়া হারাম-হালাল ও জায়েজ-নাজায়েজের সীমানা নির্ধারণ করা এবং মানব জীবনের জন্য আইন-বিধান রচনা করা। এ সবই আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতা ও ইখতিয়ার। এর মধ্য থেকে কোন একটিকেই আল্লাহ ছাড়া আর কারোর জন্য স্বীকার করা শিরক। (ঘ) অধিকারের ক্ষেত্রে শিরক করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ হবার কারণে বান্দাদের ওপর আল্লাহ বিশেষ অধিকার রয়েছে। সে অধিকারসমূহ বা তার মধ্য থেকে কোন একটি অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারোর জন্য মেনে নেয়া। যেমন রুকু ও সিজদা করা, বুকে হাত বেঁধে বা হাত জোড় করে দাঁড়ানো, সালামী দেয়া ও আস্তানায় চুম্বন করা, নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা শ্রেষ্টত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ নযরানা ও কুরবানী পেশ করা, প্রয়োজন পূরণ ও সংকট দূর করার জন্য মানত করা, বিপদ-আপদে সাহায্যের জন্য দু'আ করা এবং এভাবে সম্মান ও মর্যাদা দান করার জন্য অন্যান্য যাবতীয় পদ্ধতি একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত অধিকার। অনুরূপভাবে কাউকে এমন প্রিয় জ্ঞান করা যে, তার প্রতি ভালবাসার মোকাবেলায় অন্য সমস্ত ভালবাসাকে উৎসর্গ করে দেয়া হয় এবং কাউকে এমন ভয় করা যে, গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় তার অসন্তোষকে ভীতির নজরে দেখা-এসব একমাত্র আল্লাহর অধিকার। আল্লাহর শর্তহীন আনুগত্য করা, তাঁর নির্দেশকে ভুল ও নির্ভুলের মানদণ্ড মনে করা এবং এমন কোন আনুগত্যের শৃংখলমুক্ত একটি স্বতন্ত্র আনুগত্য এবং যার নির্দেশের পেছনে আল্লাহর নির্দেশের সনদ নেই-এসবও আল্লাহর অধিকার। এ অধিকারগুলোর মধ্য থেকে যে কোন একটি অধিকারও কাউকে দেয়া হলে, তাকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট নামগুলোর মধ্য থেকে কোন একটির নাম নাম না দিলেও তাকে আল্লাহর সাথে শরীক করা হবে।

দুই, ফাহেশা কাজ করা। আরবীতে ফাহেশা শব্দটি এমন সব কাজে ব্যবহার করা হয় যেগুলো সুস্পষ্ট জঘন্য খারাপ কাজ হিসেবে পরিচিত। আল কুরআনে যিনা-ব্যভিচার, সমকাম, উলংগতা, মিথ্যা দোষারোপ এবং পিতার বিবাহিত স্ত্রীকে বিয়ে করাকে ফাহেশা কাজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হাদীসে চুরি ও মদ্যপানের সাথে সাথে ভিক্ষাবৃত্তিকেও ফাহেশ ও অশ্লীল কাজের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য সমস্ত নির্লজ্জতার কাজও ফাহেশের অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর ঘোষনা হচ্ছে এ ধরনের কাজ প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনভাবেই করা যাবে না। ব্যভিচার-যিনা তার বিভিন্ন পর্যায় চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ডেকে আনে। তাই এটি একটি বড় গোনাহ। এগুলোর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের অবস্থার দিক থেকে গোনাহের ব্যাপারে একটি অন্যটির চাইতে বেশী কঠিণ গোনাহ।

যেমন: বিবাহিত মহিলার সাথে যিনা করা অবিবাহিত মেয়ের সাথে যিনা করার তুলানায় অনেক বেশী দুষনীয়। প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা অপ্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করার তুলনায় বেশী খারাপ। মাহরাম মহিলার সাথে যিনা করা অন্য অনাত্মীয় মহিলার সাথে যিনা করা তুলনায় অনেক বেশী পাপ। অন্য কোন জায়গায় যিনা করার তুলনায় মসজিদে যিনা করা বেশী গোনাহ। এই দৃষ্টান্তগুলোতে একই কাজের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে গোনাহ হবার দিক দিয়ে পর্যায়ের পার্থক্য সূচিত হয়েছে।

তিন, অন্যায় হত্যাকান্ড: আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের প্রাণকে হারাম ও মর্যাদা সম্পন্ন ঘোষনা করা হয়েছে। তাকে ন্যায় ও সত্যের খাতিরে ছাড়া কোনক্রমেই ধ্বংস করা যাবে না। কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা বড় গোনাহের অন্তর্ভুক্ত।

চার, পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার করা: পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। আদব, সম্মান, আনুগত্য, সন্তুষ্টি বিধান, সেবা সবকিছুই সদ্ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। আল কুরআনের সর্বত্র পিতা-মাতার এ অধিকারকে তাওহীদের বিধানের পরপরই বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর পর বান্দার অধিকারের দিক দিয়ে মানুষের ওপর তার পিতা-মাতার অধিকার সর্বাগ্র গণ্য। অধিকারের বিষয়টি ব্যাপক। কারো অধিকার হরণ করা। সে অধিকার আল্লাহর হতে পারে, যা উপড়ে এক নং এর 'ঘ' বর্ণনা করা হয়েছে। সেই অধিকার পিতা-মাতার, অন্য মানুষের বা হরণকারীর নিজেরও হতে পারে। তারপর যার অধিকার যতবেশী হবে তার অধিকার হরণও ঠিক তত বেশী বড় গোনাহ হবে। এ জন্য গোনাহকে 'জুলুম'ও বলা হয়। আর এ জন্য কুরআনে শিরককে বড় জুলুম বলা হয়েছে।

পাঁচ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ইসলামে বড় গোনাহ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যে সমস্ত সম্পর্কের সুস্থতা ও বলিষ্ঠতার ওপর মানব জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করে সেগুলো বিকৃত ও ছিন্ন করা। যে সম্পর্ক যতবেশী গুরুত্বপূর্ণ, যা ছিন্ন করলে শান্তি ও নিরাপত্তার যতবেশী ক্ষতি হয় এবং যার ব্যাপারে যত বেশী নিরাপত্তার আশা করা যেতে পারে, তাকে ছিন্ন করা কেটে ফেলা ও নষ্ট করার গোনাহ তত বেশী বড় হয়। আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আত্মীয়তার সম্পর্কে বজায় রাখার গুরুত্ব খুব বেশী করে বিবৃত হয়েছে।

ছয়,আল্লাহকে ভয় না করা: উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো মূলত: আল্লাহকে ভয় না করার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহকে ভয় না করা এবং আল্লাহর মোকাবেবলায় আত্মম্ভরিতা করা, এর ফলে মানুষ আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের পরোয়া করে না। তাঁর নাফরমানি করার করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করেই এমন কাজ করে যা করতে তিনি নিষেধ করেছেন এবং জেনে বুঝে এমন কাজ থেকে বিরত থাকে যা করার জন্য তিনি হুকুম দিয়েছেন। এই নাফরমানি যে পরিমাণ নির্লজ্জতা, অহমিকা, দু:সাহসের মনোভাব সমৃদ্ধ হবে গোনাহটিও ঠিক সেই পর্যায়ের কঠিন ও মারাত্মক হবে। এই অর্থের প্রেক্ষিতেই গোনাহের জন্য 'ফিসক'(ফাসেকী) ও 'মাসিয়াত' শব্দ ব্যবহার করা হয়।

এই সব বড় বড় গোনাহ থেকে যারা দূরে থাকে তাদের ছোট ছোট গোনাহগুলো আল্লাহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ সংকীর্ণমনা নন এবং সংকীর্ণ দৃষ্টির অধিকারী নন। ছোটখাটো ভুল-ভ্রান্তি ধরে তিনি বান্দাকে শাস্তি দেন না। কারো আমলনামায় যদি বড় বড় অপরাধ না থাকে তাহলে ছোটখাটো অপরাধগুলোকে আল্লাহ তা'আলা উপেক্ষা করবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আনবেন না। তবে কেউ যদি বড় বড় অপরাধ করে থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে মামলা চালানো হবে এবং তাতে ছোটোখাটো অপরাধগুলোও ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য হবে এবং সে জন্য পাকড়াও করা হবে।

সুতরাং শুরুতে উল্লেখিত আয়াতগুলোর আলোকে নিজেকে বড় বড় গোনাহ থেকে দূরে রাখুন, তাহলে ছোটোখাটো গোনাহগুলো মহান দয়ালু আল্লাহ মাফ করে দিবেন। বিচারের দিবসে তিনি এগুলো উপেক্ষা করে যাবেন।

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!

এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ

সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates | السعودية SAUDIA | الاتحاد ETIHAD | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY
25th Anniversary
1990 2015

KAKATUA AGENCY

Authorised IRS e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগঃ
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA
KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates

ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন,
হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial

Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

Program	Details
SAT	8 Weeks Course 4 Hours Each Class Total 32 Classes (4 days/week) Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm
SHSAT	8 Weeks Course 5 days/week Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm
COMMON CORE MATH & ENGLISH	1st Grade to 6th Grade 8 weeks course 3 Hrs./day, 4 days/week Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education Is Our Priority!

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

আবশ্যক

আবশ্যকঃ ব্রঙ্কস এ অবস্থিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের জন্য একজন অভিজ্ঞ কারী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৩২-১৫১৯।

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (ডাবৎ হরমযঃ) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন-৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন: southeasternmgm@gmail.com

আবশ্যকঃ এস্টোরিয়াতে অবস্থিত মেডিকেল অফিসের জন্য অভিজ্ঞ রিসেপশনিষ্ট আবশ্যক। যোগাযোগ করুন: ৭১৮-৯৫৬-৩১০০, southeasternmgm@gmail.com

আবশ্যকঃ এস্টোরিয়াতে অবস্থিত একটি মেডিকেল অফিসে নিম্নোক্ত পদে একজন MRI Technician আবশ্যক। প্রার্থীকে Toshiba Opart মেশিন চালানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। উপযুক্ত প্রার্থীকে উচ্চ বেতন দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৭১৮-৯৫৬-৩১০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন : southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাইঃ

Handsome young bengali 30 (5'10") (Foundation of project management.) Looking for a young Hindu u.s citizen girl for marriage. Send current photo and information at :516-697-5975

পাত্র চাই ডিভোর্স : আমেরিকার সিটিজেন, BSc ইঞ্জিনিয়ার BUET, MSc ইঞ্জিনিয়ার। আমেরিকায় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকুরিরত, (৩১-৫'৩") শর্ট ডিভোর্স ফর্সা, সুন্দরী সুন্দরী পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। +8801644971287 (WhatsApp+Viber) biyerkhon@gmail com

রুমমেট

রুমমেট আবশ্যক : নিউইয়র্ক সিটির ইস্ট এলমাস্টের নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্টিটের উপরে এক তলায় এবং দ্বি-তলায় রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

রুমমেটঃ এ মাস থেকে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। এলমহার্স্ট সাবওয়ে সাথে। একজন মেয়ের সাথে শেয়ারে থাকার জন্য। একজন মেয়ে বা মহিলা আবশ্যক। ৪২-২৫, লেটন স্ট্রীট। ৯২৯-৪০১-৯৫০১.

রুমমেট আবশ্যকঃ ৯০ স্ট্রীট ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ অধূমপায়ী একজন হিন্দু রুমমেট আবশ্যক। জুলাই শেষ থেকে ভাড়ার যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৩২-৮১৫৫.

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ে স্ট্রীট এম, আর ট্রেনের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৭১৮-৭৭২-৪৮৭৯.

রুমমেটঃ জ্যামাইকায় জুলাই মাস থেকে একজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৯৭-৮৯৭৮.

রুমমেটঃ জ্যাকসন হাইটস প্রাইম লোকেশন ৭৩ স্ট্রীট ৩৫ এভিনিউ, (আপনা বাজারের সামনেই) এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ কর্মজীবী পুরুষ ১জন, জুলাই মাস থেকে (বিল সহ ৫৬০ ডলার) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬ ৬৬৭ ৯০২০

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। জ্যাকসন হাইটস এলাকায় সাবওয়ের নিকটে মনোরম পরিবেশ জুলাই থেকে রুমমেট আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৪৫- ৯৩২৪.

রুমমেটঃ রুমমেট চাই। জ্যাকসন হাইটস/ সানিসাইডের সাবওয়ের সন্নিকটে ব্যাচেলারদের সাথে থাকার জন্য অধূমপায়ী, মদ্যপ নহে পরিচ্ছন্ন রুমমেট চাই। ৯২৯-৩২৮-৭০৭৯, ৬৪৬-৯৪৪-২২১২.

রুম ভাড়াঃ ১লা জুলাই হতে জ্যাকসন হাইটস এলমহার্স্ট হসপিটাল, এম ও আর সাবওয়ের সাথে একটি বড় বেডরুম সাবলেট দেয়া হবে। (স্বামী- স্ত্রী/ ছাত্রীর) কাছে। যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৯৬-৭৬৮১, ৪৭৫-২০৯-০৩৯৪.

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

৯৩-২৮ ১৯৭ স্ট্রীট, জ্যামাইকা, হলিস, নিউইয়র্ক-১১৪২৩ বেসমেন্ট -এ ১ বেড, ১ বাথ, লিভিং, ডাইনিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। ফোনঃ ৯১৭-৪৪৬-৮২৮৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে, ১লা আগষ্ট থেকে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: **917 863-9002.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ

নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে। Right by the J, Z train line at Cleveland ST. Also close to A, C train line at Van Siclen Aav. যোগাযোগ : **917-495-1391 917-495-3908.**

বাসা ভাড়া

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ১৭১-১২, ৮৪ রোড, পিএস ১৩১ স্কুলের পাশে দুই বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট আগামী ১ সেপ্টেম্বর মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। (কিউ৩০, কিউ-৩১ বাস স্টপের নিকটে)। যোগাযোগঃ **347-257-8681, 347-475-2293.**

বাসা ভাড়াঃ

কুইন্সের জ্যামাইকায় ২ বেড ১বাথ এবং ২ বেড ২ ব্যাথরুমের ২ টি বাসা অগাস্ট/সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগঃ রনজিত সাহা । ৩৪৭- ২৩৫-৭৩২২ (9am-11pm)

বাসা ভাড়াঃ

বাসা ভাড়া হবে। ৩২ ১৭, ৭২ স্ট্রীট, ১ম তলা, ইস্ট এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক-১১৩৭০ এ দুই বেডরুম এর বাসা ভাড়া হবে জুলাই থেকে। ভাড়া ২৬০০ ডলার। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯৩৫-৫৯২৫.

বাসা ভাড়াঃ

August 1 তারিখ থেকে 82 Weldon st BROOKLYN NY 11208. ১ বেডরুম,লিভিং রুম,কিচেন ও এটিকসহ ভাড়া যাবে, বাসা EU CLID ট্রেন স্টেশন (A, C, J and Z) এবং বায়তুল মামুর মসজিদের পাশেই। যোগাযোগঃ +১ (৬৪৬) ৩৯২-৬৫৮০.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার মান্নান গ্রোসারী ই ট্রেন হি লসাইড এবং টিলি পার্কের সন্নিকটে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫ ৪৮৪৬.

এপার্টমেন্ট ভাড়াঃ

উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ৩ বেডরুম, লিভিং এবং এক বাথরুম। যোগাযোগঃ সৌরভ: ৯২৯-৩৬৪-৬১৭৪, ৭১৮-২০৫-৯৬৩৬.

banglapatrikausa@gmail.com
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

পাত্র চাই

23 Years US Citizen পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ। শুধুমাত্র USA তে বসবাসরত পাত্র যোগাযোগ করুন।

Tel: 917 312 6943

স্টুডিও ভাড়াঃ

একটি স্টুডিও ভাড়া হবে। ১লা আগস্ট থেকে। মাত্র ২ মাসের জন্য। ৩৪ এভিনিউ এবং ৭৩ স্ট্রীট-এ। 347-345-5243, 347-653-0632.

সেমিবেজমেন্ট ভাড়া :

কুইন্সের উডসাইডে (৩১-১২, ৬০ স্ট্রিট) দুই বেডরুম, ইট-ইন কিচেন, বাথরুম (স্ট্যান্ডিং শাওয়ার)সহ একটি সেমিবেজমেন্ট আগামী পহেলা আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৬১৭-৪৯১৯।

বাসা ভাড়াঃ

২৪৫ স্ট্রীট বেলরোজ কুইন্স এ সেমিবেসমেন্টে এক বেডরুমের বাসা (লিভিং / ডাইনিং, কিচেন) এবং প্রথম তলায় একটি সিঙ্গেল রুম ভাড়া হবে পহেলা আগস্ট হতে। LIRR 3 minutes walk. Parking available. Ph: 917-605-9315.

Apartment for rent:

2 bedrooms 1st floor or 3 bedrooms 2nd Floor with living room at 143 Street and 84th Drive, Briarwood, Walking distance to E/F train. Good Credit and income re quired. Contact 646 389-8259.

Help wanted:

GRAPHICS DESIGN WANTED. Need Experiences with Photoshop / Illustrator. We do payroll if you have work authorizing papers. Send resumes e-mail: mkamal951@gmail.com, Cell: 646-945- 6794. Al Print and Computer Center 17020A Hillside Ave NY 11432.

আপনার প্রয়োজনে ব্যবসার জন্য এখনি লোন নিতে পারেন
GET THE MONEY YOU NEED FOR YOUR BUSINESS NOW

OM Advance
Quick Money in Advance

- Quick and Easy
- No Credit Check
- No hidden Fee
- $4,000-$100,000
- 90% Approved in 24 hours

Special Promotion Start From$49 Only a day

For More Info Call Now
MOHAMMAD: 516-990-4408
khanm@qmadvance.com
Executive Office Center 61-43 186th St. Fresh Meadows, NY 11365

Mohammad

হাসিনার পতনে গণঅভ্যুত্থানে ভূমিকা রেখেছে যেসব কারণ

(২২ এর পাতার পর) তৈরি হয়েছিল। তারা মনে করেছিল, ১৫ বছর চলে গেছে। আরো ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকবে। জবাবদিহিতার কোন দায় তাদের তৈরি হয়নি। তারা মনে করেছে, যা করেছে, সব ঠিক করেছে।'

পরিবারে আওয়ামী লীগের পূর্ব ইতিহাস আছে অথবা সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে, এমন ব্যক্তিদের শীর্ষ বা গুরুত্বপদে বসানো হয়েছে। রাজনৈতিক আনুগত্য বিবেচনায় থানার ওসি থেকে শুরু করে কমিশনার পর্যন্ত নিয়োগ হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও দলীয় সম্পৃক্ততার অভাবে অনেক কর্মকর্তা অবহেলিত থেকেছেন। এসব কারণে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর অনেকের মধ্যে আওয়ামী লীগের বিরোধী একটি মনোভাব তৈরি হয়েছিল।

শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর পুলিশের অধস্তন কর্মকর্তাদের একটি বিজ্ঞপ্তিতে যেমন দাবি করা হয়েছে, 'রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কাজে ব্যবহার করেছেন। বাধ্য হয়ে তাদের সেসব নির্দেশ মানতে হয়েছে।'

লেখক মহিউদ্দিন আহমেদ যেমন বলছেন, 'রাষ্ট্র আর দল একাকার হয়ে গিয়েছিল। দেশে এক ব্যক্তির শাসন, এক পরিবারের শাসন ছিল। সেটা পুরো রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে। সেখানে ব্যবসায়ী, আমলাতন্ত্র, পুলিশ, মিলিটারি সব মিলিয়ে ছিল। সেখানে চিড় ধরায় তার ক্ষমতা তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়েছে।'

'দুর্নীতি আর বেগমপাড়া'

আওয়ামী লীগের সরকার তাদের ইশতেহারে ও নেতাদের বক্তব্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থানের কথা ঘোষণা করে আসলেও গত তিন মেয়াদে এই দলের ছোট থেকে কেন্দ্রের বেশিরভাগ নেতা ও সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অর্থপাচারের অভিযোগ উঠেছে। গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেগরিটি (জিএফআই) হিসাবে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর গড়ে ৬৪ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে। সেই হিসাবে ১৫ বছরে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে প্রায় ১০ লাখ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ থেকে পাচার করা অর্থে কানাডায় বেগমপাড়া তৈরি হওয়ার মতো খবর এসেছে। অনেক নেতা-মন্ত্রী-এমপি, সরকার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী দেশ থেকে অর্থ পাচার করে বিভিন্ন দেশে সেকেন্ড হোম তৈরি করেছেন, বিনিয়োগ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

সাবেক আইজিপি বেনজির আহমেদের মতো অনেক সরকারি সাবেক কর্মকর্তার হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ তৈরির খবর প্রকাশ হয়েছে গণমাধ্যমে। সরকারি অফিসে ঘুষ দেয়া যেন একটা স্বাভাবিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছিল। আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-মন্ত্রীর বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ, বিনিয়োগ স্কিমে অন্য দেশের নাগরিকত্ব নেয়ার মতো অভিযোগ উঠেছে।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'এতো দুর্নীতি হয়েছে, যা আগে কখনো মানুষ দেখেনি। দুর্নীতি নিয়ে মানুষের ভয়, চক্ষুলজ্জাও উঠে গিয়েছিল। এসবের মধ্য দিয়ে তারা যে বিত্ত অর্জন করেছে, তা পাচার করে দিয়েছে। যেখানে মানুষ কষ্টে জীবনযাপন করছে, সেখানে নেতা-মন্ত্রীদের বিদেশে অঢেল সম্পদের তথ্য মানুষকে বিরক্ত আর ক্ষুব্ধ করেছে।' বেতনের তুলনায় দুর্নীতির সুযোগ থাকার জন্য সরকারি চাকরি এত লোভনীয় হয়ে উঠেছে যে চতুর্থ শ্রেণির চাকরির পেছনেও লাখ লাখ টাকা ঘুষ দেয়া-নেয়ার অভিযোগ উঠেছে।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সম্মাননীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'মানুষ ভালো চাকরি পেতে চেয়েছে, যাতে তারা অর্থনীতিকভাবে যাতে নিরাপদ থাকতে পারে। আগে প্রাইভেট সেক্টরে অনেক ভোলো চাকরি ছিল, সেই সুযোগ সংকুচিত হয়ে গেছে। ফলে তারা সবাই সরকারি চাকরি পেতে চাইছিল।' কিন্তু সেই চাকরির প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও তারা নানা অনিয়মের মুখোমুখি হয়েছে।

'অর্থনীতির দৈন্যদশা'র চাপ

বাংলাদেশের গত দুই বছর ধরে মূল্যস্ফীতি রেকর্ড ছুঁয়েছে। রাতারাতি ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় তার প্রভাব পড়েছে সব কিছুর ওপরে। মানুষের সব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম রাতারাতি বেড়ে গেছে। সেই সঙ্গে রিজার্ভের ঘাটতি, দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার, দেশ থেকে বিপুল পরিমাণে অর্থ পাচার, ব্যাংকিংখাতে হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণ অনিয়মের একের পর এক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে দেশের গণমাধ্যমে। অথচ সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা দিনে দিনে কঠিন হয়ে উঠেছে। ফলে তাদের মধ্যে দিনে দিনে সরকার বিরোধী মনোভাব তৈরি করেছে।

আওয়ামী লীগ টানা তিন মেয়াদের সময় পদ্মা সেতু, মেট্রো রেল, টানেল, পায়রা বন্দর, পায়রা সেতু, রেল সংযোগের মতো বহু ব্যয়বহুল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করেছে। তাতে দক্ষিণবঙ্গের মতো অনেক স্থানে অর্থনৈতিক পরিবর্তনও এনেছে। কিন্তু সেই সাথে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয়ও বেড়েছে।

শেখ হাসিনা এবং তার মন্ত্রীরা বারবার এসব উন্নয়নের ফিরিস্তি দিয়ে গেলেও তার খুব বেশি প্রতিফলন নিজেদের সাংসারিক বা ব্যক্তি জীবনে তেমন একটা দেখছিলেন না সাধারণ মানুষ। ফলে তারাও একটি পরিবর্তন চাইছিলেন।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলছেন- 'অর্থনীতির অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখিয়েছিল উন্নয়ন। কিন্তু তাতে সাধারণ মানুষের জীবনে কোন পরিবর্তন হয়নি। এই উন্নয়ন ছিল ফাঁপা উন্নয়ন। কারণ তাতে কর্মসংস্থান হয়নি। উন্নয়নের ফল বিতরণও ঠিক মতো হয়নি। অল্পকিছু মানুষ এর ফল ভোগ করেছে।' সেই সাথে নেতাদের, সরকারি কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়া, দুর্নীতি-ঘুষ, ছোটখাটো ব্যবসায়ী- হকার থেকে শুরু করে সেবা নিতে যাওয়া প্রতিটি মানুষের ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে।

ব্যাঙ্কিংখাতে রাজনৈতিক যোগাযোগ ব্যবহার করে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে সর্বশ্রান্ত হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। সেসবের জন্যও অভিযোগের আঙ্গুল উঠেছে সরকার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এগুলোর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি, কাউকে জবাবদিহি করতে হয়নি। এগুলোর সব কিছুতে মানুষের ক্ষোভ জমেছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, 'এসবের বোঝা পড়েছে সাধারণ মানুষের ওপরে, যাদের দ্রব্যমূলের ব্যয় বেড়েছে, জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে। তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমেছে, জীবনযাপন কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু সেসব দূর করতে সরকারের কোন পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছিল না।' 'মানুষ তাতেও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তারা এসব কিছুর জন্য দায়ী করেছেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনাকে।''

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মনে করেন, এসবের বাইরে ভারতের প্রতি সরকারের অতি নির্ভরতাও অনেকে পছন্দ করেনি বলে তিনি বলছেন। কারণ গত কয়েক বছরে ভারতের সাথে বাংলাদেশের যেসব চুক্তি হয়েছে, বাংলাদেশের তুলনায় সেগুলো ভারতের জন্য বেশি সুবিধাজনক বলে সমালোচনা রয়েছে। ভারতের ওপর তাদের নির্ভরতা, যেসব চুক্তি করেছে, দেখা গেছে সেসব ভারতের পক্ষে যাচ্ছে। ঋণ বাড়ছে। নানা কারণে মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছি' বলছেন মি. চৌধুরী।

বাস্তবতা বুঝতে পারেননি হাসিনা

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া একটি আন্দোলন কেন সরকার গুলি-গ্রেফতারের মতো বলপ্রয়োগের পথে গেল, তা অনেককে অবাক করেছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-পুতিরা পাবে না? তাহলে কি রাজাকারের নাতি-পুতিরা চাকরি পাবে?' মন্তব্যের জবাবে মধ্যরাতে শিক্ষার্থীরা 'তুমি কে, আমি কে- রাজাকার রাজাকার' স্লোগান দিয়ে যখন পথে নেমে আসে, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছিলেন, তাদের স্লোগানের জবাব ছাত্রলীগ দেবে। এটা পরিষ্কার ছিলো যে, প্রথম থেকেই এই আন্দোলন নিয়ে কোন আলোচনার আগ্রহ বা নমনীয়তা দেখায়নি আওয়ামী লীগ। বরং আগের সব আন্দোলনের মতো শক্ত হাতে দমন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথমে নিজেদের ছাত্র বাহিনীকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা, সেখানে ব্যর্থ হয়ে পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি সদস্যদের দিয়ে আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বেপরোয়াভাবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অ্যাকশন, গুলি চালানোয় পাঁচ সপ্তাহে পাঁচ শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। পরিস্থিতি সামলাতে ইন্টারনেট বন্ধ, কারফিউ জারি, সাধারণ ছুটি ঘোষণা করতে হয়েছে।

তারপরে যখন পরিস্থিতি খানিকটা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে বলে মনে হয়েছে, তখন শত শত মামলা করে রাতের বেলা ব্লাকরেইড দিয়ে শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি অভিযান চালিয়ে ধরে এনে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এমনকি রংপুরের আবু সাঈদের মৃত্যুর ঘটনার পুলিশের গুলি করার ভিডিও থাকার পরেও পুলিশ শিক্ষার্থীদের ওপর দায় চাপিয়েছে, নিরীহ এক শিক্ষার্থীকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছে। ছয়জন সমন্বয়ককে হাসপাতাল ও বাড়ি থেকে ধরে এনে কোন কারণ না দেখিয়েই দিনের পর দিন গোয়েন্দা কার্যালয়ে আটকে রাখা হয়েছে, তাদের ভয়ভীতি দেখিয়ে বিবৃতি আদায় করা হয়েছে। কিন্তু কাউকে সেজন্য জবাবদিহিও করতে হয়নি।

পুলিশ, বিজিবি ও দলীয় বন্দুকধারীদের গুলি করার ছবি ভিডিও থাকার পরেও আওয়ামী লীগের মন্ত্রী ও নেতারা ক্রমাগত অসত্য বক্তব্য দিয়ে গেছেন, বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন, আন্দোলনকারীদের হুমকি দিয়েছেন। এমনকি 'পুলিশের পোশাক পরে সন্ত্রাসীরা গুলি চালিয়েছে' এমন কথাও বলা হয়েছে সরকারি মন্ত্রীদের পক্ষ থেকে। ইন্টারনেট বন্ধ করা নিয়ে নানারকম বিভ্রান্তিকর তথ্য দেয়া হয়েছে। এসব কিছুই মানুষের ভেতর ক্ষোভ তৈরি করেছে,তাদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন।

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, 'উচ্চপর্যায় থেকে নেতারা যে ধরনের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, তার মধ্যেও ছিল অন্ধ বিশ্বাস। ফলে তারা আন্দোলনকে গুরুত্ব দেননি। তারা ইতিহাস থেকেও কোন শিক্ষা নেননি। আগের সব আন্দোলন যেমন তারা দমন করে এসেছে, এবারও সেটাই চেষ্টা করেছে। কিন্তু ছাত্ররা আন্দোলনা অব্যাহত রাখায় জনগণের সমর্থন চলে এসেছে। আন্দোলন দমন করতে গিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার, বলপ্রয়োগের ফলে জনগণের মধ্যে রোষানল তৈরি হয়েছে। ফলে তারা এর বিরুদ্ধে স্বতস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছে' তিনি বলেন।

আন্দোলনের নেপথ্যে 'জামায়াত-শিবির রয়েছে' দাবি করে বরাবরই আওয়ামী লীগের নেতা-মন্ত্রীরা বাস্তবতা অস্বীকার করে গেছেন। এমনকি এর জের ধরে তারা তড়িঘড়ি করে জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধও ঘোষণা করে।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, একদিকে যেমন সরকার এর মধ্যে প্রতিপক্ষের ইন্ধন খুজেছে, তেমনি আন্দোলনেও তাদের প্রতিপক্ষরাও নেপথ্যে ভূমিকা রেখেছে, অংশ নিয়েছে। ফলে আন্দোলন ব্যাপকতা পেয়েছে, সংঘর্ষ-সহিংসতা সারা দেশে ছড়িয়ে গেছে। পরবর্তীতে সরকার আলোচনার কথা বললেও ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ততদিনে এটা কোটা সংস্কারের আন্দোলন ছাড়িয়ে জনমানুষের ক্ষোভের একটি আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, প্রথমদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের দাবিকে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব আমলে নেয়নি, তেমনি পরের দিকে এসব দাবির সাথে সাথে সাধারণ মানুষের দাবি মিশে গেছে, তারাও এর অংশ হয়ে উঠেছে, সেই *(বাকি অংশ ১৩ এর পাতায়)*

ওজনপার্ক ও ক্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পুপলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

■ Road Lesson Local & H.Way
■ Road Test Appointment
■ Car for Road Test
■ 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
■ 6 Hours DDC Class (Operate by JH office)
■ Good For TLC, Insurance & Point Redaction. (Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে
OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!
৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com
POPULAR DRIVING SCHOOL INC.
Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453
Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw, Drew St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

১৯ আগষ্ট বাজারে আসছে নতুন সাপ্তাহিক ‘বাংলা পোষ্ট’

‘বাংলা পোষ্ট’-এর প্রকাশনা নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বারী গ্রুপের চেয়ারম্যান আসিফ বারী টুটুল, সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ, জেবিবিএ’র সভাপতি গিয়াস আহমেদ

‘বাংলা পোষ্ট’-এর প্রকাশনা নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন পত্রিকাটির সম্পাদকীয় টীমের প্রেসিডেন্ট মুনমুন হাছিনা বারী সহ উপস্থিত অতিথিরা।

নিউইয়র্ক (ইউএনএ):
যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রাণকেন্দ্র নিউইয়র্ক। এই নিউইয়র্ক থেকে দুই ডজনাধিক পত্রিকা প্রকাশিত হলেও হাল আমলে হাতেগোনা কয়েকটি পত্রিকা প্রিন্ট হচ্ছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতে অধিকাংশ পত্রিকা অনলাইনে সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। কমিউনিটির চলমান প্রেক্ষাপটে কমিউনিটি সেবার অঙ্গীকার নিয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে নতুন সাপ্তাহিক ‘বাংলা পোষ্ট’। এটি প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি অনলাইনেও প্রকাশিত হবে। পত্রিকাটির প্রকাশক হচ্ছে বারী মিডিয়া। এ উপলক্ষ্যে গত ৭ আগষ্ট বুধবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এক সংবাদ সম্মেলন ও সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। খবর ইউএনএ’র।
‘বাংলা পোষ্ট’-এর প্রকাশনা নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বারী গ্রুপের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আসিফ বারী টুটুল ও পত্রিকাটির সম্পাদকীয় টীমের প্রেসিডেন্ট মুনমুন হাছিনা বারী। এছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রবীণ সাংবাদিক ও এমসি টিভি’র কর্ণধার কাজী শামসুল হক, বিশিষ্ট ব্যসায়ায়ী ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ, জেবিবিএ’র সভাপতি গিয়াস আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান, বিশিষ্ট রাজনীতিক আব্দুর নূর বড় ভূইয়া, সঙ্গীত শিল্পী ও আজকাল-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রানো নেওয়াজ, শাহ গ্রুপের কর্ণধার শাহ জে চৌধুরী,শো টাইম মিউজিক-এর কর্ণধার আলমগীর খান আলম প্রমুখ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বাংলা পোস্ট’ এর প্রস্তুতি সংখ্যা আমন্ত্রিত অতিথিদের হাতে তুলে দেয়া হয়।
অনুষ্ঠানে মুনমুন হাছিনা বারী লিখিত বক্তব্যে বলেন, নিউইয়র্কে বারী গ্রুপের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বারী মিডিয়ার মাধ্যমে বাংলা পোষ্ট প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আগামী ১৯ আগষ্ট থেকে পত্রিকাটি নিয়মিত বাজারে আসবে।
তিনি বলেন, কমিউনিটি সেবার পাশাপাশি স্বচ্ছতায় অবিচল, বস্তুনিষ্ঠতা আর দায়িত্বশীলতার পাশাপাশি নানা বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষীদের মনের ভাব প্রকাশে বদ্ধ পরিকর থাকবে ‘বাংলা পোষ্ট’।
আসিফ বারী টুটুল তার বক্তব্যে ‘বাংলা পোষ্ট’ প্রকাশনায় এবং পত্রিকাটি চলার পথে কমিউনিটির সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন এবং তার অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠনগুলোর মতো ‘বাংলা পোর্ট’ও কমিউনিটির সেবায় ভূমিকা রাখবে বলে জানান।

শিক্ষার্থীদের হাতে আটক সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেলের

(শেষ পাতার পর) উত্তর পাননি শিক্ষার্থীরা।
শুক্রবার (৯ আগস্ট) দিকে ঘটে এই ঘটনা। শিক্ষার্থীরা জানান, তারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ট্রাফিকিংয়ের কাজ করছিলেন। সন্দেহ হলে তারা গাড়ি খুলতে বলেন। তখন গাড়ির চালক জানান, ভেতরে ওষুধ আছে, কাপড় আছে। এ সময় সন্দেহ হলে শিক্ষার্থীরা তাকে দরজা খুলে দেখাতে বলেন। কিন্তু তিনি দরজা না খুলে তাড়াহুড়ো শুরু করেন। এরপর জোর করা হলে এবং অন্য সব শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়ে গাড়ি ঘেরাও করলে তিনি দরজা খোলেন। এরপর বেরিয়ে আসে ভেতরের চিত্র। সেখানে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নথিসহ নানা কাগজপত্র পাওয়া যায়।
অপর এক শিক্ষার্থী জানান, গাড়ির চালকের লাইসেন্সও ছিল না। এরপর সন্দেহ হয় তাদের। তারপর গণমাধ্যম সেখানে গেলে তারা লাইভে থেকে গাড়ির ভেতরে কী ছিল তা খুলে দেখান। সেখানে বেরিয়ে আসে নানা সরকারি নথি। তার মধ্যে একটি কাগজে স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার সহকারী ও একান্ত সচিবের স্বাক্ষর আছে। বিভিন্ন মামলার বিপুল কাগজও পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীরা দাবি করেন, সেখানে কোটি কোটি টাকার একটি চেক বেসরকারি ব্যাংকের। যদিও চেকটি দেখাননি তারা।
শিক্ষার্থীরা আরও জানান, তারা যখন নথিপত্র দেখে বুঝতে পারেন, এসব রাষ্ট্রের সাবেক প্রধান আইন কর্মকর্তার। তখন তারা বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে সেনবাহিনীকে খবর দেন। তারা সবকিছু সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেবেন। সেনাবাহিনী সেগুলো দেখবে।
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে অপর একজন শিক্ষার্থী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ বিভিন্ন দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ নথি ছিল ওই ওষুধের গাড়িতে।

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com

Bronx Travel
আপনি কি আমেরিকার ৫ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা করতে চান ?
আমেরিকার পাঁচ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ট্যুরিস্ট ভিসা (B1/B2) এর DS 160 ফরমটি সঠিকভাবে পূরণ করতে পারলে বাংলাদেশ থেকে ভিসা পাওয়া খুবই সহজ।
B1/B2 ভিসার DS 160 ফরমটি নির্ভুলভাবে পূরণ করতে এবং ভিসা সংক্রান্ত যেকোন পরামর্শে আমাদের সহযোগিতা নিন।

Call: 516-914-9045
Em@ail: bronxtravel1@gmail.com

MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর

MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ-ইউএসএ'র সংবাদ সম্মেলন

সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধসহ ৮ দাবি

নিউইয়র্ক:

বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পর বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর, উপাসনালয়ে হামলার ঘটনা ঘটেছে জানিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ-ইউএসএ। বুধবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে সংখ্যা লঘুদের ওপর নির্যাতন, হত্যা, মন্দির-বাড়িঘর-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে তা জনগণের সামনে আনার দাবি জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ হিন্দ বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ-ইউএসএ মনে করে, বিগত আ.লীগ সরকারের দুর্বৃত্তরা যেমন সংখ্যালঘু ও রাজনৈতিকভাবে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে, এখন একইভাবে বর্তমান সময়ের অপরাধীরাও এমন কিছু করছেন। এ সময় সংগঠনটির নেতারা বলেন, এই কোটা বিরোধী আন্দোলনে অনেক হিন্দু ছাত্র- ছাত্রীও অংশ নেয় এবং শহিদ হন । যদি ও নিহতের এখনও সঠিক সংখ্যা নেই। এরপর ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে গেলে , শুরু হয় হিন্দুদের ওপর সহিংসতার আরেক অধ্যায়। উচ্ছৃঙ্খল জনতা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর, বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ শুরু করে, তাদের মন্দির, বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর ও আগুন ধরিয়ে দেয় এবং হিন্দু নারীদের শ্লীলতাহানি করে। এ অবস্থায়, হত্যা, মন্দির, বাড়িঘর, হিন্দুদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য সংখ্যালঘু এবং সকল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সমস্ত অপরাধী এবং তাদের প্রধান হোতাদের চিহ্নিত করার পাশাপাশি প্রতিটি হত্যা, নির্যাতন ও সম্পত্তির ক্ষতির অবিলম্বে বিচার চান তারা। বলেন, অপরাধীদের এবং তাদের প্রধান হোতাদের দ্রুত বিচারের জন্য একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন , সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মতামত নিয়ে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন পাস , নিয়মিত সোশ্যাল মিডিয়া পর্যবেক্ষণ এবং ঘটনার আগে সম্ভাব্য অপরাধীকে চিহ্নিত করা, ডিজিএফআইকে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবিসহ মোট আট দফা দাবি জানান সংগঠনটির নেতারা। বলেন, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুসহ সকল মানুষের মানবাধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য নতুন অন্তর্বর্তীকালীন এবং পরবর্তীতে নির্বাচিত সরকারের প্রতি হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত।

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, le-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

ARMAN CHOWDHURY, CPA
সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
● INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
● BUSINESS TAX RETURN
● NON-PROFIT TAX RETURN
● ACCOUNTING & BOOKKEEPING
● RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
● TAX RESOLUTION SPECIALIST
● ISLAMIC HOME FINANCING
7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER
718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

এবার জ্যাকসন হাইটে আমাদের নতুন অফিসে আপনাকে স্বাগতম

হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে যে কোন ডাক্তারের রোগী ভর্তি করে থাকি
Barnali Hasan MD
Internal Medicine
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন
Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস
We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি
WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES
Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park
> Primary Care > Annual Exam > Physical Checkup > TLC Test > Diabetes > Immigration > Cholesterol > EKG > > Spiro > PAP Smear > Pregnancy Test > Allergies > TB Test > Vaccinations > Telemedicine & all kind of Medical Services.
Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services
We accept most Insurances & Medicaid
CALL 917 930 1170
EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
● গাড়ী দূর্ঘটনা
● বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
● ব্রেইন ইনজুরি
● এলিভেটর একসিডেন্ট
● স্কুল লায়াবিলিটি
● খেলার মাঠে দূর্ঘটনা
● বার্থ ইনজুরি
● নির্মাণ কাজে দূর্ঘটনা
● পিছলে পড়ে গেলে
● লেড পয়জনিং
● কুকুর কামড়ালে
● ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে ভার্জিনিয়ার ৩৮তম ফোবানা সম্মেলন

রেকর্ডসংখ্যক উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশি সংগঠন নিয়ে আগামী ৩০ ও ৩১ আগস্ট এবং ১ সেপ্টেম্বর ভার্জিনিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য ফোবানা সম্মেলনের আয়োজনের প্রস্তুতির বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত তুলে ধরেন 'ফোবানা'র নেতৃবৃন্দরা।

(শেষ পাতার পর) ডিসি'র শতাধিক কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী দিনরাত কাজ করছেন বলেও উল্লেখ করেন আহবায়ক রোকসানা পারভীন।

তিনি বলেন, পুরো উদ্যমে ওয়াশিংটনের সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্ব এগিয়ে চলছে। ৩৫টি সাব-কমিটিতে সম্পৃক্ত শতাধিককর্মী এই প্রস্তুতি পর্বের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন, আর বিশেষভাবে উল্লেখ্য আমাদের ফোবানার কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ফোবানার সকল নেতৃবৃন্দ আমাদের এই সম্মেলন আয়োজনে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করে যাচ্ছেন একটি সফল সম্মেলন উপহার দেয়ার জন্য। এ জন্য হোস্ট কমিটির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।

লিখিত বক্তব্যে রোকসানা পারভীন জানান, এবারের সম্মেলনে থাকছে-গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন থেকে শুরু করে থাকছে সাহিত্য, কারিগরি শিক্ষা এবং এর প্রভাব ও উন্নয়ন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও সাইবার সিকিউরিটি, নারীর ক্ষমতায়ন, যুব উন্নয়ন, মূলধারায় আমাদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বের বিকাশ, ওয়াশিংটন মেট্রো এলাকার বাংলাদেশী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান, আরবান ডেভেলপমেন্ট, ন্যানো টেকনোলজির এবং এর কার্যকারিতা, স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে এআই এর প্রভাব, তরুণ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য স্কলাশিপ অ্যাওয়ার্ড, তরুণ প্রজন্মকে আমাদের সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত করার প্রয়াসে তাদের অংশগ্রহণে সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতা, বৃহত্তর পরিমণ্ডলে নারীর ক্ষমতায়ন বা ভূমিকা, অর্জন এবং তাৎপর্যের উপর আলোকপাত করার জন্য তাদের ক্ষমতায়নের উপর আলোচনা ও আলোকপাত। সেজে উঠেব কারুপণ্য শিল্পের প্রদর্শনী দিয়ে, যেখানে থাকবে আমাদের ঐতিহ্যবাহী কারুপণ্যের বাহার, অনন্য আয়োজনে তরুণদের অংশগ্রহণে থাকবে বর্ণীল ফ্যাশন শো, সাহিত্যের উপর আলোকপাত এবং কাব্য জলসা, সকল বাঙালিদের বইয়ের প্রতি, বই পড়ার প্রতি উৎসাহিত করার জন্য ফোবানা গ্রন্থমেলা, যুব ফোরাম ও নেটওয়ার্কিং, ওয়াশিংটন মেট্রো এলাকার বাংলাদেশী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান, এনআরবি ব্যবসায়ী এবং ব্যবসা উদ্যোক্তাদের, নেটওয়ার্কিং, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এলামনাই ফোরাম এর আলোচনা, আন্তঃধর্মীয় শান্তি আলোচনা, বাংলাদেশের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র প্রদর্শিনী ইত্যাদি। গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের জন্য ১৫টি অ্যাবস্ট্রাক্ট ইতিমধ্যে জমা পড়েছে এবং সেমিনারের প্রস্তুতি এগিয়ে চলছে। এগিয়ে চলছে কাব্য জলসার প্রস্তুতি, প্রায় ২০জন স্বনামধন্য কবি এই পর্বে অংশগ্রহণ করবেন। স্বদেশ শৈলী প্রকাশনার তত্ত্বাবধানে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের কবিদের প্রায় ৫০টিরও বেশি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হবে একটি কাব্যসঙ্কলন 'কাব্যলোকে'। প্রকাশিত হচ্ছে 'চেতনায় বাংলাদেশ' শীর্ষক ফোবানার বিশেষ সংকলন। নৃত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে প্রায় ৪০ জন তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা। বিজ্ঞানমেলায় সম্পৃক্ত হচ্ছে প্রায় ২০-২৫ জন তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা। বিজনেস নেটওয়ার্কিং-এ যোগ দিচ্ছেন ১৫০ জনেরও বেশি এনআরবি ব্যবসায়ী এবং ব্যবসা উদ্যোক্তা। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান আমাদের যুব ফোরাম, যেখানে যোগ দিচ্ছে প্রায় ১০০ জনেরও বেশি সম্ভাবনাময় তরুণ-তরুণী, যাদের মাঝে গড়ে উঠবে একটি চমৎকার সেতুবন্ধন, আর ওদের হাত ধরেই বেঁচে থাকবে বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য। এছাড়াও রয়েছে ফোবানা রালি সহ আরো অনেক আয়োজন, যা আপনাদের পুরো তিনটি দিনকে করে তুলবে আনন্দময়। সম্মেলনের পাশাপাশি রয়েছে দেশের রাজধানী শহর ওয়াশিংটনের বিভিন্ন আকর্ষণ, পরিবার নিয়ে সময় কাটানোর এক অনন্য সুযোগ। সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন বেশ কিছু মূলধারার নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষ ব্যক্তিত্ববৃন্দ, যাদের অংশগ্রহণে অলংকৃত হবে আমাদের ফোবানার মিলনমেলা। ফোবানা সম্মেলনে প্রবাসীদের সাদর আমন্ত্রণ জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে ফাবানার চেয়ারপারসন এটর্নি মোহাম্মদ আলমগীর ও এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী আবীর আলমগীর বলেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতে আমরা ৩৮তম ফোবানা সম্মেলন পিছিয়ে দিতাম কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ দুই বছরের প্রস্তুতি এবং সাংবিধানিক সমস্যা রয়েছে। এ সম্মেলনে নির্ধারন করা হবে গত বছর ঘোষিত আগামী বছরের ফোবানা সম্মেলনের নতুন চেয়ারপারসন ও এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী। দেশের চলমান ঘটনা তথা কোটা আন্দোলনে সকল হতাহতের প্রতি আমাদের সম্মান ও সহমর্মিতা অব্যাহত থাকবে।

ফোবানা নেতৃবৃন্দদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ফোবানা'র সাবেক চেয়ারপারসন রবিউল করিম বেলাল, রেহান রেজা, ফোবানার সাবেক কর্মকর্তা এম রহমান জহির, ৩৮তম ফোবানা সম্মেলনের সদস্য সচিব আবু রুমি, প্রেসিডেন্ট নুরুল আমিন নুরু, কোষাধক্ষ্য ড. প্রিয়লাল কর্মকার প্রমুখ। সংবাদ সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ৩৮তম ফোবানা সম্মেলনের কর্মকর্তাবৃন্দ।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

সফলতার ২৮ বছরের The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা

বর্ষ ২৮ : সংখ্যা ৪৬ : সোমবার, শ্রাবণ ২৮ ১৪৩১
সফর ০৬ ১৪৪৬ Vol. 28 Issue 46 : August 12 USA.
Free in NY, Other State $1.

হাসিনার পতনে গণঅভ্যুত্থানে ভূমিকা রেখেছে যেসব কারণ

BBC NEWS বাংলা

বিশ্লেষণ

ঢাকা ডেস্ক:
চলতি বছরের পাঁচই জুন যখন হাইকোর্টের একক বিচারপতির একটি বেঞ্চ কোটা বাতিল করে ২০১৮ সালে যে প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল সেটিকে খারিজ করে দেয়, তখন কারো ধারণাই ছিলো না যে পরের দুই মাসের মধ্যে সেটিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নজিরবিহীন ঘটনা ঘটবে। শেষ পর্যন্ত এটি শেখ হাসিনা সরকারের *(বাকি অংশ ২২ এর পাতায়)*

সাঈদ তারেকের কলাম

সরি আপা-

উনসত্তুর সাল থেকে স্বৈরশাষকদের পতন দেখে আসছি। আপনিও যাবেন সেটা জানতাম, তবে কিভাবে বিদায়টা হবে সে ব্যপারে আন্দাজ করতে পারছিলাম না। মাঝেমাঝে হতাশ হতাম জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারবো কিনা। লক্ষিন্দরের লোহার ঘর বানিয়ে রেখেছিলেন, যেন সাপ কোনদিক দিয়ে ঢুকতে না পারে। কিন্তু ভুলে গেছিলেন প্রবাদটা- তোমারে বধিবে যে গোকূলে বাড়িছে সে! মাত্র সেদিন ইলেকশন করালেন। গ্যাট হয়ে বসে সবে গা এলিয়ে দিয়েছেন, এর মধ্যে বাচ্চাদের হাতে ধরা! মাঝেমাঝে ভাবতাম কে আপনার পতন ঘটাবে। বিরোধীদলের মাজা ভেঙ্গে দিয়েছেন। আর্মি র‍্যাব পুলিশ বিজিবি প্রশাসন আমলা ব্যবসায়ী মিডিয়া সুশীল-কুশীল আইন আদালত সব নিজের কব্জায়, সাজিয়েছেন নিজের মত করে। মানুষ ভয়ে কথা বলে না। মুখ বন্ধ। কে বিদ্রোহ করবে! কে নামাবে ক্ষমতা থেকে! ভুলে গেছিলেন সবার ওপরে একজন আছেন, কাকে *(বাকি অংশ ৬ এর পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রের প্যানসেলভিনিয়ায় অনুষ্ঠিত 'মুসলিম উম্মাহ্ অব নর্থ আমেরিকার (মুনা)' কনভেশনে 'মুনা চিলড্রেন অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করছেন মুনা'র ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশীদ। মুনা কনভেশন ২০২৪ এর ছবি দেখুন ১৬ ও ১৭ পাতায়।

ওষুধের গাড়িতে হাজার কোটি টাকার চেক ও গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় নথি উদ্ধার

শিক্ষার্থীদের হাতে আটক সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেলের গাড়িচালক

ঢাকা ডেস্ক:
ওষুধের গাড়ি পার হচ্ছিল রাজধানী ঢাকার সায়েন্সল্যাব। সেখানে সড়কের শৃঙ্খলায় ছিলেন শিক্ষার্থীরা। সন্দেহ হলে গাড়ি আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তারা। চালক গাড়ির ভেতরে ওষুধ আছে দাবি করলেও দরজা খুলতেই বেরিয়ে আসে থলের বিড়াল। দেখা যায়, গাড়িচালক সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিনের ছবিসহ ওষুধের গাড়িতে করে নেওয়া হচ্ছে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নথি নিয়ে পালাচ্ছিলেন। যদিও ওই চালকের দাবি, বাসা বদলানোর জন্য এসব নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। তবে, ওষুধের গাড়িতে মালামাল কেন এমন প্রশ্নে সন্তোষজনক *(বাকি অংশ ২৮ এর পাতায়)*

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা

'মইনুল-আসাদ' প্যানেল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:
শাহীন কামালী ও মইনুল ইসলাম নেতৃত্বাধীন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার নির্বাচনে 'মইনুল-আসাদ' প্যানেল-কে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এস্টোরিয়াস্থ জালালাবাদ ভবনে গত ৬ আগষ্ট, মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন বিকেলে নির্বাচন কমিশন এই সিদ্ধান্ত জানান। এর আগে 'মইনুল-আসাদ' প্যানেল ছাড়াও আরো দু'জন প্রার্থী সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ পদ থেকে প্রার্থী প্রত্যাহার করেন। এসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদের ২৫টি পদের বিপরীতে 'মইনুল-আসাদ' প্যানেলের ২৫জন সহ ২৭ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। পরবর্তীতে মনোনয়নপত্র বাছাই ও প্রত্যাহার পর্ব শেষে প্যানের সকল প্রার্থীকে একক প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম *(বাকি অংশ ৬ এর পাতায়)*

অংশ নিবে উত্তর আমেরিকার ৮৬টি বাংলাদেশি সংগঠন

রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে ভার্জিনিয়ার ৩৮তম ফোবানা সম্মেলন

বিশেষ প্রতিনিধি:
যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া রাজ্যে অনুষ্ঠিতব্য ৩৮তম ফোবানা সম্মেলনে অংশগ্রহণে আগ্রহী সংগঠনের তালিকাভুক্তিতে সর্বকালের সেরা রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে। এবারের সম্মেলনে ২৫টিরও বেশি অঙ্গরাজ্য থেকে ৮৬টি সংগঠনের অংশগ্রহণ করছেন। নতুন করে ২৬টি সংগঠন যোগ দিচ্ছেন এ সম্মেলনে, যা গত ৩৭ বছরে কখনো হয়নি বলে জানিয়েছেন ৩৮তম ফোবানা সম্মেলনের আহবায়ক রোকসানা পারভীন। গত ৩ আগস্ট, শনিবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্তরাঁয় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।
গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি'র ভার্জিনিয়ায় লেবার ডে উইকেন্ডে আগামী ৩০-৩১ আগস্ট এবং ১ সেপ্টেম্বর ভার্জিনিয়া আর্লিংটনের ক্রিস্টাল গেটওয়ে ম্যারিয়টে অনুষ্ঠিত হবে ৩৮তম ফোবানা সম্মেলন। এবারের সম্মেলনে সফল ও সার্থক করেতে আয়োজক সংগঠন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব গ্রেটার ওয়াশিংটন *(বাকি অংশ ৩০ এর পাতায়)*

বড় গোনাহ ত্যাগ করুন, ছোট গোনাহ মাফ হবে

জাফর আহমাদ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তোমরা যদি বড় বড় গোনাহ থেকে দুরে থাকো, যা থেকে দুরে থাকার জন্য তোমাদের বলা হচ্ছে, তাহলে তোমাদের ছোট-খাট খারাপ কাজগুলো আমি তোমাদের হিসেব থেকে বাদ দিয়ে দিবো এবং তোমাদের সম্মান ও মর্যাদার জায়গায় প্রবেশ করিয়ে দেবো।"(সুরা নিসা:৩১) আল্লাহ তা'আলা বলেন,"প্রকাশ্যে বা গোপনে অশ্লীল বিষয়ের ধারে কাছেও যাবে না। আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান *(বাকি অংশ ২৩ এর পাতায়)*

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল

এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে *(বাকি অংশ ৮ এর পাতায়)*

এক স্লিপ

সালাহউদ্দিন আহমেদ:
বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে এশিয়ার 'লৌহ মানবী' হিসেবে পরিচিতি পাওয়া বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার। গত ৫ আগষ্ট আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে তার একমাত্র বোন শেখ রেহেনাকে সাথে নিয়ে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। দেশে রেখে গেছেন নানান স্মৃতি আর লাখো-কোটি দলীয় নেতা-কর্মী, সমর্থক-শুভাকাঙ্খী। শেখ হাসিনার এই 'নির্মম পরিণতি' দেশবাসীর মতো প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে আলোচিত-সমালোচিত হচ্ছে। প্রশ্ন *(বাকি অংশ ৮ এর পাতায়)*

সংবাদ সম্মেলনে শাহ নেওয়াজ-আজম-বাবলু

ম্যারিল্যান্ডে লেবার উইকেন্ডে ভিন্নধর্মী ফোবানা সম্মেলন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ):
উত্তর আমেরিকায় ৩৮ বছরের সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশী অর্গানাইজেশনস অব নর্থ আমেরিকা-ফোবানা। অনেক আগেই এই ফোবানা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। চলতি বছর ফোবানা'র ৩৮তম সম্মেলন হতে চলেছে। এই ফোবানা'র একাংশের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ ও এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী কাজী আজম নেতৃত্বাধীন অংশ এবছর ম্যারিল্যান্ডে সম্মেলন করছে। যুক্তরাষ্ট্রের লেবার ডে *(বাকি অংশ ৬ এর পাতায়)*

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169Fax: 718 482 9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com